মাসিক

আত-তাহরীক

আল্লাহ বলেন, ‘অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ সেভাবে দৃঢ় থাক এবং যারা তোমার সাথে (শিরক ও কুফরী থেকে) তওবা করেছে তারাও। আর তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের সকল কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন। তোমরা যালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। তাহ’লে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নেই’ *(হূদ ১১/১১২-১১৩)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২২তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০১৯

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২২তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
জুমাঃ উলাঃ-জুমাঃ আখেরাহ ১৪৪০ হিঃ
মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৫ বাং
ফেব্রুয়ারী ২০১৯ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ ধন-সম্পদ : মানব জীবনে প্রয়োজন, সীমালংঘনে দহন ০৩
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

♦ শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা *(শেষ কিস্তি)* ০৯
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

♦ কথাবার্তা বলার আদব বা শিষ্টাচার ১৪
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত ১৮
(শেষ কিস্তি) -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

♦ ইসলামে প্রবীণদের মর্যাদা ২৩
-মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ :**

♦ তাবলীগ জামাতে সংঘর্ষ ২৯

◈ **নবীনদের পাতা :**

♦ আকাশের দরজাগুলো কখন এবং কেন খোলা হয়? ৩১
(শেষ কিস্তি) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

◈ **হকের পথে যত বাধা :** ৩৪

◈ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৫

♦ যেসব খাবারে কোলেস্টেরল কমে
♦ গোশত ছাড়াই আমিষ
♦ এসিডিটি এড়াতে করণীয়

◈ **ক্ষেত-খামার :** ৩৬

♦ ঢেঁড়স চাষ পদ্ধতি
♦ শরিফা ফল চাষ পদ্ধতি

◈ **কবিতা :** ৩৮

♦ জীবনটাকে ♦ খবর
♦ আমি রোহিঙ্গা শিশু ♦ বদলে গেছে

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৩৯

◈ **স্বদেশ** ৪০

◈ **বিদেশ** ৪২

◈ **মুসলিম জাহান** ৪৪

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

নারী শিক্ষা

ইসলামে নারী শিক্ষা অপরিহার্য। যেমন পুরুষের জন্য অপরিহার্য। তবে উভয়ের জন্য শিক্ষার পরিবেশ হবে ভিন্ন এবং উভয়ের উপযোগী শিক্ষা সিলেবাস হবে ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন। তবে উভয়ের শিক্ষার ভিত্তি হবে একই। আর তা হ'ল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত। দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হবার পর ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশু উভয়কে প্রথমে জানতে হবে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে। অতঃপর জানতে হবে, আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্ব করার জন্য। অতঃপর সে তার কর্তব্য ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। উভয়ের আবেগ-অনুভূতি পৃথক। তাই দু'বছরের শিশুর মধ্যেও দেখা যাবে যে, তাদের খেলনা পৃথক, পোষাক পৃথক ও খেলার সাথী পৃথক। দেখবে যে তাদের রুচি ও দাবীও পৃথক। কন্যা শিশু বাইরে যেতে চায় না। সে হাড়ি-পাতিল নিয়ে খেলে। ছেলে শিশু ঘরে থাকতে চায় না। সে বাস-ট্যাক্সির খেলনায় মেতে থাকে। মেয়ে শিশু বাপের বেশী আদরের হ'লেও মায়ের কোলে ঘুমাতে সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ঠিক এভাবেই তাদের চাহিদা অনুযায়ী ছোট থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে। সেই সঙ্গে দিতে হবে অনুকূল পরিবেশ। মাছ যেমন পানির মধ্যে স্বাধীন। মেয়েরা তেমনি পর্দার মধ্যে স্বাধীন। ছেলে ও মেয়ে প্রত্যেকে তাদের বিপরীত পরিবেশে বিব্রত বোধ করে। একইভাবে টাইট-ফিট অর্ধনগ্ন পোষাকে তারা উভয়ে সংকুচিত হয়। কিন্তু ঢিলা পোষাকে ও বোরকা-ম্যাক্সির মধ্যে উভয়ে স্বস্তিবোধ করে ও খোলা মনে চলাফেরা করে। এর বিপরীত কিছু করতে গেলেই সেটা হয় তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ। যাতে ঘটে নানা বিপত্তি। ইসলাম নারী ও পুরুষের এই স্বভাবগত প্রবণতাকে সম্মান দেখিয়েছে এবং তাদের জন্য পৃথক শিক্ষা পরিবেশ ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। দেশের ও মানবতার কল্যাণকামী যেকোন ব্যক্তিকে ইসলামের এই মঙ্গলময় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হ'তেই হবে। যার কোন বিকল্প নেই।

ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি তাওহীদ সম্পর্কে জানলেই শিশুমনে ভেসে ওঠে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্তের কথা। সে তার কাছে প্রার্থনা করে বলে, *রব্বি যিদনী ইলমা* 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' *(ত্বোয়াহা ১১৪)*। সে তার পাঠ শুরু করে *বিসমিল্লাহ* বলে এবং শেষ করে *আলহামদুলিল্লাহ* বলে। অতঃপর যে নিষ্পাপ রাসূলের মাধ্যমে সে তার স্রষ্টার বিধান পেয়েছে, তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অতঃপর সে ঈমানে মুফাছ্ছাল ও ঈমানে মুজমাল শিখে নেয় এবং আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতামণ্ডলী, আল্লাহ্র কিতাব, বিচার দিবস ও তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। সে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয় এবং জাহান্নামের ভয়ে ভীত হয়। এতে তার হৃদয় সর্বদা পরিশুদ্ধ থাকে। এভাবে যখন শিশুর মানস জগত গড়ে ওঠে, তখন একে একে সে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করতে থাকে। যে জ্ঞান তার ইহকাল ও পরকালকে সমৃদ্ধ করে।

যে ইলম আদমকে ফেরেশতাদের উপরে স্থান দিয়েছিল সে ইলম ছিল তাওহীদের ইলম। আজও সেই ইলমই মানুষকে সৃষ্টিজগতের উপরে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিবে। এর বিপরীত ঈমানহীন শিক্ষা হ'ল শয়তানী শিক্ষা। যার ধোঁকায় পড়ে আদমকে জান্নাত হারাতে হয়েছিল। আজও মানুষকে জান্নাত হারাতে হবে এবং দুনিয়া অকল্যাণে ভরে যাবে। যেমনটি এখন হচ্ছে। আজ বিশ্বের প্রায় সর্বত্র নারী নেতৃত্ব দেখা গেলেও নারী নির্যাতনে বিশ্বে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিন নিষ্ঠুরতম নির্যাতনের খবর সমূহ মিডিয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে। যার কোন তুলনা বিশ্ব ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ২০১৮ সালের সর্ব সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীর সর্বোচ্চ সংস্থা 'জাতিসংঘে' নিযুক্ত নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক তৃতীয়াংশ নিয়মিত যৌন হয়রানির শিকার। লোক-লজ্জার ভয়ে যেগুলি প্রকাশ পায় না, তার হিসাব এর বাইরে। খৃষ্টান পোপ-পাদ্রী ও হিন্দু ব্রাহ্মণদের নারী নিগ্রহ তো মিডিয়ায় শিরোনাম হচ্ছে অহরহ। ইভটিজিং ও নারী ধর্ষণ তো এখন বাংলাদেশের নিয়মিত খবরে পরিণত হয়েছে। অথচ শিক্ষায় ও ক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণ এখন সবচেয়ে বেশী। এরপরেও নারী নির্যাতনের এই চিত্র কেন? একটাই উত্তর আসবে, আর তা হ'ল শিক্ষার নামে চলছে বস্তুবাদী শিক্ষা বা ঈমানী শিক্ষাহীন ইবলীসী শিক্ষা। যা তাকে কেবল অর্থোপার্জন শিখায়, নেকী অর্জন শিখায় না। সে ধনী হয়, কিন্তু সুখী হয় না।

বস্তুতঃ যে ইলম মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায়, সেটাই হ'ল প্রকৃত ইলম। সেই ইলম শিক্ষা করা নারী ও পুরুষ প্রত্যেক মুমিনের উপর ফরয *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪)*। যে ব্যক্তি উক্ত ইলম শেখার জন্য রাস্তা তালাশ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*। এমনকি তার জন্য ফেরেশতারা ডানা বিছিয়ে দেন *(আবুদাঊদ হা/৩৬৪১)*। 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন' *(বুখারী হা/৭১)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এক ঘণ্টা দ্বীন শিক্ষায় রাত্রি জাগরণ সারা রাত্রি ইবাদতের চাইতে উত্তম' *(দারেমী হা/৬১৪)*। ঐ ইলম কেবল তার জীবদ্দশাতেই কল্যাণ দেয় না, মৃত্যুর পরেও তার আমলনামায় জারি থাকে *(মুসলিম হা/১৬৩১)*।

ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী ব্যবসায়ী কখনো পুঁজিবাদী হবে না। কখনো ওযনে ও মাপে কমবেশী করবে না। কখনো কৃপণ হবে না। বরং তার দেওয়া যাকাত ও ছাদাক্বায় দেশে সম্পদের বিস্তৃতি ও প্রবৃদ্ধি ঘটবে। সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিদূরিত হবে। ধনী ও গরীব পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। ইসলামী রাজনীতিক সর্বদা সমাজের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিবেন স্রেফ পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের স্বার্থে। ইসলামী বিজ্ঞানী সর্বদা নতুন নতুন নে'মত আবিষ্কারে পৃথিবীকে কল্যাণে ভরে দিবেন ও আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করবেন। ইসলামী কৃষক আল্লাহ্র নামে কৃষিকাজ করবে। আল্লাহ তার কৃষিতে বরকত দিবেন। দেশ শস্য-শ্যামলে ভরে যাবে। ইসলামী পরিবারে কোন অশান্তি থাকবে না। আনন্দে ও বিপদে সর্বাবস্থায় তারা আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ্র উপর ভরসা করেই তারা নিশ্চিন্ত হবে।

সকল জ্ঞানের উৎস হ'ল কুরআন ও হাদীছ। এই দুই উৎস অনুধাবন ও গবেষণার মাধ্যমে দুনিয়ায় ও আখেরাতে সকল কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। যার মাধ্যমে এক সময় মুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও বিশ্ব রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিয়েছে। ইহূদী-নাছারাদের ফাঁদে পড়ে মুসলিম নেতারা নিজেদের জ্ঞানের খনি ব্যবহার না করে 'আল্লাহ্র অভিশপ্ত' ও 'পথভ্রষ্টদে'র উচ্ছিষ্ট কুড়ানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। এই ইলম শেখার কারণেই মা আয়েশাকে স্বয়ং জিব্রীল এসে সালাম জানিয়েছেন *(তিরমিযী হা/৩৮৮১)*। বড় বড় ছাহাবীগণ কোন বিষয় আটকে গেলে তাঁর কাছে গিয়েই সমাধান নিতেন *(ঐ, হা/৩৮৮৩)*। পুরুষদের মধ্যে আবু হুরায়রা (৫৩৭৪টি) এবং নারীদের মধ্যে আয়েশা ছিলেন (২২১০টি) হাদীছের শ্রেষ্ঠ হাফেয। আর এজন্যেই তারা দুনিয়াতে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর জন্য দো'আ করার সাথে সাথে তা কবুল হয়ে যায়। ফলে তিনি কোন হাদীছ একবার শুনলে আর ভুলতেন না। তার মুশরিক মায়ের জন্য রাসূল (রাঃ) দো'আ করলেন। পরে তিনি বাড়ী গিয়ে দেখলেন, তার মা ইসলাম কবুল করেছেন। পার্থিব সম্মানের দিক দিয়ে খলীফা ওমরের সময়ে তিনি বাহরায়েন ও উমাইয়া যুগে মদীনার গভর্ণর ছিলেন *(আল-ইছাবাহ, ক্রমিক ১০৬৭৪)*।

[বাকী অংশ ০৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

Contents

ধন-সম্পদ : মানব জীবনে প্রয়োজন, সীমালংঘনে দহন

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ভূমিকা :

মানব জীবনে সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সম্পদ বিনে ছোট্ট একটি পরিবার পরিচালনাও দুঃসাধ্য। সেকারণ প্রত্যেক বনু আদমকেই প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য আয়-রোযগারের পথ অবলম্বন করতে হয়। আল্লাহ বলেন, فَـــإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَـــضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– ‘যখন ছালাত শেষ হবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান কর, আর অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, যেন তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(জুম‘আ ৬২/১০)*। রাসূল (ছাঃ) নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যকে উত্তম খাদ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِىَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَـــانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَـــدِهِ– ‘নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কখনো খায় না। আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন’।[১] শুধু দাঊদ (আঃ) নন অন্যান্য নবী-রাসূলগণও নিজ হাতে উপার্জন করতেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطَ لِأَهْلِ مَكَّـــةَ– ‘আল্লাহ তা‘আলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি বকরী চরাননি। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিও কয়েক ক্বিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম’।[২]

সুতরাং মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে ধন-সম্পদ। এর প্রয়োজনীয়তা যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি এর উপার্জন ও ব্যয়-বণ্টনে সীমালংঘনের পরিণতিও ভয়াবহ। আলোচ্য নিবন্ধে সম্পদ উপার্জনে ইসলামের বিধান এবং এক্ষেত্রে সীমালংঘনের বিভিন্ন দিক ও এর পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হ’ল।-

ধন-সম্পদ ফিৎনা:

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফিৎনা হচ্ছে ধন-সম্পদ। সম্পদের কারণেই মানুষ মানুষকে খুন করছে। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া, ভাই-ভাইয়ে মারামারি, প্রতিবেশীর সাথে দ্বন্দ্ব, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন ইত্যাদি নানাবিধ ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে সম্পদ। সম্পদের মাধ্যমে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে। আবার এর অপব্যবহারের ফলে সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে। সম্পদ তাই বাস্তবিকই এক মহা ফিৎনা। এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْــدَهُ أَجْــرٌ عَظِــيْمٌ– ‘জেনে রেখ! নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তানরা হচ্ছে ফিৎনা বা পরীক্ষা। আর আল্লাহ্‌র নিকটে রয়েছে মহা পুরস্কার’ *(আনফাল ৮/২৮)*। কা‘ব বিন ‘ইয়ায (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,- إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِى الْمَـــالُ ‘প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিৎনা রয়েছে। আর আমার উম্মতের ফিৎনা হচ্ছে সম্পদ’।[৩] তবে আল্লাহভীরু ব্যক্তির জন্য তা কখনো ফিৎনা নয়। কেননা সে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী ধন-সম্পদ উপার্জন ও বিলি-বণ্টন করে। দুনিয়ার জন্য দুনিয়া নয়, বরং আখেরাতের জন্য সে দুনিয়া অর্জন করে। আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى– وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى– فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى– ‘অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দিব’ *(লায়ল ৯২/৪-৭)*। যায়েদ বিন আসলাম (রাঃ) বলেন, ‘সরল পথের জন্য’ অর্থ ‘জান্নাতের জন্য’। কেননা জান্নাতের পথই সরল পথ বা ‘ছিরাতে মুস্তাক্বীম’। আর এ পথের শেষ ঠিকানা হ’ল জান্নাত।[৪]

প্রাচুর্যের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর আশঙ্কা:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের দরিদ্র হওয়াকে ভয় করতেন না বরং ধনী হওয়াকেই বেশী ভয় করতেন। কেননা ধনীরা সাধারণত প্রাচুর্যের মোহে দ্বীন-ধর্ম ভুলে যায়। দুনিয়ার প্রতি তারা এতটাই আসক্ত হয়ে পড়ে যে, মহান আল্লাহ্‌র নে‘মতকেই অস্বীকার করে বসে। যেমনটি বিগত যুগে সম্পদগর্বী কারূণের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। যাকে আল্লাহ এত অধিক পরিমাণে ধনভাণ্ডারের মালিক করেছিলেন, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল *(ক্বাছাছ ২৮/৭৬)*। যখন তার কওম তাকে আল্লাহ প্রদত্ত নে‘মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এর বিনিময়ে আখেরাতের গৃহ সন্ধান করার, অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করার এবং সীমালংঘন না করার উপদেশ দিলেন, তখন গর্বভরে কারূণ বলেছিল, إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ– ‘এই সম্পদ আমি আমার নিজস্ব জ্ঞানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা তার চাইতেও শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ধন-

---

১. বুখারী হা/২০৭২।
২. বুখারী হা/২২৬২; মিশকাত হা/২৯৮৩।
৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯৪, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহা হা/৫৯২।
৪. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন, ৩০ তম পারা (হাফাবা: ৩য় মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৩), পৃ: ৩৩১।

সম্পদে ছিল অধিক প্রাচুর্যময়। বস্তুতঃ অপরাধীদের তাদের পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৮)*। ফলশ্রুতিতে কারূণের উপর আল্লাহ্র শাস্তি নেমে আসল। তার ধনভাণ্ডারসহ আল্লাহ তাকে ভূগর্ভে দাবিয়ে দিলেন। আল্লাহ বলেন, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ– 'অতঃপর আমরা কারূণ ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম। তখন তার পক্ষে এমন কোন দলবল ছিল না, যারা আল্লাহ্র শাস্তি হ'তে বাঁচতে তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮১)*।

এভাবে আল্লাহ সে যুগের শ্রেষ্ঠ ধনী আত্মঅহংকারী কারূণকে চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সম্পদগর্বীদের সাবধান করে দিলেন যে, মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত কেবলমাত্র নিজ প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা দিয়ে সম্পদশালী হওয়া যায় না। আর অহংকার করে কেউ স্থায়ী হ'তে পারে না। কেননা তিনিই হচ্ছেন সকল ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী। তিনি কোন কিছু করার ইচ্ছা করলে 'হও' বললেই 'হয়ে যায়'।[৫]

আমর বিন আউফ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার আবূ ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহকে জিযিয়া আদায় করার জন্য বাহরাইনে পাঠালেন। অতঃপর তিনি বাহরাইন থেকে প্রচুর মাল নিয়ে ফিরে আসলেন। আনছারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে শরীক হ'লেন। যখন তিনি ছালাত পড়ে ফিরে যেতে লাগলেন, তখন তারা তাঁর সামনে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে দেখে হেসে বললেন, আমার মনে হয় আবূ ওবায়দাহ বাহরাইন থেকে কিছু মাল নিয়ে এসেছে, তোমরা তা শুনেছ। তারা বলল, হ্যাঁ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তখন তিনি বললেন, فَأَبْشِرُوْا وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ– 'সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং তোমরা সেই আশা রাখ, যা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে। তবে আল্লাহ্র কসম! তোমাদের উপর দারিদ্র্য আসবে আমি এ আশঙ্কা করছি না। বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় তোমাদেরও পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা আসবে আর তাতে তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যেমন তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অতঃপর তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে, যেমন তাদেরকে ধ্বংস করেছিল'।[৬]

একই মর্মে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদিন মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। এ সময় তিনি বললেন, إِنِّىْ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا 'আমি তোমাদের জন্য যার আশঙ্কা করছি তা হ'ল এই যে, তোমাদের উপরে দুনিয়ার শোভা ও তার সৌন্দর্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে'।[৭]

এমনকি তিনি তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর উম্মতের শিরকে লিপ্ত হওয়ার চাইতে বরং দুনিয়া অর্জনের প্রতিযোগিতাকেই বেশী ভয় করতেন। বিদায় হজ্জ শেষে মদীনায় ফিরে তিনি মসজিদে নববীর মিম্বরে বসে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, إِنِّىْ فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، إِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّىْ وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ، وَإِنِّىْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيْحَ الأَرْضِ، وَإِنِّىْ وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِى، وَلَكِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا وزاد بعضهم: فَتَقْتَتِلُوْا فَتُهْلِكُوْا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ– 'আমি তোমাদের আগেই চলে যাচ্ছি এবং আমি তোমাদের উপরে সাক্ষ্যদানকারী হব। তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে 'হাউযে কাওছারে'। আমি এখুনি আমার 'হাউযে কাওছার' দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর সম্পদরাজির চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমার এ ভয় নেই যে, আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে। কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, তোমরা দুনিয়া অর্জনে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর তোমরা পরস্পরে লড়াই করবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্বের লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে'।[৮]

প্রিয় পাঠক! আমরা জানি, শিরক সবচেয়ে বড় পাপ। যে পাপ ক্ষমা করবেন না মর্মে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন *(নিসা ৪/৪৮)*। এমনকি শিরককারীর জন্য জান্নাত হারাম হওয়ার কথাও বিঘোষিত হয়েছে *(মায়েদা ৫/৭২)*। অথচ আলোচ্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) শিরকের পাপে লিপ্ত হওয়ার চাইতে বরং দুনিয়া অর্জনের প্রতিযোগিতাকেই বেশী ভয় করেছেন। দুর্ভাগ্য যে, আমরা এ প্রতিযোগিতাই লাগামহীনভাবে করে চলেছি। দুনিয়া নিয়ে আমরা এতটাই ব্যস্ত যে, দুনিয়ার মালিকের কথা বেমা'লূম ভুলে গেছি। মনে হয় যেন দুনিয়াতে আমরা চিরকাল বেঁচে থাকব। অথচ দুনিয়ার জীবন নিতান্তই মূল্যহীন ও ক্ষণস্থায়ী। আর আখেরাতের জীবন হচ্ছে চিরস্থায়ী। আল্লাহ বলেন, بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 'তোমরা দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক, অথচ আখেরাতের জীবনই কল্যাণকর

৫. বাক্বারাহ ২/১১৭; আলে ইমরান ৩/৪৭; ইয়াসীন ৩৬/৮২।
৬. বুখারী হা/৩১৫৮; মুসলিম হা/২৯৬১; মিশকাত হা/৫১৬৩।
৭. বুখারী হা/১৪৬৫; মিশকাত হা/৫৯৫৭।
৮. বুখারী ফাৎহুল বারী হা/৪০৪২-এর আলোচনা; মুসলিম হা/২২৯৬; মিশকাত হা/৫৯৫৮; দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৭৩০।

ও চিরস্থায়ী' *(আ'লা ৮৭/১৫-১৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ– 'যদি আল্লাহ্র নিকটে দুনিয়ার মূল্য একটি মাছির ডানার সমপরিমাণ হ'ত, তাহ'লে তিনি কোন কাফেরকে দুনিয়াতে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না'।[৯] দুনিয়ার সাথে আখেরাতের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ– وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ– فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ، 'আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ঐরূপ, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবাল এবং দেখল যে, আঙ্গুলটি সমুদ্রের কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে'।[১০] অর্থাৎ সমুদ্রের পানির তুলনায় আঙ্গুলের সাথে আসা এক বা দু'ফোটা পানির সমপরিমাণ হচ্ছে সৃষ্টি হ'তে ক্বিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার জীবন। আর সমুদ্রের বিশাল পানিরাশি, যার কোন শেষ নেই, তা হচ্ছে আখেরাতের জীবন।

আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মদীনার কাল পাথুরে যমীনে হাঁটছিলাম। এ সময় ওহোদ পাহাড় আমাদের সামনে পড়ল। তিনি বললেন, হে আবু যার! আমি এতে খুশী নই যে, আমার নিকট এই ওহোদ পাহাড় সমান স্বর্ণ থাকবে, আর এ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হবে অথচ তার মধ্য হ'তে একটি দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট থাকবে না ঋণ আদায়ের জন্য অথবা আল্লাহ্র বান্দাদের মাঝে এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে খরচ করা ব্যতীত। অতঃপর কিছু দূর এগিয়ে তিনি বললেন, প্রাচুর্যের অধিকারীরাই ক্বিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে। অবশ্য ঐ ব্যক্তি নয়, যে সম্পদকে এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে ব্যয় করে। কিন্তু এরকম লোকের সংখ্যা খুবই কম'।[১১] একই মর্মে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ كَانَ لِى مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا يَسُرُّنِى أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَىَّ ثَلاَثٌ وَعِنْدِىْ مِنْهُ شَىْءٌ، إِلاَّ شَىْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ، 'যদি আমার নিকট ওহোদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহ'লে আমি এতে আনন্দিত হ'তাম যে, ঋণ পরিশোধের মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সম্পদ তিনদিন অতিবাহিত না হ'তেই আল্লাহ্র পথে খরচ করে ফেলি'।[১২]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَيْلٌ لِلْمُكْثِرِينَ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا أَرْبَعٌ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ قُدَّامِهِ وَمِنْ وَرَائِهِ. 'দুর্ভোগ বিত্তবানদের জন্য। তবে তারা ব্যতীত যারা ধন-সম্পদ সম্পর্কে বলে, এইভাবে এইভাবে এইভাবে এইভাবে অর্থাৎ ডানে, বামে, সামনে ও পিছনে চারদিকে (ব্যয় কর)'।[১৩] অর্থাৎ সে তার সম্পদকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে ব্যয় করে। এভাবে বিভিন্ন হাদীছে রাসূল (ছাঃ) প্রাচুর্যের ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে ধনী হওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

প্রাচুর্যশীল ব্যক্তি দুনিয়ার বিলাসিতা ভুলে যাবে :

সম্পদশালী ব্যক্তি আখেরাতে ব্যর্থ হ'লে একবার জাহান্নামের সাক্ষাৎ ঘটলেই দুনিয়ার সকল প্রাচুর্য ও বিলাসিতা ভুলে যাবে। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِى بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ.

'ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হ'তে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী ও বিলাসী ছিল। অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার চুবানো হবে, তারপর তাকে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কল্যাণ দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে? সে বলবে, না, আল্লাহ্র কসম হে প্রভু! অপরদিকে জান্নাতীদের মধ্য হ'তে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃখী ও অভাবী ছিল। তাকে জান্নাতে ঢুকানোর পর বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কষ্ট দেখেছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ অতিক্রম করেছে? সে বলবে, না, আল্লাহ্র কসম! আমার উপর কোনদিন কোন কষ্ট আসেনি এবং আমি কখনো কোন বিপদও দেখিনি'।[১৪] অতএব অহংকারী বিলাসী দুনিয়াপূজারীরা সাবধান!

সম্পদ উপার্জনে ইসলামের বিধান :

সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক দু'টি শর্ত হচ্ছে হালাল হওয়া ও পবিত্র হওয়া। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ– 'হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। মায়েদা ৮৮, আনফাল ৬৯ ও

৯. *তিরমিযী হা/২৩২০; মিশকাত হা/৫১৭৭, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৮৬।*
১০. *মুসলিম হা/২৮৫৮; তিরমিযী হা/২৩২৩; মিশকাত হা/৫১৫৬।*
১১. *বুখারী হা/২৩৮৮।*
১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৫৯।*
১৩. *ইবনু মাজাহ হা/৪১২৯, সনদ হাসান; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪১২।*
১৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৬৯।*

সূরা নাহল ১১৪ নম্বর আয়াতেও একই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এখানে খাদ্যের জন্য দু'টি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। হালাল হওয়া ও পবিত্র হওয়া। অতএব চুরি করা কলা পবিত্র হ'লেও তা হালাল নয়। অন্যদিকে নিজের গাছের পচা কলা হালাল হ'লেও পবিত্র নয় কিংবা হালাল টাকায় মদের ব্যবসাও জায়েয নয়।

আর কোন বস্তুর হালাল বা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র বিধানই চূড়ান্ত। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, اَلْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِى كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِىْ كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ- 'আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হালাল করেছেন তা হালাল এবং আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হারাম করেছেন তা হারাম। আর যেসব জিনিস সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন তা তিনি ক্ষমা করেছেন'।[১৫]

অপরদিকে হারাম খাদ্য খেয়ে জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব উল্লেখ করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ- 'যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান'।[১৬] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ 'ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে'।[১৭] অতএব উপার্জনের ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই হারাম বা অবৈধ পথ অবলম্বন করা যাবে না।

ধন-সম্পদে সীমালংঘন :

ধন-সম্পদে সীমালংঘন দু'ভাবে হ'তে পারে। (ক) সম্পদ উপার্জনে সীমালংঘন (খ) ব্যয়-বণ্টনে সীমালংঘন।

(ক) সম্পদ উপার্জনে সীমালংঘন :

সম্পদ উপার্জনে সীমালংঘনের বহু দিক রয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক ও এর পরিণাম তুলে ধরা হ'ল।-

১. সূদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ: অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি আছেন, যারা সূদের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করেছেন। সূদ যে হারাম সে বিষয়ে তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। যে কোন প্রকারে অর্থ উপার্জনই এদের নিকটে মুখ্য, সম্পদ বৃদ্ধিই তাদের একমাত্র টার্গেট, বাড়ি-গাড়ী ও বিলাসিতাই তাদের ভূষণ। অথচ হারাম পন্থায় উপার্জিত এই সম্পদই আখেরাতে তার জাহান্নামের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

'যারা সূদ ভক্ষণ করে, তারা (ক্বিয়ামতের দিন) দাঁড়াতে পারবে না জিনে ধরা রোগীর ন্যায় ব্যতীত। এর কারণ এই যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো সূদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন। অতঃপর যার নিকটে তার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসে গেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার জন্য পিছনের সব গোনাহ মাফ। তার (তওবা কবুলের) বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি পুনরায় সূদ খাবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। রাসূল (ছাঃ) সূদদাতা, সূদ গ্রহীতা, এর লেখক ও সাক্ষী সকলের উপর লা'নত করেছেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. 'রাসূল (ছাঃ) সূদ গ্রহীতা, সূদদাতা, সূদ লেখক ও এর সাক্ষীদ্বয়কে লা'নত করেছেন এবং তিনি বলেন, এরা সকলে সমান (অপরাধী)'।[১৮]

সূদের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَيَعْلَمُ أَشَدُّ مِن سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زِنْيَةً. 'কোন ব্যক্তির জেনে শুনে এক দিরহাম বা একটি মুদ্রা সমপরিমাণ সূদের উপার্জন ভক্ষণ করা ছত্রিশ বার যেনা করার চেয়েও কঠিন (পাপ)'।[১৯]

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ 'সূদের তিয়াত্তরটি দরজা (স্তর) রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট হচ্ছে, কোন ব্যক্তির তার মায়ের সাথে যেনা করার ন্যায়। আর কোন মুসলিম ভাইয়ের সম্মানের ক্ষতিসাধন করা বড় ধরনের সূদ'।[২০]

হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাত অন্তে আমাদের দিকে ফিরে বসতেন এবং বলতেন, তোমরা কেউ রাতে স্বপ্ন দেখেছ কি? কেউ দেখে থাকলে তিনি তার ব্যাখ্যা দিতেন। এভাবে একদিন তিনি বললেন, আমি আজ রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি, তোমরা শোন। অতঃপর তিনি বললেন, দু'জন লোক এসে আমাকে নিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে মাঠের মধ্যে দেখলাম যে, একজন লোক বসে আছে। পাশেই একজন লোক মাথা বাঁকানো ধারালো অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত সেটা দিয়ে চিরে দিচ্ছে।

---

১৫. *তিরমিযী হা/১৭২৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৬৭; মিশকাত হা/৪২২৮; সনদ হাসান।*
১৬. *আহমাদ, দারেমী, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৭২; ছহীহুল জামে' হা/৪৫১৯।*
১৭. *বায়হাক্বী, শু'আব, মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯।*
১৮. *মুসলিম হা/১৫৯৮; বুলূগুল মারাম হা/৮২৯।*
১৯. *আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৮২৫; বাংলা মিশকাত হা/২৭০১।*
২০. *ইবনু মাজাহ হা/২২৭৫; হাকেম হা/২২৫৯; বুলূগুল মারাম হা/৮৩১।*

তাতে তার মুখমণ্ডল দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে ও পুনরায় জোড়া লাগছে। এভাবে ডান কান থেকে বাম কান পর্যন্ত এবং বাম কান থেকে ডান কান পর্যন্ত ঐ অস্ত্র দিয়ে মুখমণ্ডল চিরে দু'ভাগ করে দিচ্ছে। আর লোকটি যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে আমি বললাম, এ ব্যক্তির এই কঠিন শাস্তি কেন? জবাবে তারা বললেন, সামনে চলুন।

এরপর আমরা কিছুদূর গিয়ে পেলাম একজন লোককে, যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। আরেকজন দাঁড়ানো ব্যক্তি তার মাথায় পাথর মেরে তা চূর্ণ করে দিচ্ছে। অতঃপর লোকটি পাথর কুড়িয়ে আনার অবসরে মাথাটি আবার পূর্বের ন্যায় ভাল অবস্থায় ফিরে আসছে। অতঃপর পুনরায় তা পাথর মেরে চূর্ণ করা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকটির এ শাস্তি কেন? জবাবে তারা বললেন, সামনে চলুন।

এরপরে আমরা গেলাম মেঠে সদৃশ একটা বড় পাত্রের নিকটে। যার মুখ সরু এবং নীচের দিকে প্রশস্ত। পাত্রটির নীচে আগুন জ্বলছে। যার ভিতরে একদল উলংগ পুরুষ ও নারী। যারা আগুনের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। কিন্তু পারছে না। আমি বললাম, এদের এরূপ শাস্তি কেন? জবাবে তারা বললেন, সামনে চলুন।

এরপরে আমরা গেলাম একটা রক্তনদীর কাছে। যার মাঝখানে একজন লোক মাথা উঁচু করে আছে। আর নদীর তীরে একজন লোক পাথরের খণ্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যখনই ঐ লোকটি সাঁতরে কিনারে উঠতে চাচ্ছে, তখনই তার মাথায় পাথর মেরে তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। লোকটি এভাবে রক্তের নদীতে সাঁতরাচ্ছে। কিন্তু তীরে উঠতে পারছে না। যখনই সে কাছে আসছে তখনই পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ করা হচ্ছে। যা পুনরায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, লোকটির এ শাস্তি কেন হচ্ছে? জবাবে তারা বললেন, সামনে চলুন।

এবার কিছু দূর গিয়ে তারা বললেন, ১ম ব্যক্তি যার মুখ চিরা হচ্ছিল, সে হ'ল মিথ্যাবাদী। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এরূপ আচরণ করা হবে। ২য় ব্যক্তি যার মাথা চূর্ণ করা হচ্ছিল, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তা ছেড়ে রাতে ঘুমাত এবং দিনের বেলায় সে অনুযায়ী আমল করত না। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এরূপ আচরণ করা হবে। ৩য় ব্যক্তিরা যাদেরকে মাথা সরু বড় পাত্রের মধ্যে দেখা গেছে, ওরা হ'ল ব্যভিচারী। ৪র্থ যে ব্যক্তি রক্তনদীর মধ্যে সাঁতরাচ্ছে ও পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ করা হচ্ছে, ওটা হ'ল সূদখোর। ... এবারে তারা নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমরা হ'লাম জিবরীল ও মীকাঈল। এবার তুমি মাথা উঁচু কর। আমি মাথা উঁচু করলাম। দেখলাম এক খণ্ড মেঘের মত বস্তু। তারা বললেন, ওটাই তোমার বাসগৃহ। আমি বললাম, আমি আমার বাসগৃহে প্রবেশ করব। তারা বললেন, তোমার বয়স পূর্ণ হওয়ার পর তুমি ওখানে প্রবেশ করবে'।[২১]

২. ওযনে কম দান ও প্রতারণামূলক ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ : ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থোপার্জনের একটি বৈধ ও সম্মানজনক মাধ্যম। এই পবিত্র মাধ্যমকে কলুষিত করেছে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী। মিথ্যা, ভেজাল ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে এরা ক্রেতাকে ঠকিয়ে অধিক মুনাফা লুটে নিচ্ছে। তাছাড়া ওযনে কম দেওয়ার প্রবণতাও নতুন নয়। যুগ যুগ ধরেই ব্যবসার সাথে এই অসাধুতা জড়িত। যা আরবদের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ফলে কুরআন মাজীদে ব্যবসায় ওযনে কম দান সম্পর্কে একটি পৃথক সূরা নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল অসাধু ব্যবসায়ীকে সাবধান করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ- الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ- وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ- أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ- لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ- يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ- 'দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদের মেপে দেয় বা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে? সেই মহা দিবসে, যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হবে বিশ্বপালকের সম্মুখে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১-৬)*।

আরবী বাকরীতি অনুযায়ী وَيْلٌ অর্থ দুর্ভোগ বা ধ্বংস। এখানে وَيْلٌ-এর সাথে يَوْمَئِذٍ যোগ হওয়ায় এর অর্থ হবে 'জাহান্নাম'। কেননা ক্বিয়ামতের দিন দুর্ভোগের একমাত্র পরিণাম হ'ল জাহান্নাম। মাপ ও ওযনে ইচ্ছাকৃতভাবে কম-বেশী করে যারা, এটাই হবে তাদের পরকালীন পুরস্কার।[২২]

অথচ আল্লাহ তা'আলা মাপ ও ওযন সঠিকভাবে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا 'তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ করে দাও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে। আমরা কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেই না' *(আন'আম ৬/১৫২)*। তিনি আরও বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً- 'তোমরা মেপে দেয়ার সময় মাপ পূর্ণ করে দাও এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করো। এটাই উত্তম ও পরিণামের দিক দিয়ে শুভ' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৫)*।

ওযনে কম দিলে দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস জানিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَمْسٌ بِخَمْسٍ: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ وَمَا حَكَمُوْا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الْفَقْرُ وَمَا ظَهَرَتْ فِيْهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الْمَوْتُ (أَوْ إِلاَّ

২১. *বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১ 'স্বপ্ন' অধ্যায়।*

২২. *তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, পৃ: ১৬০।*

Contents

ظَهَرَ فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ) وَلاَ طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلاَّ مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ، وَلاَ مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلاَّ حُبِسَ عَنْهُمُ الْمَطَرَ، ‘পাঁচটি বস্তু পাঁচটি বস্তুর কারণে হয়ে থাকে। ১. কোন কওম চুক্তিভঙ্গ করলে আল্লাহ তাদের উপরে তাদের শত্রুকে বিজয়ী করে দেন। ২. কেউ আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানের বহির্ভূত বিধান দিয়ে দেশ শাসন করলে তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ে। ৩. কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীল কাজ বিস্তৃত হ’লে তাদের মধ্যে মৃত্যু অর্থাৎ মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। ৪. কেউ মাপে বা ওযনে কম দিলে তাদের জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করে। ৫. কেউ যাকাত দেওয়া বন্ধ করলে তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়’।[২৩]

অপরদিকে প্রতারণাকারীদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে- مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ ‘যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। ধোঁকাবাজ ও প্রতারক জাহান্নামী’।[২৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন একটি খাদ্যস্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এসময় তিনি ঐ স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে তাঁর হাত ভিজে যায়। তিনি বিক্রেতাকে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তাহ’লে তুমি ভিজা অংশটি উপরে রাখলে না কেন? মনে রেখ, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى ‘যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়’।[২৫]

দুর্ভাগ্য যে, বর্তমানে ব্যবসা মানেই যেন ভেজাল আর হারামের ছড়াছড়ি। খাদ্যে ভেজাল, গোশতে ভেজাল, মাছে ভেজাল, ফলমূলে ভেজাল, শাক-সবজিতে ভেজাল, এমনকি ঔষধেও ভেজাল। লোভী অসাধু ব্যবসায়ীদের কারণে পবিত্র এ অঙ্গনটি যারপারনাই কলুষিত হয়ে পড়েছে। আর এই ভেজাল পণ্য খেয়ে অসুস্থ হচ্ছে নিরীহ মানুষ। এমনকি বিষ মিশানো এই সব খাদ্য খেয়ে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অকেজো হয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। একজন মানুষকে সরাসরি হত্যার চাইতেও এটি আরো জঘন্য। অতএব ব্যবসায়ীরা সাবধান!

[চলবে]

---

২৩. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৭৬৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৩২৪০।
২৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০।
২৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

নারী শিক্ষা এমন হ’তে হবে, যাতে সে সেরা সম্পদে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দুনিয়া পুরাটাই সম্পদ। আর দুনিয়ার সেরা সম্পদ হ’ল পুণ্যশীলা নারী *(মুসলিম হা/১৪৬৭)*। তিনি বলেন, সোনা-রূপার চেয়ে মূল্যবান হ’ল ঐ স্ত্রী, যে তার স্বামীকে ঈমানের পথে সহযোগিতা করে *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৬)*। অতএব নারীকে নিম্নোক্ত গুণাবলী সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। যথা : (১) সে শরী‘আতের পূর্ণ পাবন্দ হবে (২) তার যবান সংযত হবে (৩) শারঈ পর্দায় অভ্যস্ত হবে (৪) স্বামীর অনুগত হবে। (৫) সন্তান প্রতিপালনে আন্তরিক হবে। (৬) সৎকর্মশীল মহিলাদের সাথে উঠাবসা করবে। (৭) কুরআন ও হাদীছে দক্ষ হবে। (৮) নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া সর্বদা গৃহে অবস্থান করবে।

নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র আল্লাহ বণ্টন করে দিয়েছেন। পরিবারে ও সমাজে পুরুষ হবে কর্তৃত্বশীল *(নিসা ৩৪)*। পুরুষ পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্বশীল এবং স্ত্রী হবে সংসার ও সন্তানদের দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসিত হবে *(বুঃ মুঃ)*।

পরিশেষে বলব, দেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা আবশ্যক। ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উভয়ের জন্য উচ্চ শিক্ষা এবং পৃথক কর্মক্ষেত্র ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করা যরূরী। নইলে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষার নিরাপদ পরিবেশ নেই, সে পরিবেশে নারী কখনোই যেতে পারে না। যে সরকার ও সমাজ নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না, তাদের মুখে নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতির কথা মানায় না। বৃটিশ আমলে মুসলমানরা নিজেদের উদ্যোগে লেখাপড়া শিখেছে। মেয়েরা ঘরেই শিক্ষিতা হয়েছে। তাতেই আমাদের মায়েরা যা জানতেন, আজকের একজন এম.এ. পাস মেয়েও তা জানে কি-না সন্দেহ। আর সেইসব দ্বীনদার পর্দানশীন মায়েদের গর্ভ থেকেই এসেছেন পরবর্তী নেতারা। স্কুল-কলেজে বস্তুবাদী শিক্ষা ও সহশিক্ষার পরিবেশে যেসব নারী হাযারো যুবকের লোলুপ দৃষ্টির শিকার, তাদের গর্ভ থেকে কখনো কোন মেধাবী ও ভদ্র সন্তান আসতে পারে না। আজকাল মেধাহীনদের ভিড় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ এটা কি-না, সেটা গবেষণার বস্তু।

মনে রাখতে হবে, নারীর কর্মক্ষেত্র তার গৃহ এবং পুরুষের কর্মক্ষেত্র বাইরে। উভয়ের সহযোগিতায় পরিবার শান্তিময় হবে। নারী হ’ল খেলার মাঠে গোলরক্ষকের মত। খেলোয়াড়রা সারা মাঠ দাপিয়ে বেড়ায়। অথচ গোলরক্ষক গোলপোস্টে দাঁড়িয়ে থাকে। এক্ষণে যদি সে গোলপোস্ট ছেড়ে নিজেই স্ট্রাইকার হ’তে চায় ও মাঠের মধ্যে চলে যায়, তাহ’লে খেলার অবস্থা কেমন হবে? নারীকে ঘর ছেড়ে বাইরে পাঠালে ঘরের অবস্থা তেমনটি হবে। যা এখন হ’তে চলেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘পৃথিবীর সেরা নারী হ’লেন চার জন। খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে খাদীজা, (ফেরাঊনের স্ত্রী) আসিয়া বিনতে মুযাহিম ও (ঈসার মা) মারিয়াম বিনতে ইমরান’ *(ছহীহাহ হা/১৫০৮)*। অতএব আমাদের মেয়েরা তাদের মত হৌক এবং কখনোই প্রগতির নামে অন্যদের পুচ্ছধারী না হৌক, সর্বান্তঃকরণে আমরা সেটাই কামনা করি- আমীন! *(স.স.)*।

Contents

শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা

*মূল : আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(শেষ কিস্তি)

দাওয়াতী সংগঠন সমূহকে হারাম বলে ফৎওয়া দেওয়ার প্রকৃত কারণ :

হয়তো কোন প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করতে পারেন যে, এমন সুস্পষ্ট ভুলের মাঝে ঐ ফৎওয়াদাতাদের পতিত হওয়ার কারণ কী?

উত্তরে বলব, বিষয়টি বুঝার জন্য খুব একটা যুক্তি-বুদ্ধি খরচের প্রয়োজন পড়ে না। বরং স্বতঃসিদ্ধভাবেই তা বুঝা যায়। কেননা কুরআন-হাদীছে এমন কোন প্রত্যক্ষ বক্তব্য নেই, যাতে সংগঠন গড়া ও পরিচালনা করা হারাম বলা হয়েছে। বরং ইসলাম পুরোটাই জামা'আত বা দলভিত্তিক দ্বীন। এর মাথায় রয়েছেন একজন সর্বজনমান্য ইমাম বা সার্বিক শাসক (اَلْإِمَامُ الْعَامُّ)। সকল মুসলমান এই সার্বিক শাসকের নির্দেশ, পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত মুতাবেক তাদের কাজ করবে। তাদেরকে ছালাতের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যার জন্য জামা'আত, ইমামের আনুগত্য ও নিয়ম-শৃংখলা মানা ফরয। ফরয ছিয়ামও জামা'আতবদ্ধ বা দলগতভাবে সম্পাদিত হয়। দেশের সবার জন্য রামাযান কবে শুরু হবে এবং কবে শেষ হবে তা শাসকই নির্ধারণ করেন। তদনুযায়ী আম মুসলমানকে ছিয়াম ও ঈদ পালন করতে হয়। যাকাতও নিয়ম মাফিক হিসাব-নিকাশ করে শাসকের সামনে ধারাবাহিকভাবে জমা দিতে হয়।

আবার ফরয হজ্জেও একজন ইমাম বা পরিচালক আবশ্যক। তিনি হজ্জের তারিখ ঠিক করেন। তার নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক হাজীরা চলেন। জিহাদ করতেও একজন নেতা ও একজন সেনাপতি লাগে। শৃঙ্খলা ও পরিকল্পনা ছাড়া জিহাদ হয় না।

জগতের বুকে না অতীতে না বর্তমানে এমন কোন জীবনব্যবস্থার কথা জানা যায়, যে তার তিনজন অনুসারীর জন্যও সফরকালে একজন আমীর বা দলনেতা নিয়োগ ফরয করেছে। কেবল ইসলামই তা করেছে। অনুরূপ কোন জায়গায় স্রেফ তিনজন লোকও বাস করলে ইসলাম সেখানেও একটি জামা'আত বা দল, একজন ইমাম বা নেতা, একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ নীতিমালা এবং আনুগত্যশীল অনুসারীবৃন্দ ঠিক করার বিধান দিয়েছে।

সারা পৃথিবীতে আমি এমন একটা দ্বীন-ধর্ম ও নিয়ম-নীতি পাইনি, যেখানে ইসলামের মত তার অনুসারীদের জামা'আতবদ্ধ হওয়ার আদেশ রয়েছে। তারপরও এসব মুফতী কীভাবে এমন ধরনের ফৎওয়া দেয়?

অথচ আজ তারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, মুসলমানরা লাঞ্ছিত, তাদের দ্বীন ধ্বংসোন্মুখ, তাদের কুরআনী বিধান ভূলুণ্ঠিত, তাদের নবীর সুন্নাত সর্বত্র উপেক্ষিত, তাদের নারী, পুরুষ ও শিশুরা অসহায়, তাদের শত্রুরা চারিদিক থেকে তাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে অবশ্যই একজন ইমাম বা দলনেতার অধীনে একটি জামা'আত বা দল গড়ে তোলা, পরস্পরে পরামর্শ করা, একে অপরকে সহযোগিতা করা, কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং জান-প্রাণ দিয়ে অবিরাম কাজ করে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। পূর্বসূরীরা এজন্য উত্তরসূরীদের প্রস্তুত করবে এবং অবিরত কাজ চালিয়ে যাবে- যে পর্যন্ত না এই লাঞ্ছনাকর অবস্থা থেকে জাতি মুক্তি পায় এবং দ্বীন ও দুনিয়ার অগ্রগতি সাধিত হয়।

কিন্তু আফসোস! বিষয় এতটা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও জামা'আত বা সংগঠনবিরোধী ফৎওয়া দেওয়া হচ্ছে। অথচ দ্বীন ইসলামে এমন কোন কথা নেই যাতে জামা'আত গঠন করতে নিষেধ করা হয়েছে; বরং জামা'আত গঠন করতেই ইসলাম উদ্বুদ্ধ করেছে। ইসলাম জামা'আত গঠন করতেই আদেশ দেয়; জামা'আত গঠনকেই ফরয বলে। বস্তুতঃ মুসলমানদের সমষ্টিগত কোন কাজই জামা'আত ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন না করলে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হ'তে পারে না। জামা'আত বা সংগঠন ও সুসংহত কর্মনীতির অভাবে দেখুন আজ মুসলমানদের অবস্থা কত নাযুক। তাদের দ্বীন সংক্রান্ত আমল-ইবাদত এক রকম পরিত্যক্ত ও ধ্বংসোন্মুখ। সকল ফরযে কেফায়াই বলতে গেলে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তারপরও আমরা এসব বাতিল ফৎওয়া ও মতাদর্শ এমন সব ব্যক্তির মুখ দিয়ে প্রকাশ হতে দেখি যাদেরকে আমরা ভাল মানুষ বলেই জানি এবং তারা কোন বিচ্যুতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার বলেও মনে করতে পারি না। হ'তে পারে তাদের এহেন বাতিল ফৎওয়ার পেছনে নীচের কারণগুলো রয়েছে।

১. দ্বীন প্রচারে অতি আগ্রহ : দ্বীন প্রচারে অতীব আগ্রহ এসব ফৎওয়াদাতাকে এরূপ ফৎওয়া দিতে আগ্রহী করেছে। তারা দেখে যে, যারাই দ্বীনী দায়িত্ব পালনে জামা'আত বা দলবদ্ধ হয় তারাই আল্লাহ্র শত্রু যালিম ক্ষমতাধরদের নানা অত্যাচার ও শাস্তি-সাজার মুখোমুখি হয়। ঐসব ক্ষমতাধর এতই জঘন্য, ডাকাত ও নেকড়ের মত হিংস্র যে, মুসলমানদের কোন রীতি-নীতিই তারা বরদাশত করতে রাযী নয়। এ কারণে এসব সরলমনা দাঈরা ভেবেছেন- একাকী দাওয়াত প্রদানই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। নিয়মনীতির নিগড় থেকে দূরে থেকে দাওয়াত দিলে অপেক্ষাকৃত বেশী বিপদমুক্ত থাকা যায় এবং তাতে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট এবং ক্ষয়ক্ষতিও বেশী একটি পোহাতে হয় না।

আমি তাদের বলছি, বন্ধুরা, তোমরা পথ ভুল করে ফেলেছ এবং ভীরুতা ও কাপুরুষতার দরুন এমন ফৎওয়া দিয়েছ। সততা ও দৃঢ়চিত্ততার ভিত্তিতে তোমরা 'জামা'আতবদ্ধতা হারাম' হওয়ার ফৎওয়া দাওনি। বস্তুতঃ কাপুরুষদের হাতে

** কুয়েতের প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান।*
*** ঝিনাইদহ।*

দ্বীন কায়েম হয় না এবং দুর্বলমনাদের দ্বারা 'ত্বাগূত' (আল্লাহ্র আইন বিরোধী শাসক)-কে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। আর যে সকল ফরযের কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি তা জামা'আত বা দল ছাড়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যালেমদের মনস্তুষ্টির নিমিত্তে এসব ফরয পালনে নিশ্চেষ্ট বসে থাকা যারপরনাই অপরাধ।

আল্লাহ বলেন, وَلَا تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ– 'আর তোমরা যালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। তাহ'লে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নেই। অতঃপর তোমরা কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হবে না' *(হূদ ১১/১১৩)*।

২. জামা'আত গঠনের রীতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না বলে ধারণা করা : 'জামা'আত বা দল গঠন করে দ্বীনী কাজ করা এবং যুদ্ধ-জিহাদ করার দৃষ্টান্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না বলে তারা ধারণা করেন। তাই তারা জামা'আত বা দল গঠন করে ইসলাম প্রচার কিংবা জিহাদ করা হারাম বলে ফৎওয়া দিয়েছেন। কিন্তু এটা মস্ত বড় ভুল। আমরা ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে যেসব উপমা-উদাহরণ পেশ করেছি, সেগুলি তাদের কথা ভুল প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যাদের সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি আছে তাদেরও বিষয়টি বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

আফসোস! আমি একটি টেপরেকর্ডে শুনেছিলাম, তাতে ঐ মুফতীদের একজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, 'আমাদের জন্য কি দরিদ্র-অভাবীদের সাহায্যের জন্য একটি জামা'আত বা সংঘ গড়ে তোলা জায়েয হবে? আমরা কি অর্থ জমা করার জন্য একটি তহবিল গঠন করে তা থেকে দুস্থ, অভাবী, ঋণ পরিশোধে অক্ষম ইত্যাদি লোকদের সাহায্য করতে পারব? ঐ মুফতী তার উত্তরে বলেছিলেন, 'না তা জায়েয নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এমন জামা'আত গঠনের রেওয়াজ ছিল না'।

ঐ মুফতী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে অর্থতহবিল না থাকা এবং তাঁর কাছে আগত অর্থ তৎক্ষণাৎ তিনি উপস্থিত লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন বলে ফৎওয়ায় যে তথ্য প্রদান করেছেন তাতে তিনি মিথ্যার বেসাতি করেছেন। আসলে এটা দ্বীন সম্পর্কে বিরাট অজ্ঞতা, সুন্নাহ, সীরাত ও ইতিহাস সম্পর্কে পুরোটাই মূর্খতা এবং মুসলিম উম্মাহ্র শিকড় ধরে টানাটানির শামিল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে অবশ্যই তাঁর 'বায়তুল মাল' বা অর্থ তহবিল ছিল। হযরত বেলাল (রাঃ) ছিলেন তার দায়িত্বশীল অফিসার। হ্যাঁ, কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আগত ধন-সম্পদ তিনি তৎক্ষণাৎ ভাগ করে দিতেন, আবার কখনো নিজের তত্ত্বাবধানে বায়তুল মালে রেখে দিতেন। আর তা দিয়ে তিনি মুসলমানদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটাতেন। যেমন প্রতিনিধি দলের জন্য খরচ, ঋণ পরিশোধ, সেনাদলের ব্যয়ভার বহন প্রভৃতি। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ জমা করে রাখতেন না। কিন্তু মুসলমানদের সম্পদ বায়তুল মালে জমা থাকত এবং তা প্রয়োজন মাফিক বণ্টন করা হ'ত। একই পথ অবলম্বন করেছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তীকালের খলীফাগণ।

বায়তুল মাল বা ধনাগার না থাকলে তো জাতির কাজই চলতে পারে না। তাদের অবশ্যই একটি সমৃদ্ধ ধনাগার থাকবে যেখানে ধন-সম্পদ জমা থাকবে এবং প্রয়োজনের সময় তা থেকে বিলি-বণ্টন করা হবে। উম্মতের কল্যাণমূলক কাজেও তা থেকে ব্যয় করা হবে। আর মানুষের জামা'আতী বা দলগত প্রচেষ্টায় দরিদ্র-অভাবীদের সাহায্য করা, ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধ করা, বিপদগ্রস্তের বিপদ দূর করা তো অতীব ভাল এবং ছওয়াবের কাজ। কুরআন ও হাদীছে এ বিষয়ে বহু কথা বলা আছে।

আমি যদি এই ফৎওয়া নিজ কানে না শুনতাম তাহ'লে অবশ্যই বলতাম, এরূপ অর্থতহবিল বানানো এবং এজন্য জামা'আত বা দল গঠন হারাম হওয়ার ফৎওয়া কোন বিবেকবান মানুষ দিতে পারে না। কিন্তু আমি জনৈক ব্যক্তির টেপরেকর্ড থেকে নিজ কানে এই ফৎওয়া শুনেছি। তার ধারণা তিনি একজন বড় আলেম। দলে দলে লোক তার কাছে বিদ্যা শিখতে আসে এবং বহু মানুষ তার কাছ থেকে জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করে। (কাজেই এমন ফৎওয়া যে সমাজে হরহামেশা দেওয়া হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই)।

এখন এই মুছীবত যদি উম্মতের উপর চেপে না বসত, এরা যদি এমন আজগুবী ফৎওয়া না দিতেন তাহ'লে আমি এজন্য কাগজ-কলম ধরতাম না, এসব কথা লিখতাম না এবং নিজেকে এমন কথা প্রমাণ করার কাজে লিপ্ত করতাম না যার সম্পর্কে একদিন আমার ভাবনা ছিল প্রকাশ্য দিবালোকে দিন প্রমাণ করে দেখানোর মতই বাতুল কাজ। কিন্তু যখন মুসলিম জাতি একদল অন্ধের খপ্পরে পড়ে গেছে তখন আমরা কী করব? তারা নিজেদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছে এবং জনগণকে ধারণা দিতে চেষ্টা করছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কখনো বাতিলের মুখোমুখি হ'তে হয়নি। তিনি কোন বিপদে পড়েননি। তিনি কোন জামা'আত বা দল গঠন করেননি। তিনি সব রকম দল-সংগঠন হারাম করে গেছেন। তিনি লোকদের কোন কিছুর ব্যবস্থা না নিতে এবং কোন কাজের পরিণাম চিন্তা না করতে আহ্বান জানিয়ে গেছেন। তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় না দিয়ে কেবলই অবিমৃষ্যকারী সেজে কাজ করতে বলে গেছেন। তাদের প্রত্যেকেরই ওয়াজিব-একাই একটি জাতি গড়ে তোলা। তারা কোন জামা'আত বা সংগঠন আঁকড়ে ধরবে না এবং অন্যের মতের আনুগত্য করবে না। তারা বরং স্বৈরাচারী দুর্নীতিবাজ শাসকদের অধীনে জীবন যাপন করবে। তাদের ইচ্ছেমত ওরা চলবে; ভাল-মন্দ সবকিছুতেই তাদের আনুগত্য করবে। কোন কিছুতেই তাদের বিরোধিতা করবে না। নতুবা তারা মন খারাপ করবে। তাদের খারাপ কাজ দেখে নিষেধ করতে

যাবে না এবং তাদের দুর্নীতি ও অপরাধ নিয়ে আলোচনা করবে না। মুসলমানরা যদি খারাপ কাজ নিষেধের জন্য কিংবা শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য কিংবা অভাবীদের সাহায্যের জন্য কিংবা যাকাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কিংবা মসজিদ তৈরীর জন্য কোন জামা'আত বা দল গঠন করে, তাহ'লেই তারা বরং পাপী, গুনাহগার ও অপরাধী হবে। তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত ও আদর্শ থেকে বেরিয়ে যাবে!

বলুন, আমরা যখন এসব মুফতীর পাল্লায় পড়ব তখন কী করব? এরা আবার লোকসমাজে আলেম, মুত্তাক্বী, নেককার ও ধার্মিক হিসাবে গণ্য?

সারকথা, এসব মুফতী যে ফৎওয়া দিয়েছেন তা দ্বীন ও দ্বীনদার সম্পর্কে তাদের অলীক ধারণা হেতু। অথবা ব্যবহারিক সুন্নাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে তারা অজ্ঞ কিংবা জীবন সম্পর্কে তাদের কোনই ধারণা নেই। হয়তো আমার এই ছোট্ট পুস্তিকায় তাদের সহ সকলের জন্য কিছু শিক্ষণীয় উপদেশ রয়েছে।

৩. জামা'আতে খাছছাহ ও জামা'আতে 'আল্লাহ-এর মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা : জামা'আত বা সংগঠন হারাম ঘোষণার তৃতীয় কারণ, একটি নির্দিষ্ট ফরয আদায়ের জন্য গঠিত জামা'আত বা দল এবং সকল মুসলমান মিলে একটি 'আম বা সার্বিক জামা'আত গঠনের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা নির্ণয়ে তাদের ব্যর্থতা।

কোন নির্দিষ্ট ফরয আদায়ের জন্য গঠিত জামা'আত বা দলকে বলা হয় জামা'আতে খাছছাহ বা বিশেষ দল। যেমন আল্লাহ্র পথে জিহাদ, যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন, শিক্ষাদান, মাদরাসা-মসজিদ নির্মাণ, অনাহারীদের খাদ্য দান, যেসব নিষিদ্ধ কাজ জামা'আতবদ্ধভাবে ছাড়া নির্মূল সম্ভব নয় সেসবের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি ফরযের জন্য গঠিত জামা'আত হ'ল খাছ বা বিশেষ জামা'আত। পক্ষান্তরে মুসলমানদের সকলে মিলে গঠিত জামা'আত বা দলকে বলা হয় সার্বিক জামা'আত। সার্বিক দলে কর্তৃত্বসম্পন্ন একজন নেতা বা শাসক থাকবেন। তার হাতে দেশের সকল অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আনুগত্যের বায়'আত নিবে। এরূপ দল একটা দেশে একটাই থাকবে।

সন্দেহ নেই যে, বিশেষ জামা'আত বা দল এবং সার্বিক দলের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যেমন- সার্বিক জামা'আত বা দলের জন্য যিনি আমীর বা দলনেতা হবেন তিনি হবেন প্রকাশ্য আমীর। সকল মুসলমানেরই তার হাতে বায়'আত করা এবং তার আনুগত্য করা ফরয। কিন্তু বিশেষ জামা'আত বা দলের যিনি আমীর বা দলনেতা হবেন তার নিকট সকল মুসলমানের বায়'আত হওয়া এবং তার আনুগত্য করা ফরয হবে না। বরং যার কাছে তার কাজকর্ম ভাল লাগবে, তার চালচলন ও প্রচার-প্রপাগাণ্ডার ধরণে সে রাযী খুশী হবে সে তার দলে শরীক হবে। আর যার পসন্দ হবে না এবং অন্য কোন দলকে সে তার থেকেও যোগ্য ও উত্তম দেখতে পাবে সে ঐ দলে যোগ দিবে। এমন করায় তার কোন দোষ হবে না।

দ্বিতীয় একটি পার্থক্য এই যে, সার্বিক দলের বিরোধিতা করা জায়েয নয়। সুতরাং যখন একজন আমীর বা নেতার বায়'আত হয়ে যাবে তখন অন্য আরেকজন আমীরকে দাঁড় করানো এবং তার পক্ষ নিয়ে প্রথম আমীরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া যাবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا 'যখন দু'জন খলীফার জন্য বায়'আত করা হবে তখন শেষের জনকে তোমরা হত্যা করবে'।[১] তিনি আরও বলেছেন, مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوه 'যখন তোমরা একজন নেতার ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হবে তখন যে এসে তোমাদের ঐক্যে ফাটল ধরাবে এবং তোমাদের জামা'আতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইবে, তখন তোমরা তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করবে'।[২]

তৃতীয় পার্থক্য হ'ল, সার্বিক দল একটাই থাকবে। কিন্তু বিশেষ দল একাধিক হওয়া জায়েয। বরং ওয়াজিব দায়িত্বের সংখ্যা যত হবে দলের সংখ্যাও তত হ'তে পারে। সীমান্ত ঘাঁটি পাহারা ও অন্যান্য ফরযে কিফায়াহ পালনে যত জামা'আত বা দল প্রয়োজন তত জামা'আত বা দল করা যাবে। সুতরাং কোথায় সার্বিক জামা'আত বা দল আর কোথায় বিশেষ জামা'আত বা দল! উভয়ের মধ্যে কত বড় ফারাক!

যাদের সামনে এসব ফারাক অস্পষ্ট থেকে গেছে এবং যারা এক থেকে অন্য দলের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না তারা ধারণা করে যে, যে সকল ফরয অকার্যকর বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেগুলো আবার কার্যকর বা সক্রিয় করার জন্য যারা জামা'আত বা দল গঠন করছে, জামা'আত বা দলের একজন আমীর বা নেতা নিয়োগ করছে এবং জামা'আত বা দল পরিচালনার জন্য একটি গঠনতন্ত্র বানাচ্ছে তারা সবাই বর্তমান শাসকের বিরুদ্ধাচারী এবং মুসলিমদের দলে বিভক্তি সৃষ্টিকারী। সুতরাং যারাই নিজেদের মাঝে জামা'আত বা দল গঠন করে মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করছে, অজ্ঞদের শিক্ষাদান, শিক্ষার প্রসার ঘটানো ইত্যাদি কাজ করছে তাদের মতে তারা সবাই উক্ত দোষে দোষী।

এটা মূলত বুঝার ভুল এবং বিশেষ জামা'আত ও সার্বিক জামা'আতের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারার ফলে হয়েছে।

৪. কিছু দলের নেতিবাচক কর্মকাণ্ড : এসব জামা'আত বা দলের কোন কোনটি কখনো কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী নেতিবাচক কিছু কর্মকাণ্ড করে থাকে। ফলে এসব মুফতী সেজন্যও জামা'আত গঠনকে হারাম বলে থাকেন। যেমন তারা অনেকে বিদ'আতে ডুবে থাকে, অনেকে সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, আবার অনেকে দলীয়-উপদলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণে তারা কেউ কেউ ফৎওয়া দেন যে, এসব দল-উপদল

১. *মুসলিম হা/১৮৫৩।*
২. *মুসলিম হা/১৮৫২।*

সার্বিক দলের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলি ডেকে আনছে, এদের কারণে বিদ'আত ছড়িয়ে পড়ছে এবং অনেক সুন্নাহ পরিত্যক্ত হচ্ছে। এদের লাগাম টেনে না ধরলে অবস্থা আরও নীচে নেমে যাবে। কাজেই জামা'আত বা দল গঠন করা হারাম।

কিন্তু এ কথার মধ্যে বড় রকমের গলদ রয়ে গেছে। আমাদের শুধু নেতিবাচক ও ক্ষতিকর দিক দেখলেই হবে না, বরং ইতিবাচক ও কল্যাণকর দিকও দেখতে হবে। এদিকটায় অন্ধ থাকলে চলবে না। একজন সক্রিয় প্রচারক- যিনি আল্লাহ্র দিকে ডাকেন- তার কিছু কাজে ভুল-ভ্রান্তি হতেই পারে, এমনকি কিছু বিদ'আতও ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু তাই বলে আমরা তার সকল প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ডকে বাতিল আখ্যা দিতে পারি না। মানব সমাজে এমন কেউ আছে কি যার কোন ভুল হয় না? হুযায়ফা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তো এমন লোকদের ভাল-র সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ 'তারা এমন লোক হবে যারা আমার পথের বাইরে চলবে এবং আমার সুন্নাহ বা তরীকা ছাড়া ভিন্ন সুন্নাহ বা তরীকা অবলম্বন করবে'। তাদের কাজে ভাল-মন্দ সবই থাকবে।[৩] খুঁত থাকা সত্ত্বেও এ দলটি যখন ভাল গণ্য হচ্ছে তখন দল বিশেষের প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ডে খুঁত থাকলেই তা বাতিল গণ্য করা আমাদের জন্য বৈধ হবে না।

আর প্রচারভিত্তিক জামা'আত বা দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা তো মূলনীতি অনুসারেই জায়েয। ভাল কাজে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা, মাহাত্মপূর্ণ কাজের প্রসার ঘটাতে পাল্লা দেওয়া এবং জয় করায়ত্ত করা শরী'আতসম্মত কাজ। এটি বরং মুস্তাহাব। নিষিদ্ধ প্রতিযোগিতা তাই যা অন্যায়ের জন্য করা হবে এবং ভাল কাজে যে জয়যুক্ত হবে তার প্রতি হিংসা তৈরী করবে। এ ক্ষেত্রে বরং প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকা ব্যক্তি এগিয়ে থাকা ব্যক্তির জন্য দো'আ করবে এবং তার মত কিংবা তার থেকেও বেশী পরিমাণে ভাল কাজ করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। যেমন আওস ও খাযরাজ গোত্র প্রত্যেক ভাল কাজে প্রতিযোগিতা করত। যেমন তাবুক যুদ্ধে ওমর (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য তাঁর অর্ধেক সম্পদ এনে হাযির করেছিলেন। কিন্তু আবুবকর (রাঃ) হাযির করেছিলেন তাঁর সমস্ত সম্পদ। ফলে ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا 'আমি কোনদিন কোন বিষয়ে আপনার আগে যেতে পারব না'।[৪]

আর হিংসা-বিদ্বেষ ও পারস্পরিক শত্রুতা তো দলে দলে যেমন হারাম, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও তেমনি হারাম। এটি শুধু দলের মধ্যে জন্ম নেয় তা নয়, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও জন্ম নেয়। এটাও সুবিদিত যে, লোকসমাজে শিক্ষিতরাই একে অপরের প্রতি বেশী হিংসাপরায়ণ। যেমন আল্লাহ বলেছেন, وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الَّذِيْنَ أُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ 'অথচ যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল, তাদের নিকটে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী এসে যাওয়ার পরেও তারা পারস্পরিক হঠকারিতাবশে উক্ত কিতাবে মতভেদ করল' *(বাক্বারাহ ২/২১৩)*।

যদিও এ আয়াত পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য নাযিল হয়েছিল তবুও আমাদের উম্মতও অনুরূপ মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েছে। এমনকি এ বিষয়ে তারা তাদের থেকেও একধাপ এগিয়ে।

এজন্যই হাদীছ শাস্ত্রবিদগণএকটি বড় মূলনীতি (أَصْلاً عَظِيْمًا) বানিয়েছেন যে, 'সমকালীন আলেমদের পারস্পরিক দোষারোপ (جَرْحٌ) গ্রহণযোগ্য নয়'। কেননা এ দোষারোপের অনেকটাই হিংসার বশবর্তী হয়ে করা হয়ে থাকে। ইমাম বুখারী (রহঃ) তো তাঁর দেশের শাসকের হিংসার শিকার হয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত হন এবং অন্যত্র ইন্তিকাল করেন। তাহলে আলেমরা পরস্পরে হিংসা করে বলে কি আমরা ইলম অর্জন হারাম করব এবং আলেমদের অস্তিত্ব বাতিল করে দেব। ধরুন কাতার বা মদীনায় একজন আলেম একাকী দাঁড়িয়ে গেলেন। এখন তার খাতিরে আমাদের উপর অন্য একজন আলেমের দাঁড়ানো হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করা ওয়াজিব হবে কী? যেন তারা দু'জনে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হ'তে না পারে?

আমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয় এবং তা জায়েযও নয়। একাধিক জামা'আত বা দলের অবস্থাও তদ্রুপ। একদল অন্য দলকে হিংসা-বিদ্বেষ করল বলে দ্বিতীয় দলকে হারাম ঘোষণা বৈধ হবে না। বরং প্রচার ও জিহাদ কেন্দ্রিক দল একাধিক হ'লে তাদের অকল্যানের চাইতে কল্যাণই বেশী। কেননা তখন একদল আরেক দলের কাজের মূল্যায়ন করবে এবং নিজেদের কাজের গতি ও মান বাড়াতে সচেষ্ট হবে। তাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাল কাজ বেশী বেশী করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে এবং কাজের মান বাড়বে।

পক্ষান্তরে বিভেদ সৃষ্টি হবে বলে সংগঠন হারাম হওয়ার কথা বলা অজ্ঞতাপ্রসূত একটি দুর্বল চিন্তা। যে কোন বিভাজনই যদি বিভেদের কারণ হয় এবং সেজন্য বিভাজন মাত্রেই বাতিল গণ্য হয় তাহলে আনছার-মুহাজির, আওস-খাযরাজ নামাঙ্কিতদেরও বাতিল গণ্য করতে হয়। আপনি কি জানেন না যে, মুহাজিরদের আলাদা পতাকা, পরিচিতি, প্রতীক ও বৈশিষ্ট্য ছিল? তদ্রুপ আনছারদেরও ছিল? জিহাদের ময়দানে উভয় দলের আলাদা পতাকা ও আলাদা সেনাপতি থাকত? এরূপ বিভাজন থাকার ফলে সময় সময় উভয় দলের মধ্যে হিংসা, শত্রুতা ও গোত্রপ্রীতিও মাথাচাড়া দিয়ে উঠত? যেমন মুরাইসী বা বনু মুছত্বালিকের যুদ্ধে ঘটেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে গোত্রপ্রীতি দেখাতে নিষেধ করেছিলেন। তবে গোত্রের নামে নামাঙ্কিত হ'তে নিষেধ করেননি; বরং পবিত্র কুরআনে ঐ দু'টি নামেই তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ

---

৩. *বুখারী হা/৩৬০৬; মুসলিম হা/১৮৪৭।*
৪. *দারেমী হা/১৭০১; আবুদাঊদ হা/১৬৭৮; বায়হাকী হা/৭৭৭৪; হাকেম ও আবু নু'আইম এটিকে ছহীহ বলেছেন।*

وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ– 'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা।' *(তওবা ৯/১০০)*। তাই মুহাজিরগণ 'মুহাজির' নামে এবং আনছারগণ 'আনছার' নামেই থেকে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেককে স্ব স্ব দলের প্রতি অবৈধভাবে দলপ্রীতি দেখাতে নিষেধ করেছেন। তিনি দলীয় ব্যবস্থায় কোন হস্তক্ষেপ করেননি। তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব গোত্রের নামের সৈনিক হ'লেও একই যুদ্ধের ময়দানে একই সেনাদলের হয়ে একক সেনাপতির অধীনে একই লক্ষ্য পূরণের নিমিত্তে যুদ্ধ করেছেন।

দলের সংখ্যাধিক্য মাশায়েখ বা জ্ঞানতাপস শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের সংখ্যাধিক্য থেকে ভিন্ন কিছু নয়। ঐ জ্ঞান তাপস শিক্ষকদের প্রত্যেকের জন্য কি নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষার্থী থাকা হারাম? যারা প্রত্যেকের থেকে আলাদা আলাদাভাবে ইলম শিখবে, তার তত্ত্বাবধানে ফিক্বহ শিখবে তারপর তার শেখানো ইলম ও ফিক্বহ প্রচার করবে? যদি তা নাজায়েয হয় তাহলে আমাদের উপর অবশ্যই উক্ত জ্ঞানতাপস শিক্ষকদের শিক্ষা মজলিসকে, মাযহাবের ধারক শিক্ষার্থীদেরকে এবং একজন নির্দিষ্ট ইমাম থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ফিক্বহ শিক্ষাকে বাতিল গণ্য করা ফরয হবে। যার সামান্য জ্ঞান আছে সেও তা হারাম বলবে না। তাহলে এসব মুফতী বিভেদ ও দ্বন্দ্বের কথা তুলে কী করে দলের সংখ্যাধিক্যকে হারাম বলে ফৎওয়া দিতে পারেন?

আজকের দিনের ইসলাম প্রচারক দলগুলোর মধ্যকার বিভেদ বিগত দিনের জ্ঞানতাপস শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের মধ্যকার বিভেদের মতই। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানে যে, এসব জ্ঞানতাপস মাশায়েখের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারী হওয়ার দরুন পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতে গিয়ে কী ধরনের হিংসা, খুনখারাবী, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ক্ষয়ক্ষতি ডেকে এনেছে। এসব কিছুই কিন্তু ঘটেছিল মাযহাবপ্রীতি ও পারস্পরিক বিদ্বেষের ফলে। তাই বলে কি আমরা ঐসব জ্ঞানতাপস শিক্ষক, তাদের শিক্ষার্থী এবং তাদের মাযহাবকে হারাম বলব? এগুলোও তো বিভেদ ও দ্বন্দ্ব উস্কে দেয়!

ইসলাম প্রচারক দলগুলোর অবস্থাও প্রকৃতপক্ষে পুরোটাই জ্ঞানতাপস শিক্ষকবৃন্দ ও তাদের শিক্ষার্থীদের অনুরূপ, যা ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রচার সংঘের ফলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। এসব জামা'আত বা সংগঠনের মধ্যে মানগত তারতম্য, কর্মপদ্ধতির ভিন্নতা, অঙ্গীভূতকরণ ক্ষমতা, বিশেষায়ণ ইত্যাদি নানা আঙ্গিকের পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এসব পার্থক্য গ্রহণযোগ্য। হ্যাঁ, জামা'আত বা দলগুলোতে কখনো বিচ্যুতি, কখনো বিদ'আত, কখনো ঘাটতি থাকতে পারে। কিন্তু এর কোনটাই আল্লাহ্র পথে দাওয়াতদাতা দলগুলোকে হারাম বলার উপযুক্ত কোন কারণ নয়। এই দলগুলোই তো ইসলামী হুকূমতের চৌহদ্দী পাহারা দিচ্ছে এবং বিভিন্ন ফরযে কিফায়াহ সম্পাদন করে চলেছে, যা কি-না ছিল সকল উম্মতের উপর ফরয।

এখন আমি আশা করতে পারি যে, চক্ষুষ্মানের সামনে আঁধার কেটে ভোর পরিষ্কার হয়েছে এবং সঠিক রাস্তা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়েছে। আর এটাও স্পষ্ট বুঝা গেছে যে, ইসলাম প্রচারকারী দলগুলোকে হারাম আখ্যাদানকারী বক্তা মাত্রাজ্ঞান ছেড়ে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই ফৎওয়া দিয়েছেন। তারা তাদের ফৎওয়ার মাধ্যমে এমন সব কাজ হারাম গণ্য করেছেন, যা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর ফরয করেছেন। সত্যের পথে চলতে একে অপরকে জোরালোভাবে ডাকা, পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়া, সৎকাজ ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরে সহযোগিতা করা, আল্লাহ্র রজ্জু কুরআন ও আল্লাহ্র দ্বীনকে মযবুতভাবে ধারণ করা, সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজের নিষেধকারী হওয়া এবং সর্বোপরি আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানকারী একটি উম্মাহ বা জাতি হওয়াটা আসলেই ফরয।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, 'কাযী হজ্জ কাফেলা' প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০ সালে হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

বিশেষ আকর্ষণ : ৫-৭ই জানুয়ারী'১৯-এর মধ্যে ডাইরেক্ট বিমানে ওমরা প্যাকেজ যাবে ইনশাআল্লাহ

Contents

কথাবার্তা বলার আদব বা শিষ্টাচার

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

পার্থিব জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষের সাথে কথাবার্তা বলতে হয়। মানুষের পক্ষে সমাজে মুখ বন্ধ করে বসবাস করা সম্ভব নয়। নিজের প্রয়োজন যেমন তাকে অন্যের কাছে ব্যক্ত করতে হয়, তেমনি অন্যের প্রয়োজনে তাকে এগিয়ে আসতে হয়। এক্ষেত্রে কথা বলার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু কথা বলার ক্ষেত্রেও মুমিনকে কিছু আদব-কায়েদা বা শিষ্টাচার মেনে চলতে হয়। কেননা সে বিনা প্রয়োজনে যেমন কথা বলবে না, তেমনি প্রয়োজনের সময় কথা না বলে নিশ্চুপ থাকবে না। বরং ইসলামের নির্দেশ মেনে কথাবার্তা বলবে। আলোচ্য নিবন্ধে কথাবার্তা বলার কিছু আদব বা শিষ্টাচার আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।-

১. কথাবার্তা উত্তম বিষয়ে হওয়া :

মানুষের উচ্চারিত প্রত্যেকটি কথা আল্লাহ্র দরবারে সংরক্ষিত হয় *(ক্বাফ ৫০/১৮)*। তাই সদা উত্তম কথা বলা এবং কারো সাথে কথাবার্তা উত্তম বিষয়ে হওয়া উচিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أو ليصمت، ‘যে লোক আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে’।[১] তিনি আরো বলেন, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ‘তোমরা জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাক, এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হ’লেও। যদি সেটা কেউ না পায় তাহ’লে সে যেন উত্তম কথা বলে’।[২] কেননা মানুষ কথার কারণে পরকালে পাকড়াও হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ– ‘মানুষ তো তার অসংযত কথাবার্তার কারণেই অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে’।[৩] আল্লাহ বলেন, لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا– ‘তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শে কোন মঙ্গল নেই। কিন্তু যে পরামর্শে তারা মানুষকে ছাদাক্বা করার বা সৎকর্ম করার কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করার উৎসাহ দেয় সেটা ব্যতীত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, সত্বর আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব’ *(নিসা ৪/১১৪)*।

২. কথাবার্তা শোনা যায় এমন আওয়াজে হওয়া :

কথা বলার সময় আওয়াজ এমন হওয়া উচিত যা মানুষ শুনতে পায়। আবার এমনভাবে চিৎকার করে কথা বলা উচিত নয়, যাতে মানুষ বিরক্ত হয় এবং অন্যের অসুবিধা হয়। অপ্রয়োজনে চিৎকার করাকে গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ– ‘তুমি পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিশ্চয়ই সবচেয়ে বিকট স্বর হ’ল গাধার কণ্ঠস্বর’ *(লোক্বমান ৩১/১৯)*।

৩. অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বর্জন করা :

অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা পরিহার করতে হবে। কেননা এতে কোন উপকারিতা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ– ‘মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা’।[৪] এছাড়া মানুষের ব্যক্ত করা কথাবার্তার কারণে তাকে শাস্তি পেতে হ’তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، فَيَهْوِيْ بِهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا– ‘মানুষ আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে এবং তাকে দূষণীয় মনে করে না। অথচ এই কথার দরুন সত্তর বছর ধরে সে জাহান্নামে পতিত হ’তে থাকবে’।[৫]

৪. শোনা কথা যাচাই না করে বলা অনুচিত :

কারো নিকট থেকে শোনা কথার সত্যাসত্য যাচাই না করে বলা উচিত নয়। কেননা এতে পাপী ও মিথ্যাবাদী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ– ‘কোন ব্যক্তির পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন কথা শোনামাত্রই (যাচাই না করে) বলে বেড়ায়’।[৬] অন্যত্র তিনি বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. ‘কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়’।[৭]

৫. অপ্রয়োজনীয় বাকবিতণ্ডা পরিহার করা :

তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া বা বাকবিতণ্ডা কখনো ভাল ফল বয়ে আনে না। কাজেই অপ্রয়োজনে এসব থেকে দূরে থাকা একান্ত যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

---

১. *বুখারী হা/৬০১৮-১৯; মুসলিম হা/৪৭।*
২. *বুখারী হা/৬০২৩, ৬৫৪০; মুসলিম হা/১০১৬; তিরমিযী হা/২৯৫৩; নাসাঈ হা/২৫৫২; মিশকাত হা/৫৮৫৭।*
৩. *তিরমিযী হা/২৬১৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩; ইরওয়া হা/৪১৩।*
৪. *ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬, ‘কলহ-বিপর্যয় চলাকালে রসনা সংযত রাখা’ অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/২৩১৭-১৮; মিশকাত হা/৪৮৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৮৮১, সনদ ছহীহ।*
৫. *তিরমিযী হা/২৩১৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭০; মিশকাত হা/৪৮৩৩; ছহীহাহ হা/৫৪০, ৮৮৮।*
৬. *আবূদাঊদ হা/৪৯৯২, সনদ ছহীহ।*
৭. *মুসলিম হা/৫; মিশকাত হা/১৫৬।*

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

'আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্কবিতর্ক বর্জন করে। সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি উপহাসছলেও মিথ্যা বলে না। আর সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের ঊর্ধ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে'।[৮]

অন্যত্র তিনি বলেন,

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوْا الْجَدَلَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ-

'হেদায়াত লাভের পর কোন কওমই গোমরাহ হয়নি, যারা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়নি। অতঃপর তিনি পাঠ করেন 'বরং তারা হ'ল ঝগড়াকারী সম্প্রদায়' *(যুখরুফ ৪৩/৫৮)*।[৯]

৬. ধীরে ধীরে কথা বলা :

কথাবার্তা ধীরে ধীরে হওয়া উচিত। যাতে তা অপরের নিকটে বোধগম্য হয়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ- 'নবী করীম (ছাঃ) এমনভাবে কথা বলতেন যে, কোন গণনাকারী গুণতে চাইলে তাঁর কথাগুলি গণনা করতে পারত'।[১০] অন্য হাদীছে এসেছে, উরওয়াহ ইবনু যুবায়ের (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবূ হুরায়রার আচরণ তোমাকে কি অবাক করে না? সে এসে আমার ঘরের এক পাশে বসে আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ পড়ে শুনাতে লাগলো। আমি তখন ছালাতরত ছিলাম। আমার ছালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই সে উঠে চলে গেল। আমি যদি তাকে পেতাম তবে তাকে বলতাম, لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাদের ন্যায় তাড়াহুড়া করে কথা বলতেন না'।[১১]

আনাস (রাঃ) বলেন, أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ- 'নবী করীম (ছাঃ) যখন কথা বলতেন, তখন তিনি তা তিনবার বলতেন, যাতে তা বোঝা যায়'।[১২]

৭. কথাবার্তায় অশ্লীলতা পরিহার করা :

অশ্লীল কথা বলা বা কথাবার্তায় অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। এগুলি সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ 'মুমিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হ'তে পারে না, অভিসম্পাতকারী হ'তে পারে না, অশ্লীল কাজ করে না এবং কটূভাষীও হয় না'।[১৩]

৮. তর্ক-বিতর্ক ও বাচালতা পরিহার করা :

কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কথা বলা বা বাচালতা অনুচিত। এগুলি মানুষ পসন্দ করে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ-

'তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম সে-ই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং ক্বিয়ামত দিবসেও সে আমার খুবই নিকটে থাকবে। আর তোমাদের যে ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য সে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে আমার নিকট হ'তে অনেক দূরে থাকবে তারা হ'ল বাচাল, ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং অহংকারে মত্ত ব্যক্তিরা। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! বাচাল ও ধৃষ্ট-দাম্ভিকদের তো আমরা জানি কিন্তু মুতাফাইহিকূন কারা? তিনি বললেন, অহংকারীরা'।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِيْ يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلَ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সেসব লোককে ঘৃণা করেন যারা বাকপটুত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহ্বাকে দাঁতের সঙ্গে লাগিয়ে বিকট শব্দ করে, গরু তার জিহ্বা নেড়ে যেমন করে থাকে'।[১৫] ভান করে বা ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে কথা বলাও ঠিক নয়। সহজ-সরলভাবে কথা বলা মুমিনের জন্য যরূরী। সেই সাথে অহেতুক তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলা উচিত।

৯. গীবত ও চোগলখুরী পরিহার করা :

কথাবার্তায় গীবত ও চোগলখুরী বর্জন করা যরূরী। আল্লাহ বলেন, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

---

৮. *আবূদাঊদ হা/৪৮০০; তিরমিযী হা/১৯৯৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৪৮; ছহীহাহ হা/২৭৩।*
৯. *তিরমিযী হা/৩২৫৩; ইবনু মাজাহ হা/৪৮; মিশকাত হা/১৮০।*
১০. *বুখারী হা/৩৫৬৭; মিশকাত হা/৫৮১৫।*
১১. *বুখারী হা/৩৫৬৮; মুসলিম হা/২৪৯৩; আবূদাঊদ হা/৩৬৫৫, 'দ্রুত কথা বলা ঠিক নয়' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৮১৫।*
১২. *বুখারী হা/৯৫; মিশকাত হা/২০৮।*
১৩. *তিরমিযী হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/৩৬; ছহীহাহ হা/৩২০।*
১৪. *তিরমিযী হা/২০১৮, 'উন্নত চারিত্রিক গুণ' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/৭৯১।*
১৫. *আবূদাঊদ হা/৫০০৫, 'বাকপটুতা সম্পর্কে' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/৮৮০।*

'আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না এবং একে অপরের পিছনে গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপসন্দ করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। গীবত পরিহার করার জন্য যেমন নিষেধ করা হয়েছে তেমনি চোগলখোরী বর্জন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। চোগলখোরী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِيْنٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ– 'আর তুমি তার আনুগত্য করবে না যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত। যে পশ্চাতে নিন্দা করে ও একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়' *(ক্বলম ৬৮/১০-১১)*।

হাদীছে এসেছে, হুযাইফাহ (রাঃ)-এর নিকট খবর পৌঁছল যে, أَنَّ رَجُلاً يَنِمُّ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ. 'এক ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়ায়। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১৬] অন্যত্র তিনি বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ 'চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১৭]

১০. মনোযোগ সহকারে কথা শ্রবণ করা :

বক্তার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা উচিত। কারো কথা শ্রবণ না করে তাকে হেয় করা, তার থেকে নিজেকে অধিক পণ্ডিত যাহির করার চেষ্টা করা কিংবা তাকে অযথা মিথ্যুক সাব্যস্ত করা যাবে না। বরং তার কথা শ্রবণ করে সেটা যাচাই করার প্রয়োজন হ'লে তা করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

১১. একাই কথা বলার মানসিকতা পরিহার করা :

অনেকে আছেন কেবল নিজেই অধিক কথা বলতে বেশী পসন্দ করেন। অন্যকে কথা বলার সুযোগ কম দেন। এরূপ মানসিকতা পরিহার করা আবশ্যক। বরং অন্যের কথা শুনতে হবে ও তাদেরকে বলার সুযোগ দিতে হবে। আর কোন মজলিসে কথা বলার ক্ষেত্রে বয়জ্যেষ্ঠকে প্রাধান্য দিতে হবে। হাদীছে এসেছে, সাহল ইবনু আবূ হাসমাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু সাহল ও মুহায়্যিছাহ ইবনু মাসঊদ বিন যায়েদ (রাঃ) খায়বারের দিকে গেলেন। তখন খায়বারের ইহূদীদের সঙ্গে সন্ধি ছিল। পরে তাঁরা উভয়ে আলাদা হয়ে গেলেন। অতঃপর মুহায়্যিছাহ আব্দুল্লাহ বিন সাহলের নিকট আসেন এবং বলেন যে, তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তখন মুহায়্যিছাহ তাঁকে দাফন করলেন। অতঃপর মদীনায় এলেন। আব্দুর রহমান ইবনু সাহল ও মাসঊদের দুই পুত্র মুহায়্যিছাহ ও হুওয়ায়্যিছাহ নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গেলেন। আব্দুর রহমান (রাঃ) কথা বলার জন্য এগিয়ে এলেন। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, كَبِّرْ كَبِّرْ 'বড়কে আগে বলতে দাও, বড়কে আগে বলতে দাও'। আর আব্দুর রহমান ইবনু সাহল (রাঃ) ছিলেন বয়সে সবচেয়ে ছোট। এতে তিনি চুপ রইলেন এবং মুহায়্যিছাহ ও হুওয়ায়্যিছাহ উভয়ে কথা বললেন।[১৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ওমর (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রবীণ ছাহাবীদেরকে ডাকতেন, তখন সেই সাথে আমাকেও ডাকতেন। আর বলতেন, তারা যতক্ষণ কথা না বলেন, ততক্ষণ তুমি কথা বলো না। একদিন আমাকে ডেকে বললেন, লায়লাতুল ক্বদর সম্পর্কে (অর্থাৎ তার ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা বলেছেন, তা তো তোমরা জেনেছ। অতএব তোমরা রামাযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে লায়লাতুল ক্বদর তালাশ কর। যে কোন বেজোড় রাতে তোমরা তার সাক্ষাত পাবে'।[১৯]

১২. রূঢ়তা ও কর্কশতা পরিহার করা :

কথা বলার ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করা যরূরী। রূঢ়তা ও কর্কশতা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ– 'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হ'তে তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

বিরোধীদের সাথেও আল্লাহ নম্রভাষায় কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মূসা ও হারূণ (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا– 'তোমরা দু'জন ফেরাঊনের নিকটে যাও। নিশ্চয়ই সে উদ্ধত হয়েছে। অতঃপর তার সাথে নরমভাবে কথা বল। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(ত্বা-হা ২০/৪৩-৪৪)*।

১৩. ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কাউকে হেয় করার মানসিকতা ত্যাগ করা :

কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং হেয় করার চিন্তা মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ

১৬. *মুসলিম হা/১৬৮/১০৫, 'চোগলখোরী জঘন্যতম হারাম' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৮২১।*
১৭. *বুখারী হা/৬০৫৬; মুসলিম হা/১৭০/১০৫, 'চোগলখোরী জঘন্যতম হারাম' অনুচ্ছেদ; আবূদাঊদ হা/৪৮৭৩; মিশকাত হা/৪৮২৩।*
১৮. *বুখারী হা/৩১৭৩, ৭১৯২; মুসলিম হা/১৬৬৯।*
১৯. *আহমাদ হা/৮৫; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/২১৭২-৭৩, সনদ ছহীহ।*

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ– ‘হে বিশ্বাসীগণ! কোন সম্প্রদায় যেন কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। হ’তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। আর নারীরা যেন নারীদের উপহাস না করে। হ’তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। তোমরা পরস্পরের দোষ বর্ণনা কর না এবং একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকো না। বস্তুতঃ ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা হ’ল ফাসেক্বী কাজ। যারা এ থেকে তওবা করে না, তারা সীমালংঘনকারী’ *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ– ‘তোমরা একজন অন্যজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর না, পরস্পরে শত্রুতা পোষণ কর না, পরস্পরকে ঘৃণা কর না, পরস্পর হিংসা কর না, বরং আল্লাহ তা‘আলার বান্দাহগণ পরস্পর ভাই হয়ে থেকো। কোন মুসলমান ব্যক্তির পক্ষেই বৈধ নয় তার ভাইকে তিনদিনের অধিক সময় ধরে ত্যাগ করে থাকা’।[২০]

সেই সাথে অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি বের করে তাদের অপমান-অপদস্ত করার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ তৈরী হয়।

১৪. তিনজন থাকলে দু’জনে কানে কানে কথা না বলা :

কোথাও তিনজন লোক থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে দু’জনে কানে কানে কথা বলা যাবে না। কারণ এতে তৃতীয় ব্যক্তি মনে কষ্ট পায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ– ‘তোমরা তিনজন একত্র হ’লে একজনকে বাদ দিয়ে যেন দু’জনে কানে কানে কথা না বলে। কেননা তাতে সে চিন্তিত হ’তে পারে’।[২১]

১৫. মানুষের বোধগম্য ভাষায় কথা বলা :

কথা বলার ক্ষেত্রে মানুষের বোধগম্য ভাষায় কথা বলা উচিত। দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলা সমীচীন নয়। কারণ এতে মানুষ কথা বুঝতে না পেরে কষ্ট পায়। আলী (রাঃ) বলেন, حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ أَتُحِبُّوْنَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، ‘মানুষের নিকট সেই ধরনের কথা বল, যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি পসন্দ কর যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হোক’?[২২]

১৬. অন্যের আমানত রক্ষা করা :

কোন ব্যক্তি কোন কথা আমানত হিসাবে বললে তা রক্ষা করা মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، ‘যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই’।[২৩] অন্যের বলা কথার গোপনীয়তা রক্ষা করা যরূরী। সে ব্যক্তি মুখে গোপনীয়তা রক্ষার কথা না বললেও যখন সে ঐ কথা অন্যের সামনে বলতে চাইবে না কিংবা অন্য কেউ শুনুক সেটাও পসন্দ করবে না, তখন বুঝে নিতে হবে যে, সেটা গোপনীয় কথা-যা গোপন রাখাই যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ ‘কোন ব্যক্তি কোন কথা বলার পর মুখ ঘুরালে (কেউ শুনছে কি-না তা দেখলে) তা আমানতস্বরূপ’।[২৪]

১৭. পাপ ও হারাম কথা থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখা :

কথাবার্তায় জিহ্বাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণ করা যরূরী। কেননা কোন গোনাহের কথা বা হারাম কথা বললে তার জন্য পরকালে শাস্তি পেতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ لِسَانُهُ، ‘কোন বান্দার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবে না যতক্ষণ না তার অন্তর সঠিক হবে। আর অন্তর ঠিক হবে না যতক্ষণ না তার জিহ্বা ঠিক হবে’।[২৫] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتَّقِ اللهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، ‘মানুষ সকালে ঘুম হ’তে উঠার সময় তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনীতভাবে জিহ্বাকে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় কর। আমরা তো তোমার সাথে সম্পৃক্ত। তুমি যদি সোজা পথে দৃঢ় থাক তাহ’লে আমরাও দৃঢ় থাকতে পারি। আর তুমি যদি বাঁকা পথে যাও তাহ’লে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য’।[২৬]

পরিশেষে বলব, কথাবার্তায় ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলা যরূরী। এর মাধ্যমে ইহকালে মানুষের ভালাবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করা যাবে এবং পরকালীন জীবনে অশেষ ছওয়াব হাছিল করা যাবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

২০. মুসলিম হা/২৫৫৮; তিরমিযী হা/১৯৩৫, ‘হিংসা-বিদ্বেষ’ অনুচ্ছেদ।
২১. বুখারী হা/৬২৯০; মুসলিম হা/২১৮৪; তিরমিযী হা/২৮২৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৭৫; আবূদাঊদ হা/৪৮৫১।
২২. বুখারী হা/১২৭, তা‘লীক।
২৩. আহমাদ হা/১২৩৮৩; মিশকাত হা/৩৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩০০৪।
২৪. আবূদাঊদ হা/৪৮৬৮; তিরমিযী হা/১৯৫৯; মিশকাত হা/৫০৬১; ছহীহাহ হা/১০৯০।
২৫. আহমাদ হা/১৩০৪৮; ছহীহাহ হা/২৮৪১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৫৪।
২৬. তিরমিযী হা/২৪০৭, ‘রসনা সংযত রাখা বা সংযতবাক হওয়া’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৪৮৩৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৮৭১, সনদ হাসান।

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল
হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে
সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

(শেষ কিস্তি)

দরূদের বিশুদ্ধ শব্দাবলী :

রাসূলের (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ ও সালাম প্রদান দু'টি সময়ে হয়ে থাকে।

(১) ছালাতের ভিতরে : ছালাতের ভিতরে ঐ সকল সালাম ও দরূদ পাঠ করতে হবে যা রাসূল (ছাঃ) নিজে পাঠ করেছেন ও ছাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেটা তাশাহহুদ ও দরূদে ইব্রাহীমী হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে জানাযার ছালাতের দ্বিতীয় তাকবীরের পরে রাসূলের শিখানো দরূদে ইব্রাহীমী পড়তে হবে। ছালাতের ভিতরের দরূদ ও সালাম শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত, যাতে কম-বেশী করার অধিকার কারো নেই।

(২) ছালাতের বাইরে : ছালাতের বাইরে নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি বিহীন যে কোন শব্দে দরূদ ও সালাম পাঠ করা ওলামাগণ জায়েয বলেছেন। যেমন ত্বাঊস (রহঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا، وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُوْلَى، كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى، 'হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বড় শাফা'আত আমার জন্য কবুল কর। তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় সম্মুন্নত কর এবং আপনি মূসা (আঃ) ও ইবরাহীম (আঃ)-কে যেভাবে দান করেছেন তেমনি তাকেও দুনিয়া ও আখিরাতে চাহিদা প্রদান করুন'।[১]

ছালাতের বাইরে ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর নাম মুখে উচ্চারণ করলে অথবা শুনলে صلى الله عليه وسلم অথবা عليه الصلاة والسلام শব্দ ব্যবহার করেছেন। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ قَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْىَ-

'আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি হজ্জের ব্যাপরে নতুন কি বিধান দিচ্ছেন? তিনি বললেন, আমরা যদি আল্লাহ্র কিতাব আঁকড়ে ধরি, তবে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও 'ওমরাহ পূর্ণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৯৬)*। আর আমরা যদি আমাদের নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করি তাহ'লে নবী করীম (ছাঃ) সাথে করে নিয়ে আসা পশু যবাহ না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলতেন না'।[২]

ছাহাবীগণের পরবর্তী তাবেঈগণ ইমাম ও মুহাদ্দিছগণ তাদের কথা-বার্তা ও হাদীছ লেখনিতে যখনি রাসূল (ছাঃ)-এর নাম এসেছে তখনি সংক্ষিপ্ত দরূদ হিসাবে صلى الله عليه وسلم লিখেছেন, হাদীছ শিক্ষা দেওয়ার সময়ও বলতেন।

রাসূল (ছাঃ) তাঁর উপরে দরূদ পঠের জন্য ছাহাবীদেরকে যে সকল দরূদ শিক্ষা দিয়েছেন তা প্রায় একই। আর তা হ'ল দরূদে ইবরাহীমী, যা প্রত্যেক মুছল্লী ছালাতে তাশাহুদের পরে পাঠ করে থাকে। আল্লামা আলবানী (রহঃ) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'নাবী (ছাঃ)-এর ছালাত সম্পাদনের পদ্ধতি' বইয়ে 'নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি ছালাত পাঠ এবং তার স্থান ও শব্দাবলী' অধ্যায়ে ৭টি উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আবদুর রহমান ইবনু আবূ লায়লা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'ব ইবনু উজরাহ (রাঃ)-এর সাথে আমার দেখা হ'লে তিনি বললেন, হে আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে একটি কথা উপহার দিব যা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে শুনেছি? উত্তরে আমি বললাম, হ্যাঁ আমাকে তা উপহার দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতি আমরা সালাম কিভাবে পাঠ করব তা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমারা আপনার ও আপনার পরিবারের প্রতি দরূদ কিভাবে পাঠ করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা বল,

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ،

'হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের রহম করুন, যেমন রহম করেছেন ইব্রাহীম ও ইব্রাহীমের পরিবারবর্গের উপর। নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! বরকত দান করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিবার বর্গের উপর যেমন আপনি বরকত দান করেছেন ইব্রাহীম ও ইব্রাহীমের পরিবার বর্গের উপর। নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত'।[৩]

২. আবু মুহাম্মাদ কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একদিন আমাদের কাছে এলেন। আমরা তাকে বললাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! আপনার উপর সালাম কিভাবে পাঠাতে হয় তা তো আমরা জানি। কিন্তু আপনার উপর দরূদ কিভাবে পড়তে হবে? তিনি বললেন, তোমরা বল,

---

* তুলাগাঁও, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

১. *ফাযলু ছালাত আলান নবী (ছাঃ), হা/৫২।*

২. *মুসলিম হা/২৮৪৯; 'হজ্জ' অধ্যায়; 'ইহরাম থেকে হালাল হওয়া রহিতকরণ এবং তা পূর্ণ করার নির্দেশ প্রসঙ্গে' অনুচ্ছেদ।*

৩. *বুখারী হা/৩৩৭০; মুসলিম হা/৪০৬; মিশকাত হা/৯১৯।*

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ–

'হে আল্লাহ! রহম করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর যেমন রহম করেছেন ইব্রাহীমের বংশধরের উপরে। নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! বরকত দান করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর যেমন আপনি বরকত দান করেছেন ইব্রাহীমের বংশধরের উপর। নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত'।

৩. অন্য হাদীছে ছাহাবীদের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা বল,

اَللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،

'হে আল্লাহ! রহম করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর যেমন রহম করেছেন ইব্রাহীমের পরিবারবর্গের উপর। হে আল্লাহ! বরকত দান করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিবার বর্গের উপর যেমন আপনি বরকত দান করেছেন ইব্রাহীমের পরিবারবর্গের উপর। নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত'।[৪]

৪. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, ছাহাবীদের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা বল,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ،

'হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। যেমন করে আপনি ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর রহমত অবতীর্ণ করেছেন। আর আপনি মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করুন, যে রকম আপনি ইবরাহীম (আঃ)-এর পরিবারবর্গের উপর বরকত অবতীর্ণ করেছেন'।[৫]

৫. আবু হুমায়দ সা'ঈদ (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তোমরা বল, ছাহাবীদের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،

'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির উপর রহমত অবতীর্ণ করুন যেভাবে আপনি ইবরাহীম (আঃ)-এর পরিবারবর্গের উপর রহমত অবতীর্ণ করেছেন। আর আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির উপর বরকত অবতীর্ণ করুন যেরূপ আপনি ইবরাহীম (আঃ)-এর পরিবারবর্গের উপর বরকত অবতীর্ণ করেছেন। আপনি অতি প্রশংসিত, উচ্চ মর্যাদাশীল'।[৬]

এখানে উল্লেখ্য যে, হাদীছে বর্ণিত দরূদের শব্দাবলীর কোথাও সাইয়িদিনা, মাওলানা, শাফীইনা অথবা হাবীবিনা ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ নেই। রাসূল (ছাঃ)-এর অনেক গুণবাচক শব্দ রয়েছে। তন্মধ্যে উপরোক্ত শব্দাবলীও রাসূল (ছাঃ)-এর গুণবাচক শব্দ। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) যেহেতু দরূদে উক্ত শব্দ ব্যবহার করেননি। তাই সুন্নাত হ'ল উক্ত শব্দবলীকে দরূদের শব্দাবলী হিসাবে ব্যবহার না করা।

শরী'আতের মানদণ্ডে সমাজে প্রচলিত কিছু দরূদ

দরূদ পাঠ একটি ফযীলতপূণ ইবাদত। আর যে কোন ইবাদত আল্লাহ্র নিকট কবুল হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হ'ল- রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণে ইবাদত করা। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ ও সালাম প্রদানের আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তার পদ্ধতি কুরআনের বর্ণানা করা হয়নি। দরূদের পদ্ধতি, দরূদের শব্দাবলী রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা ছহীহ হাদীছ গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হয়েছে। তা হ'ল দরূদে ইব্রাহীম যা প্রত্যেক মুছল্লী ছালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পরে পাঠ করে থাকেন। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে অন্য কোন দরূদ শিক্ষা দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

আর একথা সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন তাঁর সঠিক দ্বীন মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আর রাসূল (ছাঃ) যথাযথভাবে স্বীয় দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছেন। এই বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক মু'মিনের ঈমানী দায়িত্ব। সুতরাং দরূদের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের শব্দাবলীও রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর ছওয়াবের আশায় আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ করাই ঈমানের দাবী।

কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আজকাল রাসূল (ছাঃ)-এর মহব্বতের নামে, দরূদের নামে অনেক দরূদ প্রচলিত আছে যার অস্তিত্ব কুরআন-হাদীছে তো নেই, এমনকি নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থেই এর উল্লেখ নেই। আর যে সকল ইমামদের নামে মাযহাব চালু করে অন্ধ তাক্বলীদ করা হচ্ছে তাঁরাও বলে জাননি। নিম্নে সমাজে প্রচলিত কিছু দরূদ ও শরী'আতে তার অস্তিত্ব বিষয়ে আলোচনা করছি।

সমাজে বহুল প্রচলিত, বিশেষ করে বক্তাদের মুখে মুখে ব্যাপকভাবে পঠিত একটি প্রচলিত দরূদ (?) হ'ল-

بلغ العلى بكماله، كشف الدجى بجماله،

حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.

অর্থ : তিনি (মুহাম্মাদ ছাঃ) তাঁর পরিপূর্ণতার দ্বার উচ্চ আসনে পৌঁছেছেন। তাঁর সৌন্দর্যের কারণে অন্ধকার দূরবর্তী

৪. *বুখারী হা/৪৭৯৭; মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪০৫।*
৫. *বুখারী হা/৬৩৫৮।*
৬. *বুখারী হা/৬৩৬০; মুসলিম হা/৪০৭; মিশকাত হা/৯২০।*

হয়েছে। তাঁর সমস্ত স্বভাব/চরিত্র সুন্দর। তোমরা তাঁর উপর ও তাঁর পরিবারের উপর দরূদ পাঠ কর।

বিশ্লেষণ : প্রথমত: সমাজে প্রচলিত উক্ত দরূদটি আসলে কোন দরূদ নয়, বরং এটি পারস্য কবি শেখ সা'দী (৫৮৫ অথবা ৬০৬-৬৯১ হিঃ)-এর একটি কবিতার অংশ। তিনি রাসূলের প্রশংসায় এটি রচনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত: এখানে শিরকের মিশ্রণ রয়েছে। কারণ এখানে বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) নিজের পরিপূর্ণতা দ্বারা উচ্চ আসনে পৌঁছেন। আসলে রাসূল (ছাঃ) নিজের যোগ্যতায় উচ্চ আসনে পৌঁছেননি, বরং আল্লাহ তাঁকে উচ্চ আসনে পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 'আর আমরা তোমার (মর্যাদার) জন্য তোমার স্মরণকে সমুন্নত করেছি' *(ইনশিরাহ/৪)*। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর দুনিয়ায় ও আখেরাতে যত সম্মান, যত মর্যাদা সব আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ। সুতরাং কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্র রাসূল নিজের যোগ্যতায় এত বড় মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন, তাহ'লে তা আল্লাহ্র ক্ষমতায় শিরক করা হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কারণে (জাহিলিয়াতের) অন্ধকার দূরীভূত হয়ে (ইসলামের) আলোয় আলোকিত হয়েছে এটাও রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদায় অতিরঞ্জিত করা হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوْراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ،

'অনুরূপভাবে আমরা তোমার কাছে আমাদের নির্দেশ থেকে 'রূহ'কে ওহী যোগে প্রেরণ করেছি। তুমি জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী। কিন্তু আমরা একে আলো বানিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি। আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথের দিক নির্দেশনা দাও' *(শূরা/৫২)*।

তৃতীয়ত: কবি নিজে একে দরূদ বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, 'তোমরা তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর দরূদ পাঠ কর'।

সতরাং এটাকে দরূদ হিসাবে মনে করে ছওয়াবের আশায় পাঠ করলে রাসূলের সুন্নাতের অবমাননা করা হবে এবং এটা নিশ্চয়ই বিদ'আত হবে। আর কেউ যদি মনে করে এটা দরূদ হিসাবে নয় বরং কবিতা হিসাবে পড়া হয়, তাহ'লেও শব্দগত ও অর্থগত ত্রুটির কারণেও এটা পরিতাজ্য।

এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সম্মান জানাতে ও দরূদ পাঠ করতে বলা হয় যে,

يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.

'হে নবী! আপনার প্রতি সালাম। হে রাসূল! আপনার প্রতি সালাম। হে হাবীব! আপনার প্রতি সালাম। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনার উপর রহমত'।

উল্লেখ্য যে, প্রচলিত কথাগুলো আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত কোন দরূদ নয়। বরং এগুলো মানুষের বানানো দরূদের নামে জালিয়াতী।

আর আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ীও ভুল। কারণ সম্মানিত কাউকে ডাকার জন্য সম্মান দিয়ে ডাকতে হয়। অথচ এখানে সমস্ত নবীদের সর্দার, দুনিয়া-আখেরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তাকে অনির্দিষ্টবাক্যে ডাকা হচ্ছে যা আদবের খেলাপ। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের যত জায়গায় রাসূলকে সম্বোধন করেছেন সেখানে يا رسول বা يا نبي না বলে يا ايها نبي বা يا ايها رسول বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ– 'হে নবী! তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং যেসব মুমিন তোমার অনুসরণ করেছে তাদের জন্যও' *(আনফাল ৮/৬৪)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ 'হে রাসূল! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও' *(মায়েদা ৫/৬৭)*। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানের জন্য, ছওয়াবের আশায় দরূদ পাঠ করতে হ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ীই করতে হবে। অন্যথা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অবজ্ঞার করণে ছওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আমাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বইয়ে মানুষের মুখে মুখে অনেক দরূদের নাম শুনা যায়। যার কোন সূত্র উল্লেখ নেই। যেমন দরূদে আকবার, দরূদে হাযারী, দরূদে লাখী, দরূদে নাজিয়া, দরূদে তাজ, দরূদে নারিয়া, দরূদে সাইফুল্লাহ, দরূদে যিয়ারাত, দরূদে শিফা, দরূদে মাহী, দরূদে খায়ের, দরূদে ফতুহাত, দরূদে কালিমাহ, দরূদে মোবারক, দরূদে মুহাম্মাদী, দরূদে বীর, দরূদে শাফেঈ, দরূদে গাওছিয়া, দরূদে একছিরে আযম, দরূদে যাজুলী, দরূদে নাজাত, দরূদে শাফিয়ুল আমরায, দরূদে বরকত, দরূদে কামেল, দরূদে তাম্মা, দরূদে মুত্তাকীন, দরূদে নূরুল আবছার, দরূদে মুকাররম, দরূদে মিফতাহুন নাযিরা, দরূদে আল-বাইয়াতিহি দরূদে অসীলা, দরূদে মুকাদ্দাস, দরূদে তুনাজ্জিনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আবার কিছু কিছু দরূদের আশ্চর্যজনক ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত নামে কোন দরূদ রাসূল (ছাঃ) শিক্ষা দেননি। সুতরাং এই দরূদেরও কোন ফযীলত রাসূল (ছাঃ) বর্ণনা করেননি। সুতরাং কেউ যদি এসব বানানো দরূদের নামে জালিয়াতী কথাগুলো রাসূল বলেছেন বলে বিশ্বাস করে তবে সে যেন নিজের স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল।[৭]

আর ফযীলত একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) বলার অধিকার রাখেন। কোন কাজ করলে, কোন যিকির করলে, কোন দরূদ পাঠ করলে কী পরিমাণ ছওয়াব হবে তা শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত হ'তে হবে। কোন মানুষ অনুমান করে কোন কিছু বললে সেটা শরী'আতে অতিরিক্ত হিসাবে

৭. *বুখারী হা/১০৯, ৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।*

বিবেচিত হবে। যা শরী'আতের ভাষায় বিদ'আত হিসাবে পরিচিত, যার পরিণাম জাহান্নাম।[৮]

নিম্নে প্রচলিত কিছু দরূদের মিথ্যা ও বানোয়াট ফযীলত তুলে ধরছি-

দরূদে হাযারীর ফযীলতে লেখা আছে, কোন পাপী লোকের কবরের নিকট হাযির হয়ে এ দরূদ তিনবার পাঠ করলে ঐ লোকের ৮০ বছরের কবরের আযাব আল্লাহ মাফ করে দিবেন। এ দরূদ ২১ বার পাঠ করে মৃত পিতা-মাতার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করলে তাদেরকে আল্লাহ শান্তি দান করবেন এবং এক হাযার ফেরেশতা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের কবরের নিকট এসে আল্লাহ্র নিকট গুনাহ মাফের জন্য দো'আ করতে থাকবেন।

দরূদে লাখীতে বলা হয়েছে, 'গজনীর সুলতান মাহমূদ মহানবী (ছাঃ)-এর ইশক ও মহব্বতে দৈনিক এক লক্ষ বার এ দরূদ পাঠ করতেন। একবার তিনি স্বপ্ন যোগে আদিষ্ট হ'লেন, হে মাহমূদ! তুমি প্রত্যেহ ফজর ছালাতের পর এ দরূদ পাঠ কর। এতে তুমি এক লক্ষ বার দরূদ পাঠ করার ছওয়াব লাভ করবে এবং তার বদৌলতে তুমি আমার ইশক ও মহব্বতের কামালিয়াতে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

দরূদে নাজিয়ার ফযীলতে বলা হয়েছে, 'কোন ব্যক্তি চাকুরী হারানো বা কঠিন রোগে আক্রান্ত হ'লে বা মোকাদ্দামায় জয়ী হবার আশা না থাকলে খাছ নিয়তে এব হাযার বার দরূদে নাজিয়া পাঠ করে দো'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তার দো'আ কবুল করবেন।

দরূদে তাজের ফযীলতে বলা হয়েছে, 'প্রতিদিন ফজর ছালাতের পর ৭ বার, আছরের ছালাতের পর ৩ তার এবং এশার ছালাতের পরে ৩ বার দরূদে তাজ পাঠ করলে অন্তরে প্রশান্তি আসে। শয়তানের ধোঁকা ও সকল প্রকার বালা-মুছীবত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রূযী-রোযগারে বরকত হয় এবং সকলের কাছে সম্মান পাওয়া যায়।

দরূদে নারিয়ার ফযীলতে বলা হয়েছে, 'কোন লোক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে তাহাজ্জুদ ছালাতের পর নির্জন স্থানে বসে একাগ্রতার সাথে দরূদে নাজিয়া ২৭ বার পাঠ করে আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করলে, তার দো'আ আল্লাহ কবুল করেন ও তার মনের বাসনা পূরণ করেন। আরো বলা হয়েছে, 'কোন মারাত্মক রোগাক্রান্ত হ'লে কিছু পরহেযগার আলেম একত্রিত করে এ দরূদ ৪৪৪৪ বার পাঠ করে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করলে উক্ত দো'আ কবুল হয় ও রোগ ভাল হয়। আরো বলা হয়েছে, 'প্রত্যহ ফজর ও আছর ছালাতের পর ১১ বার এ দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ্র ইচ্ছায় সকল কাজ মঙ্গলজনক হয়।

দরূদে শিফার ফযীলতে বলা হয়েছে, 'নিয়মিত এ দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ্র ইচ্ছায় মৃত্যু রোগ ছাড়া জীবনে আর অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হবে না।

দরূদে মুকাদ্দাসের ফযীলতে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি দরূদে মুকাদ্দাস নিয়মিত পড়বেন আল্লাহ তার সব গুনাহ মাফ করে দিবেন, জানাযায় ফেরেশতা হাযির হবেন, কবর আলোকিত হবে, হাশরের মাঠে আল্লাহ্র মেহমানদের সাথে উপবিষ্ট থাকবেন।

দরূদে নূরের ফযীলতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি জুম'আবারে আছরের ছালাতের পর ৮০ বার এই দরূদ পাঠ করবেন আল্লাহ তার ৮০ বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন।

দরূদে দীদারে মুছতফার ফযীলতে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এই দরূদ পাঠ করলে মৃত্যুর মুহূর্তে নবী করীম (ছাঃ)-এর দর্শন লাভ হবে ও কবরে প্রবেশ করতেই দেখতে পাবে নবী করীম (ছাঃ) রহমত সহকারে অবতরণ করছেন।

এছাড়াও বিভিন্ন দরূদের ফযীলতে বলা হয়েছে, যে এত বার পাঠ করলে রাসূল (ছাঃ) স্বপ্নে দেখা যাবে, সকাল-বিকাল পাঠ করলে এলাকা থেকে মহামারী বা বসন্ত দূর হবে, এতবার পাঠ করলে ব্যবসায়, চাকুরিতে বা ক্ষেত-খামারের কোন ক্ষতি হবে না, এক বার পড়লে ৭০ জন ফেরেশতা ১০০০ দিন পর্যন্ত ছওয়াব লিখতে থাকবেন, কাউছারের পানি পান করতে এই দরূদ পাঠ করতে হবে ইত্যাদি... ইত্যাদি।

ঐসব প্রচলিত দরূদগুলোর সবগুলো মানুষের বানানো এবং ফযীলতগুলো তাদের ইচ্ছামত তৈরী করা। আমরা যদি ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে মানুষের কথাগুলোকে মেনে নেই তাহ'লে ইসলামের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হবে। আল্লাহ তা'আলার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পসন্দ করলাম ইসলামকে' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

দরূদের সাথে সংশ্লিষ্ট সমাজে প্রচলিত কিছু বিদ'আত

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ একটি গুরুত্বপূণ ইবাদত হ'লেও বর্তমান নামধারী মুসলিমগণ দরূদের নামে বিভিন্ন ধরনের বিদ'আত চালু করেছে। তারা ছওয়াবের আশায়, রাসূল (ছাঃ)-এর মহব্বতের নামে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান তৈরী করেছে, যার কোন ভিত্তি শরী'আতে নেই। এ রকম কিছু বিদ'আতের কথা নিম্নে উল্লেখ করছি।

১. মীলাদের আয়োজন করা :

আমাদের সমাজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, কোন শুভ কাজে এমনকি নতুন বাড়ী ও দোকান উদ্বোধন উপলক্ষে মীলাদের আয়োজন করা হয়। যেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর নামে বিভিন্ন ভাষায় প্রশংসামূলক অনেক কবিতা সুরে সুরে গেয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম জানানো হয় এবং তাঁর নামে দরূদ পাঠ করা হয়। এগুলো বিদ'আতী আমল। মীলাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ জন্মসময়। যে কোন ব্যক্তির জন্মকালকে আরবীতে মীলাদ বলা হয়। আর সমাজে মীলাদ বলতে রাসূল (ছাঃ)-এর নামে বিভিন্ন ভাষায় তাঁর প্রশংসামূলক কবিতা পাঠ করাকে বুঝায়। এ মীলাদ অনুষ্ঠান শুধু রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিনে পালন হয় না; বরং সারা বছর পালন করা হয়।

হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মবার উল্লেখ আছে, তা হ'ল

৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০।

সোমবার।[৯] জন্মের বছর উল্লেখ আছে, তা হ'ল হাতির বছর।[১০] কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম মাস ও জন্ম তারিখ উল্লেখ নেই। এজন্য ওলামায়ে কেরাম ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম মাস ও জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সুতরাং যেহেতু রাসূল (ছাঃ)-এর সঠিক জন্ম তারিখই জানা যায়নি তাহ'লে কিভাবে জন্ম দিবস পালন করা হবে। আর এমনকি ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীতে কেউ মীলাদ পালন করেননি।[১১] বরং ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শী'আদের উদ্যোগে মীলাদুন্নবী উদযাপন আরম্ভ হয়।[১২] কারো কারো মতে, ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম কারো মতে ৬০৪ হিঃ মতান্তরে, ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান বলে কথিত আছে।[১৩]

একথা সম্পষ্ট যে, রাসূল (ছাঃ) কখনো তাঁর জন্ম দিবস পালন করেননি। ছাহাবায়ে কিয়াম, তাবেঈগণ এবং পরবর্তী সালাফে ছালেহীন না তার জন্ম দিবসে কোন অনুষ্ঠান করেছেন না বছরের অন্য কোন দিন মীলাদের নামে কোন অনুষ্ঠান করেছেন। বরং তারা সব সময় রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করেছেন। সুতরাং যারা রাসূল (ছাঃ)-কে জীবন দিয়ে ভালবাসেন, তারা যদি প্রচলিত পদ্ধতিতে মীলাদ পালন না করে থাকেন, তাহ'লে আমরা কেন এ বিদ'আতী মীলাদ পালন করব?

২. মীলাদের অনুষ্ঠানে রাসূল (ছাঃ) হাযির হন বলে বিশ্বাস করা :

সমাজে মীলাদ পালনকারী অনেকেই মনে বিশ্বাস করেন যে, কোন মুসলিম যখন রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মীলাদ পড়েন, দরূদ পাঠ করেন তখন রাসূল (ছাঃ) সেখানে উপস্থিত হন। এমনকি অনেকে মঞ্চে একটি খালি চেয়ার সাজিয়ে রাখেন, যাতে এই খালি চেয়ারে রাসূল (ছাঃ) এসে বসতে পারেন। এটা শিরকী আক্বীদা। রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা হ'ল তিনি ১১ হিজরীর ১২ই রবীউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ মৃত্যুবরণ করেছেন (যুমার-৩০-৩১; আলে ইমরান ১৪৪)। সকল ছাহাবীগণ জানাযা ছালাত আদায় করে তাঁকে কবরস্থ করেছেন। তিনি আর কখনো দুনিয়াতে আসবেন না। রাসূল (ছাঃ) সহ যেকোন মানুষ ইচ্ছা করলে দুনিয়াতে আসতে পারবেন না, বরাং ক্বিয়ামত পর্যন্ত বারযাখী জীবনে থাকবেন *(মুমিনূন ৯০-১০০)*। সুতরাং রাসূল (ছাঃ) মীলাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া তাঁর কাজ নয়। বরং কোন মুসলিম তার উপর দরূদ পাঠ করলে বা সালাম প্রদান করলে ফেরেশতাগণ তাঁর নিকটে পৌঁছে দেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِي مِنْ أُمَّتِيْ السَّلَامَ 'পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্র ভ্রমণরত বহু ফেরেশতা রয়েছেন, যাঁরা আমার উম্মতের নিকট হ'তে আমাকে সালাম পৌঁছে দেন'।[১৪]

এছাড়াও পৃথিবীতে একই সময়ে অনেক স্থানে এই মীলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কোন স্থানে কখন মীলাদ হচ্ছে তা রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষে জানার কথা নয়। কারণ এটা গায়েবের বিষয়। আর রাসূল (ছাঃ) গায়েব জানতেন না *(নামল ৬৫; বুখারী হা/৭৩৮০)*। সব সময় সব জায়গায় উপস্থিত থাকা, সব কিছুর খবর রাখা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাজ ও গুণ। আল্লাহ ব্যতীত কেউ যদি এ দাবী করে অথবা কাউকে যদি এ গুণে গুণান্বিত করা হয় তাহ'লে সেটা শিরক হবে।

৩. ক্বিয়াম করা :

রাসূল (ছাঃ)-এর মহব্বতের নামে প্রচলিত মীলাদকারীদের মধ্যে অনেকে আবার মীলাদের এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যান এবং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ করার পর বসে যান। তাদের ধারণা যখন রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা হয়, তখন তিনি দরূদ পাঠের মজলিসে এসে উপস্থিত হন। আর রাসূল (ছাঃ) সম্মানে সবাই দাঁড়িয়ে যায়।

মীলাদ মাহফিলে রাসূল (ছাঃ) উপস্থিত হন এ বিশ্বাস একটি কুফরী বিশ্বাস। একথা পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর পৃথিবীতে বিচরণ করা তার কাজ নয়। আর একই সময়ে কয়েকটি মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং রাসূল (ছাঃ) যদি মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত না হন তাহ'লে তাঁর সম্মানে দাঁড়ানোর প্রশ্নই আসে না।

সপ্তম শতাব্দী হিজরীতে মীলাদ প্রথা চালু হওয়ার প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে আল্লামা তাক্বিউদ্দীন সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হিঃ) কর্তৃক ক্বিয়াম প্রথার প্রচলন ঘটে বলে কথিত আছে।[১৫] কারো কারো মতে, কুকুবুরী কর্তৃক রবীউল আউয়াল মাসে ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন উদ্ভাবনের দুই শতাব্দী পরে ক্বিয়ামের প্রচলন হয়। ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসবের অংশ হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা বর্ণনার সময় কেউ কেউ তাঁর পৃথিবীতে আগমনের স্মৃতিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। হিজরী ১০ শতকেও এই ক্বিয়াম বা দাঁড়ানো জনপ্রিয়তা লাভ করেনি, যদিও তখন মীলাদ জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।[১৬]

ক্বিয়াম যখন থেকেই আরম্ভ হোক না কেন একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবিত অবস্থায় ছাহাবীগণকে তাঁর সম্মানে দাঁড়াতে নিষেধ করতেন।[১৭] তাঁর মৃত্যুর পরে ছাহাবীগণ একাজ কখনই করেননি। পরবর্তী সালাফে ছালেহীনও এ রকম বিদ'আতী আমল পালন করেননি।

---

৯. মুসলিম ২/৮১৯, হা/১১৬২।
১০. তিরমিযী হা/৩৬১৯; ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান গরীব বলেছেন।
১১. ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এহইয়াউস সুনান (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স), পৃ: ৫২১।
১২. এহইয়াউস সুনান, পৃ: ৫২৩।
১৩. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন : ৫ম সংস্করণ : ২০০৮), পৃ: ৫।
১৪. নাসাঈ হা/১২৮২; মুসনাদে আহমাদ হা/৩৬৬৬, ৪২১০; ইবনে হিব্বান হা/৯১৪; ছহীহ তারগীব হা/১৬৬৪।
১৫. মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃ: ৫।
১৬. এহইয়াউস সুনান, পৃ: ৫২৩।
১৭. তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৯৮। ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে হাছান ছহীহ বলেছেন।

ইসলামে প্রবীণদের মর্যাদা

*মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম**

মানুষ জন্মের পর শৈশব-কৈশোর ও যৌবন পার করে এক সময় বার্ধক্যে উপনীত হয়। এ জীবনটা কারো জন্যই শতভাগ সুখকর হয় না। কারো জন্য সুখকর হ'লেও অধিকাংশের নিকট সময়টা হয়ে উঠে তিক্ত ও অসহ্য। এ সময় তাদের প্রয়োজন হয় যথাযথ সহযোগী, যার সাথে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। এখানে আমরা সংক্ষেপে ইসলামে প্রবীণদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

সাধারণ অর্থে প্রবীণ বলা হয়, اَلرَّجُــلُ الْكَبِيْــرُ বা বয়স্ক ব্যক্তিকে। ইংরেজীতে Elderly, Aged, Old ইত্যাদি বলা হয়। ইবনু মানযূর বলেন, اَسَنُّ الرَّجُــلِ বয়োবৃদ্ধ বা প্রবীণ লোক। অন্য অর্থে, اَلْكَهْلُ– اَلْهَــرِمُ অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধ, প্রৌঢ়। আর এটা হ'ল اَقْــصَي الْكِبَــرِ 'বয়োবৃদ্ধের শেষ প্রান্ত'।[১] পারিভাষিক অর্থে ঐ সকল ব্যক্তিকে বৃদ্ধ বা প্রবীণ বলে যার বয়স বেশী হয়ে শারীরিক ও মানসিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে নিজের দেখাশুনা ও পরিচর্যা নিজে করতে অক্ষম। মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْــرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَــنْ يُتَــوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَــتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ–

'হে মানুষ! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হও, তবে (ভেবে দেখ) আমরা তোমাদেরকে (প্রথমে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ আদমকে)। অতঃপর (পিতা-মাতার মিশ্রিত) শুক্র হ'তে; অতঃপর জমাট রক্তপিণ্ড হ'তে; অতঃপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট গোশতপিণ্ড হ'তে; তোমাদেরকে (আমার সৃষ্টিক্ষমতা) বুঝিয়ে দেবার জন্য। অতঃপর আমরা তা মাতৃগর্ভে রেখে দেই নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত যা আমরা ইচ্ছা করি। অতঃপর আমরা তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করে আনি। যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হ'তে পার। অতঃপর তোমাদের কারো মৃত্যু ঘটানো হয় ও কাউকে কর্মশক্তিহীন বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। যখন সে তার জানা বিষয়েও জ্ঞান রাখে না। আর (দ্বিতীয় প্রমাণ) তুমি যমীনকে দেখ শুষ্ক বিরাণভূমি। অতঃপর যখন আমরা তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ হয়, স্ফীত হয় এবং তা থেকে চোখ জুড়ানো উদ্ভিদসমূহ উদগত হয়' *(হজ্জ ২২/৫)*।

অত্র আয়াতে মানুষের নিষ্কর্মা বয়স ও জ্ঞানহারা সময়ের কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ প্রবীণদের জরাগ্রস্ততাকে বুঝিয়েছেন। মানুষের যখন বয়স বেশী হয় তখন সে أَرْذَلِ الْعُمُــرِ বা জরাগ্রস্ত বয়সে এসে পৌঁছে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَــدِيرٌ 'আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেন। অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান। আর তোমাদের মধ্যে কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত বয়সে। ফলে জানার পরেও সে আর কিছুই জানবে না (অর্থাৎ জানা জিনিস ভুলে গিয়ে শিশুর মত হয়ে যাবে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান' *(নাহল ১৬/৭০)*।

এই বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতা ও শুভ্র-সাদা চুলের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

اللهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِــيْمُ الْقَدِيْرُ–

'তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়। অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন। অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। তিনিই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান' *(রূম ৩০/৫৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّيْنَ سَنَةً إِلَى سَبْعِيْنَ سَــنَةً، 'আমার উম্মতের বয়স ৬০ থেকে ৭০ বছর'।[২] তবে এটা দ্বারা বৃদ্ধ বয়সের শুরু ও শেষ বুঝানো হয়নি। কারণ বিভিন্ন দেশের আবহাওয়ার কারণে বার্ধক্যও ভিন্ন বয়সে আসতে পারে।

ইসলামে প্রবীণদের মর্যাদা :

আল্লাহ তা'আলা বনী আদমকে সম্মানিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّــنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا– 'আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সাগরে চলাচলের বাহন দিয়েছি। আর আমরা তাদেরকে পবিত্র রূযী দান করেছি এবং যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর আমরা তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৭০)*।

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *লিসানুল আরব ১২/৬০৭, ১৩/২২২।*

২. *তিরমিযী হা/২৩৩১, সনদ ছহীহ।*

শুভ্রকেশী প্রবীণদের মর্যাদা : শুভ্র কেশ বিশিষ্ট মুসলিমের বিশেষ মর্যাদার কথা রাসূল (ছাঃ) বর্ণনা করেছেন। আমর বিন শু'আইব তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ : هُوَ نُوْرُ الْمُؤْمِنِ، وَقَالَ : مَا شَابَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلاَمِ شَيْبَةً، إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ، وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ-

'রাসূল (ছাঃ) সাদা চুল উঠাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা মুমিনের নূর। তিনি আরো বলেন, ইসলামে যদি কেউ সাদা চুল বিশিষ্ট হয় আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, একটি পাপ মোচন করে দেন এবং একটি পুণ্য লিখে দেন'।[৩] রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلاَمِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'যে মুসলিম সাদা চুল বিশিষ্ট হবে, ক্বিয়ামতের দিন এটা তার জন্য জ্যোতি বা আলো হবে'।[৪]

প্রবীণদের দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ، 'প্রবীণদের সাথেই তোমাদের কল্যাণ, বরকত রয়েছে'।[৫] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, اِبْغُوْنِي الضَّعِيفَ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ، 'তোমরা আমাকে দুর্বলদের মাঝে খোঁজ কর। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের অসীলায় তোমরা রিযিক ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাক'।[৬] তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে তাদের দুর্বল লোকদের দো'আ, ছালাত ও ইখলাছের মাধ্যমে সাহায্য করে থাকেন'।[৭] কারণ দুর্বলদের ইবাদতে ও দো'আয় প্রবল একনিষ্ঠতা থাকে, থাকে দুনিয়ার সৌন্দর্য থেকে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা। তাদের আগ্রহ, মনোযোগ ও অভিপ্রায় একই দিকে হয়ে থাকে। সেকারণ তাদের দো'আ কবুল হয়ে থাকে। তাই প্রবীণ যেই হোক না কেন তাকে সর্বাবস্থায় সম্মানের চোখে দেখতে হবে। উপযুক্ত পানাহার, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, যথাযোগ্য পোষাক ও মানসম্মত আবাসনের ব্যবস্থা করে তাদের কাছ থেকে দো'আ নেওয়া প্রয়োজন।

অধিক বয়সীদের বিশেষ মর্যাদা : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِكُمْ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالاً-

'আমি কি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তির সংবাদ দিব না? তারা বলল, হ্যাঁ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে দীর্ঘ আয়ু লাভ করে এবং সুন্দর আমল করে'।[৮] অন্য হাদীছে রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ : مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ، قَالَ : فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ : مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ-

'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল সুন্দর হয়েছে। সে আবার প্রশ্ন করল, মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট কে? তিনি বললেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল খারাপ হয়েছে'।[৯]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ 'নিশ্চয় শুভ্র চুল বিশিষ্ট মুসলিমকে সম্মান করাই আল্লাহকে সম্মান করার শামিল'।[১০]

যারবী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস বিন মালিক (রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি,

جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا-

'একজন বয়স্ক লোক রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে দেখা করতে আসল। লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে বিলম্ব করে। তা দেখে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[১১]

তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু'জন মুসলমানের মধ্যে একজন শহীদ হ'ল এবং অপরজন এক বছর পরে মারা গেল। তালহা (রাঃ) স্বপ্নে দেখলেন, পরে মারা যাওয়া লোকটি শহীদের আগে জান্নাতে চলে গেল। তারা বিস্মিত হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً قَالُوْا بَلَى قَالَ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ قَالُوْا بَلَى قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ-

তিনি বললেন, অপর লোকটি কি তারপর এক বছর বেঁচে থাকেনি? 'ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) এও বলেন,

---

৩. আহমাদ হা/৬৯৩৭; আবূদাঊদ হা/৪২০২; ইবনু মাজাহ হা/৩৭২১, সনদ ছহীহ।
৪. তিরমিযী হা/১৬৩৪; ইবনে হিব্বান হা/২৯৮৩।
৫. ইবনে হিব্বান হা/৫৫৯ সনদ ছহীহ; হাকেম হা/২১০।
৬. নাসাঈ হা/৩১৭৯; আবূদাঊদ হা/২৫৯৪; আহমাদ হা/২১৭৩১, ছহীহ।
৭. নাসাঈ হা/৩১৭৮, সনদ ছহীহ।
৮. আহমাদ হা/৭২১২, ইবনু হিব্বান হা/৩০৪৩, সনদ ছহীহ।
৯. তিরমিযী হা/২৩৩০, সনদ ছহীহ।
১০. আবূদাঊদ হা/৪৮৪৩, সনদ হাসান।
১১. তিরমিযী হা/১৯১৯, সনদ ছহীহ।

সে একটি রামাযান মাস পেয়েছে, ছওম পালন করেছে এবং এক বছর যাবত এত এত ছালাত কি পড়েনি? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, আসমান-যমীনের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তাদের দু'জনের মধ্যে তার চেয়ে অধিক ব্যবধান রয়েছে'।[১২] অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, বয়স বেশী পেয়ে বেশী ইবাদত করে শহীদের চেয়েও অগ্রগামী হওয়া সম্ভব।

ইবাদতে বিশেষ মর্যাদা : প্রবীণদের ইবাদতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেহেতু শেষ ভাল যার সব ভাল তার। সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে এক ছাহাবী বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিল। এক পর্যায়ে রাসূল (ছাঃ) বললেন, কেউ যদি কোন জাহান্নামীকে দেখতে চায় তবে সে যেন এই ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে। এ কথা শুনে এক লোক তার পিছু নিয়ে দেখল, মুশরিকদের আঘাতে তার শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হওয়ায় সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করল। এজন্যই রাসূল (ছাঃ) বললেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ-

'কোন বান্দা জহান্নামীদের কাজ করে অথচ সে জান্নাতী। আবার কেউ জান্নাতীদের কাজ করে অথচ সে জাহান্নামী। নিশ্চয়ই শেষ আমলের উপরই পরিণাম নির্ভরশীল'।[১৩] সেহেতু শেষ বয়সে ইবাদতের মাত্রা যথাসাধ্য বাড়িয়ে দিতে হবে। কারণ এ সময় ইবাদতে অনীহা এসে যাওয়ার ফলে কাফির হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন,

قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيْهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِيْنِي هَذَا فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا-

'নবী করীম (ছাঃ) মক্কায় সূরা নাজম তিলাওয়াত করে সিজদা করলেন। তখন এক বৃদ্ধ ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে এক মুষ্টি কংকর বা মাটি তুলে নিয়ে তাতে কপাল ঠেকাল এবং বলল, আমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট। ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বললেন, পরবর্তীকালে আমি তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হ'তে দেখেছি'।[১৪]

প্রবীণ পিতা-মাতার প্রতি করণীয় : মহান আল্লাহ পিতা-মাতার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا-

'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও কর না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৩-২৪)*।

অনেক সন্তান বৃদ্ধ পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণ করে থাকে। এমনকি মারধর পর্যন্ত করে। স্ত্রীকে খুশী করার জন্য বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অচেনা জায়গায় ফেলে আসা, দূরপাল্লার গাড়ীতে তুলে দিয়ে পালিয়ে আসা, ডাক্তার দেখানোর কথা বলে জমি দলীল করে নিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দেয়া, হাসপাতালে ভর্তির কথা বলে বৃদ্ধাশ্রম নামক কারাগারে বন্দী করে রাখার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার কথা মাঝে-মধ্যে পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। অথচ মহান আল্লাহ্র নির্দেশ হ'ল তাদের সাথে এমন আচরণ তো দূরের কথা 'উহ' শব্দও করা যাবে না। বরং শ্রদ্ধাভরে নম্রভাবে তাদের সাথে কথা বলতে হবে। সর্বক্ষণ তাদের জন্য আল্লাহ্র শেখানো দো'আ করতে হবে; যেন তাদের উভয়ের প্রতি মহান আল্লাহ রহম করেন।

পিতা-মাতার হক বুঝাতে নিম্নোক্ত হাদীছটির প্রতিও লক্ষ্য করা যেতে পারে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوْكَ-

'এক লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা'।[১৫]

এ পর্যন্তই শেষ নয়; পিতা-মাতা অমুসলিম হ'লেও তাদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে। যেমন আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন,

১২. *ইবনু মাজাহ হা/৩৯২৫; ছহীহুল জামে' হা/১৩১৬।*
১৩. *বুখারী হা/৬৬০৭।*
১৪. *বুখারী হা/১০০৫।*
১৫. *বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮।*

قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّيْ قَالَ نَعَمْ صِلِيْ أُمَّكِ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ফৎওয়া চেয়ে বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ কর'।[১৬]

আমর বিন শু'আইব তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِيْ يَحْتَاجُ مَالِيْ قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ-

'একজন লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার সম্পদ ও সন্তান আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বললেন, তুমি ও তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানের উপার্জন থেকে খাও'।[১৭]

প্রবীণদের যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা মুসলমানদের দায়িত্ব। তাদের প্রয়োজন পূরণ করা সকলের কর্তব্য। বিশেষ করে নিকটাত্মীয়দের এটা মানবিক দায়িত্বও বটে। এমনকি কেউ যদি মনে করে যে, আমার উপার্জিত সম্পদ আমারই, পিতা-মাতাকে কেন দিব? এর জবাব রাসূল (ছাঃ) আগেই দিয়ে রেখেছেন, 'তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার'। সুতরাং তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে সন্তান বাধ্য।

চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন : সাধারণত প্রবীণদের অসুস্থতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে তার সন্তান-সন্ততি অথবা আত্মীয়-স্বজন। কারো যদি দায়িত্ব গ্রহণ করার মত আত্মীয় না থাকে তবে এলাকার সমাজপতি, মেম্বার, চেয়ারম্যান অথবা যে কোন বিত্তশালী ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তবে বার্ধক্যের কোন ঔষধ নেই। যেমন ওসামা বিন শারীক বলেন,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا نَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ-

'বেদুঈনরা বলেছিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা গ্রহণ করব না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র বান্দারা! চিকিৎসা গ্রহণ কর। কারণ আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার চিকিৎসা বা ঔষধ তৈরী করেননি। তবে একটি রোগ ব্যতীত। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেটা কি? তিনি বললেন, বার্ধক্য'।[১৮] কিন্তু তাই বলে বৃদ্ধদের বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা যাবে না। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সালামে অগ্রাধিকার : রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيْرِ- 'ছোটরা বড়দের, চলমান ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম প্রদান করবে'।[১৯]

ছালাত আদায়ে বিশেষ সুবিধা প্রদান : দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে অক্ষম প্রবীণ ব্যক্তিদের সুবিধাজনকভাবে ছালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান করেছে ইসলাম। ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমি অর্শ্ব রোগে ভুগছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর। যদি অক্ষম হও তবে বসে পড়। যদি তাতেও অক্ষম হও তবে শুয়ে শুয়ে পড়'।[২০] এমনকি প্রবীণদের সম্মানে রাসূল (ছাঃ) ইমামকে ছালাত সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيْهِمْ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ-

'একজন ব্যক্তি এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র কসম আমি অমুকের কারণে ফজরের ছালাতে অনুপস্থিত থাকি। তিনি ছালাতকে খুব দীর্ঘ করেন। আবূ মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে নছীহত করতে গিয়ে সেদিনের ন্যায় এত অধিক রাগান্বিত হ'তে কখনো দেখিনি। অতঃপর তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে বিতাড়নকারী বা বিরক্তকারী রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ ছালাতে ইমামতি করবে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতওয়ালা লোকও থাকে'।[২১]

ইমামতিতে অগ্রাধিকার : ইমাম হওয়ার দিক দিয়ে রাসূল (ছাঃ) প্রবীণদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আবূ মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

১৬. *বুখারী হা/২৬২০; মুসলিম হা/১০০৩।*
১৭. *আবূদাউদ হা/৩৫৩০; ইবনু মাজাহ হা/২২৯২, সনদ ছহীহ।*
১৮. *তিরমিযী হা/২০৩৮, সনদ ছহীহ।*
১৯. *বুখারী হা/৬২৩১।*
২০. *বুখারী হা/১১১৭।*
২১. *বুখারী হা/৭০২।*

قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, আল্লাহ্র কিতাব কুরআন মাজীদের জ্ঞান যার সবচেয়ে বেশী এবং যে কুরআন তিলাওয়াতও সুন্দরভাবে করতে পারে, সে-ই ছালাতের জামা'আতে ইমামতি করবে। সুন্দর কিরাআতের ব্যাপারে সবাই যদি সমান হয় তাহ'লে তাদের মধ্যে যে হিজরতে অগ্রগামী সে ইমামতি করবে। হিজরতের ব্যাপারেও সবাই যদি সমান হয় তাহ'লে তাদের মধ্যে যে বয়সে প্রবীণ সেই ইমামতি করবে'।[২২]

ছওম পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান : অতি বৃদ্ধ বা প্রবীণ ব্যক্তি ছওম পালনে অক্ষম হ'লে প্রতিদিনের ছওমের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। আত্বা (রহঃ) বলেন, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ)- কে পাঠ করতে শুনেছেন যে, তিনি পাঠ করছিলেন,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلاَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا-

'আর যাদের জন্য এটি (ছিয়াম পালন) খুব কষ্টকর হবে, তারা যেন এর পরিবর্তে একজন করে অভাবীকে খাদ্য দান করে'- এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ছিয়াম পালনে অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রত্যেক দিনের (প্রতিটি ছিয়ামের) পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানোর বিধান সম্বলিত উক্ত আয়াতটি রহিত হয়নি'।[২৩]

হজ্জের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ : অক্ষম প্রবীণ বা বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষ থেকে সক্ষম ব্যক্তির মাধ্যমে হজ্জ করানো ইসলামে বৈধ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِيْ عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ-

'বিদায় হজ্জের বছর খাছ'আম গোত্রের একজন মহিলা এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র তরফ হ'তে বান্দার উপর যে হজ্জ ফরয হয়েছে তা আমার বৃদ্ধ পিতার উপর এমন সময় ফরয হয়েছে যখন তিনি সওয়ারীর উপর ঠিকভাবে বসে থাকতে পারেন না। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করলে তার হজ্জ আদায় হবে কি? তিনি বললেন, হবে'।[২৪]

রাসূল (ছাঃ)-এর নৈকট্যে অগ্রাধিকার : রাসূল (ছাঃ) বলেন, لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ- 'তোমাদের মধ্যকার প্রবীণ ও জ্ঞানী লোকেরা যেন আমার কাছাকাছি দাঁড়ায়। তারপর পর্যায়ক্রমে দাঁড়াবে যারা তাদের কাছাকাছি, তারপর দাঁড়াবে যারা তাদের কাছাকাছি তারা'।[২৫]

বসার দিক দিয়ে অগ্রাধিকার : ওবায়দুল্লাহ বিন ওমর বলেন,

كُنْتُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ، فَدَخَلَ شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ : انْظُرَ الشَّيْخَ، فَأَقْعِدْهُ مَقْعَدًا صَالِحًا-

'আমি সুলায়মান বিন আলীর নিকট ছিলাম। এ সময় কুরাইশ গোত্রের জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি প্রবেশ করল। সুলায়মান বললেন, এই প্রবীণ ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য কর, তাকে উপযুক্ত আসনে বসাও'।[২৬]

কথা বলায় অগ্রাধিকার : একবার আব্দুল্লাহ ইবনু সাহ্ল ও মুহাইয়াছা খাদ্যের অভাবে খায়বারে আসেন। ঘটনাক্রমে আব্দুল্লাহ নিহত হ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ঘটনাটি বলার জন্য মুহাইয়াছা অগ্রসর হয়। তখন রাসূল (ছাঃ) মুহাইয়াছাকে বললেন, كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيْدُ السِّنَّ 'বড়কে কথা বলতে দাও বড়কে কথা বলতে দাও। তিনি এতে উদ্দেশ্য করেছেন বয়সে প্রবীণ ব্যক্তিকে'।[২৭] এতে বুঝা যায়, বৈঠকে কথা বলার সময় বড় বা প্রবীণ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বৃদ্ধ বয়সে প্রবীণদের করণীয় : বৃদ্ধ বয়সে ইবাদতে মশগূল থাকা আবশ্যক। এ সময় অনেকাংশে প্রবীণদের মেজায খিটখিটে থাকে। তাই সর্বদা ইবাদতে মশগূল থাকলে মনের অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার রাস্তা খুলে যেতে পারে। এ সময় বেশী বেশী তাসবীহ-তাহলীল, দো'আ-দরূদ, ইসতিগফার পাঠ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

---

২২. মুসলিম হা/৬৭৩।
২৩. বুখারী হা/৪৫০৫।
২৪. বুখারী হা/১৮৫৪; মুসলিম হা/১৩৩৫।
২৫. মুসলিম হা/৪৩২; আবূদাউদ হা/৬৭৪।
২৬. আহমাদ হা/৪৬০, হাসান লি গায়রিহী।
২৭. বুখারী হা/৭১৯২; মুসলিম হা/৩১৬০।

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র কাছে তওবা কর, খাঁটি তওবা। আশা করা যায়, তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, নবী ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সেদিন আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, ‘হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষমতাবান’ *(তাহরীম ৬৬/৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ، ‘প্রত্যেক বনী আদমই ভুলকারী। আর উত্তম ভুলকারী হচ্ছে তওবাকারীগণ’।[২৮] আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ‘নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে’ *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

মুস‘আব ইবনু সা‘দ ও আমর ইবনু মায়মূন হ’তে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন, كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتِّبُ الْغِلْمَانَ وَيَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ– ‘সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) তার সন্তানদেরকে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো এমনভাবে শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে মক্তবে শিক্ষক শিশুদেরকে শিক্ষা দেন। আর তিনি বলতেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতের পর এগুলো দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ،

২৮. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; তিরমিযী হা/২৪৯৯, হাসান।*

‘হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি ভীরুতা হ’তে আশ্রয় চাই, তোমার কাছে কৃপণতা হ’তে আশ্রয় চাই, তোমার কাছে অতি বার্ধক্যে পৌঁছার বয়স হ’তে আশ্রয় চাই এবং তোমার কাছে দুনিয়ার ঝগড়া-বিবাদ ও কবরের শাস্তি হ’তে আশ্রয় চাই।[২৯]

এছাড়াও প্রবীণদের কর্তব্য হ’ল আত্মীয়-স্বজনদের যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নেওয়া ও দো‘আ করা। যেমন ইবরাহীম (আঃ) বৃদ্ধ অবস্থায় তাঁর ছেলে ইসমাঈল (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করতে যান। এক সাথে কা‘বা ঘর নির্মাণ করেন এবং তাদের জন্য ও পরবর্তী বংশধরের জন্য দো‘আ করেন।[৩০]

উপরোক্ত আলোচনায় প্রবীণদের অধিকার ও মর্যাদার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। প্রত্যেককে প্রবীণদের অধিকার ও মর্যাদা এবং তাদের প্রতি করণীয় সম্পর্কে সচেতন হ’তে হবে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে প্রবীণদের যথাযথভাবে সম্মান করার এবং তাদের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে জান্নাতবাসী হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

২৯. *বুখারী হা/২৮২২।*
৩০. *বুখারী হা/৩৩৬৪।*

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

জাতীয় গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা ২০১৯

নির্বাচিত গ্রন্থ | **সকলের জন্য উন্মুক্ত**

রিয়াযুছ ছালেহীন

(প্রথম থেকে ‘সফরের আদব-কায়েদা’ অধ্যায় পর্যন্ত)

পুরস্কার
১ম পুরস্কার : ১০,০০০/- (সনদসহ)।
২য় পুরস্কার : ৭,০০০/- (সনদসহ)।
৩য় পুরস্কার : ৫,০০০/- (সনদসহ)।
বিশেষ পুরস্কার : ২,০০০/- (৫টি)।

প্রতিযোগিতার তারিখ : তাবলীগী ইজতেমা ২০১৯-এর ২য় দিন, সকাল ৯-টা
প্রতিযোগিতার স্থান : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়
প্রশ্নপদ্ধতি : এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা। **পরীক্ষার ফি :** ১০০ টাকা
পুরস্কার বিতরণ : তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন।

সার্বিক যোগাযোগ
০১৯৮৭-১১৫৬৬২
০১৭২২-৬২০৩৪০

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২।

তাবলীগ জামাতে সংঘর্ষ

টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে তাবলীগের দুই পক্ষের দফায় দফায় ব্যাপক সংঘর্ষে ইসমাঈল মণ্ডল (৭০) নামে একজন নিহত ও তিন শতাধিক আহত হয়েছে। গত ১লা ডিসেম্বর'১৮ শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সংঘর্ষের পর বিকেল থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা যায়, ৩০শে নভেম্বর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচ দিনের জোড় ইজতেমার আয়োজন করার কথা ছিল তাবলীগ জামাতের কেন্দ্রীয় আমীর ভারতের মাওলানা সা'দ কান্ধলভীর অনুসারীদের। আর তার বিরোধীরা ঘোষণা দিয়েছিল, ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত জোড় আয়োজনের।

প্রতিষ্ঠাকাল : মাওলানা সা'দের দাদা ভারতের উত্তর প্রদেশের মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী (১৮৮৫-১৯৪৪ খৃ.) ১৯২০-এর দিকে তাবলীগ জামাতের সূচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমীর হন তাঁর পুত্র মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী (১৯১৭-১৯৬৫ খৃ.)। তাঁর পরে আমীর হন তাঁর বিশ্বস্ত সাথী এনামুল হাসান কান্ধলভী (১৯১৮-১৯৯৫ খৃ.)। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৮ বছর কোন একক আমীর ছিলেন না। একটি শূরা কমিটি তাবলীগ জামাত পরিচালনা করতেন। ২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় শূরা কমিটির সদস্য ও মুরব্বী মাওলানা জোবায়েরুল হাসানের মৃত্যুর পর তাবলীগ জামাতের একাংশ মাওলানা ইলিয়াসের পৌত্র মাওলানা সা'দ বিন হারূণ বিন ইলিয়াস (জন্ম : ১৯৬৫ খৃ.)-কে একক আমীর ঘোষণা করেন। অন্য অংশ তা না মানায় নেতৃত্বের কোন্দল শুরু হয়। যা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে রক্তাক্ত সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে।

মূল মারকায : তাবলীগ জামাতের মূল মারকায হ'ল দিল্লীর হযরত নিযামুদ্দীনে অবস্থিত বেঙ্গলওয়ালী মসজিদে। ঢাকার কাকরাইল ও লাহোরের রাইবেণ্ডের মারকায হ'ল শাখা মারকায। এই দুই স্থানে প্রতিবছর ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তবে কেবল বাংলাদেশের ইজতেমায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তাবলীগের অনুসারীরা যোগ দেন।

তাবলীগ জামাতে বিভক্তি : তাবলীগ সংশ্লিষ্টদের মতে দিল্লী ও লাহোরের নেতৃত্বের মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাবলীগ জামাত। এই বিভক্তি অন্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও ছড়িয়েছে। তবে বাংলাদেশের দ্বন্দ্বে কওমী মাদ্রাসার আলেমদের বড় অংশ যুক্ত হয়েছে। তারা একটি পক্ষকে সমর্থন দেওয়ায় সহজে এ বিরোধ নিষ্পত্তি হচ্ছে না বলে মনে করছেন ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণ।

২০১৫ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানের লাহোরের রাইবেণ্ডে ইজতেমা চলার সময় সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৩ সদস্যের একটি 'আলমী শূরা' গঠনের প্রস্তাব আসে। মাওলানা সা'দ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তারপরও ইজতেমা শেষে রাইবেণ্ড থেকে শূরা বোর্ড গঠনের একটি চিঠি বিভিন্ন দেশে তাবলীগের দায়িত্বশীলদের কাছে পাঠানো হয়। এরপর এক পক্ষ সা'দের সিদ্ধান্তের পক্ষে এবং আরেক পক্ষ 'আলমী শূরা' গঠনের পক্ষে অবস্থান নেয়। জানা যায়, তাবলীগের এই বিভক্তির জেরে প্রথম প্রকাশ্য বিরোধ ও মারামারি হয় ২০১৬ সালের ১৯শে জুন দিল্লীতে সংগঠনটির মূল কেন্দ্র নিযামুদ্দীন মারকাযে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে এই বিরোধ প্রকাশ্য রূপ নেয় যুক্তরাজ্যে। ফলে লণ্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ মারকাযটি দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ করে দেয়।

ঢাকার শাখা মারকায : প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালে তাবলীগ জামাতের কেন্দ্রীয় আমীর মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভীর উপস্থিতিতে ঢাকার কাকরাইলে সর্বপ্রথম তাবলীগের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রামের হাজী ক্যাম্পে, ১৯৫৮ সালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে এবং পরবর্তীতে ১৯৬০, ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে বার্ষিক ইজতেমা সমূহ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার রমনা ময়দানে। অতঃপর ১৯৬৬ সালে সর্বপ্রথম টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে ইজতেমার আয়োজন করা হয়। তখন থেকে অদ্যাবধি এখানে নিয়মিতভাবে তাবলীগ জামাতের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। যা আশির দশক হ'তে বিশ্ব ইজতেমায় রূপ নেয়। ১৯৯৬ সালে ১৬০ একরের বিস্তীর্ণ ও বিশাল এই ময়দানটি তাবলীগের বিশ্ব ইজতেমার জন্য রাজউকের পক্ষ হ'তে বরাদ্দ দেওয়া হয়। যদিও তার মধ্যে ২০ একর জমি ইতিমধ্যে বেদখল হয়ে গেছে। কিছু জমি তুরাগ নদীর ভাঙনে চলে গেছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশ থেকে এখানে তাবলীগপন্থীরা ইজতেমায় সমবেত হন।

মাওলানা সা'দকে নিয়ে বাংলাদেশে বিভেদ প্রকাশ্যভাবে দেখা দেয় ২০১৮ সালের জানুয়ারীতে বিশ্ব ইজতেমা থেকে। তাবলীগ জামাতের যে অংশটি মাওলানা সা'দের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তাদের সঙ্গে যোগ দেয় কওমী মাদ্রাসাকেন্দ্রিক সংগঠন 'হেফাজতে ইসলাম'। সে বছর প্রবল বিরোধিতার কারণে টঙ্গী ইজতেমায় অংশ নিতে পারেননি মাওলানা সা'দ। তখন তিনি ও তাঁর অনুসারীরা কাকরাইল মারকাযে অবস্থান নেন। অতঃপর তিনি দেশে ফিরে যান। এরপর থেকে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। ২০১৮ সালের ২৬শে এপ্রিল রাজধানীর বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে ছাত্রদের নিয়ে এসে কাকরাইল মারকাযের নিয়ন্ত্রণ নেন সা'দবিরোধীরা। পরদিন কয়েক হাযার সা'দপন্থী কাকরাইলে উপস্থিত হ'লে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়।

সা'দপন্থী শূরা সদস্যরা বলেন, সা'দের বক্তব্য মুখ্য বিষয় নয়। কেননা ইতিমধ্যে তিনি তাঁর বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। বরং তাবলীগের নিয়ন্ত্রণ দিল্লীর মারকায থেকে সরিয়ে লাহোরের রাইবেণ্ডে নিয়ে যাওয়াই হ'ল বিরোধীদের মূল লক্ষ্য। মাওলানা সা'দ প্রায় ২২ বছর ধরে ইজতেমায় বক্তব্য দিচ্ছেন। এতদিন কোন আপত্তি ছিল না। নেতৃত্ব নিয়ে লাহোরের রাইবেণ্ডের অবস্থানের পরপরই তাঁর বক্তব্য নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গ : বাংলাদেশে তাবলীগের ১৪ জন শূরা সদস্য আছেন। তাদের মধ্যে ৭ জন আছেন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। এদের মধ্যে ২০১১ সালে 'ফায়ছাল' বা 'আমীর' হন মাওলানা সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম। তারপর থেকে বিশ্ব ইজতেমার সময় অর্জিত অর্থ, কাকরাইল মসজিদ নির্মাণের জন্য দেওয়া দেশী-বিদেশী অনুদানসহ তাবলীগের ২০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ, তাবলীগকে রাজনীতি করণ এবং প্রতিপক্ষকে দমনে

সন্ত্রাসী লালন প্রভৃতির বিরুদ্ধে বহুদিন ধরেই তাবলীগে ক্ষোভ বিরাজ করছিল। ২০১২ সালে সর্বপ্রথম ওয়াসিফুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। অতঃপর বিরোধ বাড়তে থাকে এবং তার অপসারণ দাবীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জুবেরী' ভবনে ২০১৪ সালের ১৮ই মে সংবাদ সম্মেলন হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের ৮ই জানুয়ারী ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। ঐদিনই পুলিশের তৎকালীন আইজি একেএম শহীদুল হক-এর আহ্বানে বিরোধী নেতা ও তাবলীগে ব্যাপক প্রভাবশালী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুশফিকুর রহমান সহ অন্যান্যগণ সেখানে প্রায় ৩-ঘণ্টা বৈঠক করেন। পরবর্তীতে তিনি ২০১৫ সালের ২২শে মার্চ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, তাবলীগ জামাতের মুরব্বীদের আর্থিক অনিয়মের তদন্ত এবং কাকরাইল মসজিদের আর্থিক লেনদেনে সরকারের নিয়ন্ত্রণসহ বেশকিছু প্রস্তাব দিয়ে ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় সংসদে বিল পাসের জন্য ডেপুটি স্পিকারের কাছে আবেদন করেছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়। বর্তমানে এ দ্বন্দ্বটি কেন্দ্রীয় আমীর মাওলানা সা'দ কান্ধলভীর পক্ষে ও বিপক্ষে রূপ লাভ করেছে।

[ইসলামের বিধান অনুযায়ী কেন্দ্রে একজন আমীর থাকা অপরিহার্য। আর নেতৃত্বের লোভ দমন করা ইসলামের কঠোর নির্দেশ। তাদের জামাতে সর্বত্র আমীর থাকলেও কেন্দ্রে আমীর থাকতে বাধা কোথায়? তারা দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করুন, এটাই সকলের কাম্য। সেই সাথে ছহীহ আমলের তাবলীগ করার জন্য এবং ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল শিক্ষা দানের জন্য তাদের মুরব্বীদের প্রতি আহ্বান রইল (স.স.)]

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক, ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর, ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই, ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পবলিকেশন্স, কাঁটাবন, ০১৯১৯-৯৬২৯১৯।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর, ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা, ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা, পতেঙ্গা, ০১৮৭৪-১৯১৪১৯।

কুমিল্লা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং, ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম, ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী, ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

সিলেট : আব্দুছ ছবূর, ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।

নীলফামারী : এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস, ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, নাউতারা বাজার, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২। **জয়পুরহাট :** আল-আমীন, বটতলী বাজার, ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২। **বাগের হাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫। **ময়মনসিংহ :** আবুল কালাম, ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

কুষ্টিয়া : শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭। **সিরাজগঞ্জ :** মুহাম্মাদ ওয়াসিম, শাপলা লাইব্রেরী ০১৭২৮-২৪৭০৮৮। **ঝিনাইদহ :** আসাদুল্লাহ কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১; আল-আমীন টুপি ঘর, অগ্রণী ব্যাংকের নীচে, আহলেহাদীছ মসজিদের উত্তর পাশে, ডাকবাংলা বাজার, ০১৯৩৯-৭৩৫৫১৮।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১। **লালমণিরহাট :** শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা, ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান, ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া, ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

পাবনা : শীরীন বিশ্বাস, ০১৯১৫-৭৫২৭১১; রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১; হাসান আলী, জামে মসজিদ আত-তাক্বওয়া, চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা, ০১৭১৮-১২০৩১৫।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী, ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার, ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

রংপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া শাখা ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, রেযাউল করীম, দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মতিউর রহমান (পীরগঞ্জ), ০১৭২৩-৩১৩৭৫৮। **গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা :** হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর, ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুছাদ্দিক বিল্লাহ, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর, ০১৭২৩-৮৮৯৯১১; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন, ০১৭৪০-৫৬২৭২১; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮; আরাফাত ইসলাম, ০১৭৫০-২৯০০৫৯; আল-আমিন লাইব্রেরী, খোলাহাটী ক্যান্টেনমেন্ট সংলগ্ন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২।

বগুড়া : শাহীন, শাহীন লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী, ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস, ০১৭৪২-১৬৪৭৮২; আল-মমীনা লাইব্রেরী ০১৭১৪-৯৩৮০৮৭; মমীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; ডাঃ মহসিন, ০১৭২৪-১৩৩৬৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭।

ঠাকুরগাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী, ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা, ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; জিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন, ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। রহমানিয়া লাইব্রেরী, চকদেব ডাঃ পাড়া ০১৭৪০-৪১৫৫৮৩।

রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কাজলা মোড়, মতিহার, রাজশাহী ০১৭৩৪-২৪৬৪৮১।

Contents

আকাশের দরজাগুলো কখন এবং কেন খোলা হয়?

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

(শেষ কিস্তি)

যে সকল কথা ও কাজের জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না :

সকল উত্তম কথা ও কাজ আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় অর্থাৎ কবুল করা হয়। কিন্তু এমন কতিপয় কথা ও কাজ আছে, যার জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না; বরং বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাসূল (ছাঃ) এমন কাজ থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চেয়েছেন। এ জাতীয় কিছু কথা ও কর্ম নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. মুছল্লীদের অপসন্দনীয় ইমামের এবং স্বামীর আহ্বান প্রত্যাখ্যানকারিণী স্ত্রীর ছালাত :

যদি কোন ইমামকে মুছল্লীবৃন্দ অপসন্দ করেন এবং তিনি যদি তাদের ছালাতের ইমামতি করেন, তাহ'লে ঐ ইমামের ছালাত কবুল করা হয় না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি অনুমতি ছাড়াই জানাযার ছালাতে ইমামতি করে, তার ছালাত আকাশে উঠানো হয় না। আতা ইবনে দীনার আল-হুযায়লী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ، وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ، وَلَا تُجَاوِزُ رُءُوْسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ.

'তিন শ্রেণীর লোকের ছালাত কবুল করা হয় না, আকাশে উত্তোলন করা হয় না এবং (তাদের ছালাত) তাদের মাথাও অতিক্রম করতে পারে না। (১) যে ব্যক্তি কোন কওমের লোকদের ইমামতি করল, যারা তাকে অপসন্দ করে। (২) যে ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া কোন জানাযার ছালাতের ইমামতি করে এবং (৩) ঐ মহিলার ছালাত, রাতের বেলা যাকে তার স্বামী আহ্বান করে, কিন্তু সে স্বামীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে'।[১]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ– 'যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে, আর স্ত্রী এমতাবস্থায় অস্বীকার করে, স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তাহ'লে ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর প্রতি সকাল পর্যন্ত অভিসম্পাত করতে থাকেন'।[২]

২. গরীব-মিসকীনকে সাহায্য না করার জন্য যে নেতা ঘরের দরজা বন্ধ রাখে :

যে সকল নেতা তাদের অধীনস্তদের অভাব-অনটনের প্রতি লক্ষ্য করে না এবং গরীব-মিসকীনকে সহযোগিতা করার ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখে, আল্লাহ তাদের জন্য আকাশের দরজা বন্ধ করে দেন। ফলে সেই সমাজ নেতাদের কোন দো'আ আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে না। আমর ইবনে মুররাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُوْنَ ذَوِي الْحَاجَةِ، وَالْخَلَّةِ، وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ، وَحَاجَتِهِ، وَمَسْكَنَتِهِ– 'যখন কোন নেতা অভাবী, গরীব-মিসকীদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে রাখে, আল্লাহ সেই নেতাদের দারিদ্র্য, অভাব ও প্রয়োজনের সময় আকাশের দরজা বন্ধ করে রাখেন'।[৩] তাছাড়া প্রজাদের সাথে রূঢ় আচরণকারী নেতার জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বদদো'আ করেছেন। তিনি বলেছেন, اللهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ. 'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন বিষয়ে নেতৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করে, তুমিও তার উপর কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন বিষয়ে নেতৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করে, তুমিও তার উপর কোমলতা প্রদর্শন কর'।[৪]

এই হাদীছগুলোতে কঠিন হুঁশিয়ারী রয়েছে সেই সকল নেতাদের জন্য, যারা গরীবের ঘাড়ে পা রেখে আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে যাচ্ছেন। গরীব-মিসকীনের স্বার্থকে পদদলিত করেছেন। আর রাসূলের আদর্শকে পায়ে দলে পশ্চিমাদের আদলে বস্তাপঁচা সস্তা থিওরী দিয়ে আমাদের সমাজটাকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করেছেন।

৩. রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠহীন দো'আ :

আল্লাহ্র নিকট দো'আ করার অন্যতম আদব হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠ করা। যেমন ওমর ফারূক (রাঃ) বলেছেন, إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 'নিশ্চয়ই দো'আ আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত থাকে, কোন কিছুই উপরে উঠানো হয় না, যতক্ষণ না নবী (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠ করা হয়'।[৫] একদিন রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববীতে বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে এসে ছালাত আদায় করল এবং ছালাত শেষে দো'আ করে বলল, 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও

---

* শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫১৮; ছহীহুত তারগীব হা/৪৮৫; মিশকাত হা/১১২৮; সনদ ছহীহ।

২. বুখারী হা/৩২৩৭; মুসলিম হা/১৭৩২; আবূদাঊদ হা/২১৪১; মিশকাত হা/৩২৪৬;

৩. আহমাদ হা/১৮০৩৩; তিরমিযী হা/১৩৩২; ছহীহুত তারগীব হা/২২০৮; সনদ ছহীহ।

৪. আহমাদ হা/২৪৬২২; মুসলিম হা/১৮২৮; ইবনু হিব্বান হা/৫৫৩।

৫. তিরমিযী হা/৪৮৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৭৬; মিশকাত হা/৯৩৮।

এবং আমার প্রতি রহম কর'। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, إِذَا عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي، صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ– 'হে ছালাত আদায়কারী! তুমি তো তাড়াহুড়া করলে। যখন তুমি ছালাত আদায় করে বসবে, তখন শুরুতে আল্লাহ্র যথোপযুক্ত প্রশংসা করবে এবং আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, তারপর আল্লাহ্র নিকট দো'আ করবে'। রাবী বলেন, 'এরপর লোকটি আবার ছালাত আদায় করল। ছালাতের পর আল্লাহ্র প্রশংসা করল এবং নবীর প্রতি দরূদ পেশ করল'। এবার রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَيُّهَا الْمُصَلِّي ادْعُ تُجَبْ، وَسَلْ تُعْطَ، 'হে মুছল্লী! এবার দো'আ কর, কবুল করা হবে। আল্লাহ্র কাছে চাও, দান করা হবে'।[৬]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, দো'আ করার শুরুতে এবং শেষে আল্লাহ্র প্রশংসা করা এবং রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব'।[৭]

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল :

প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমলনামা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করা হয়। কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল পেশ করা হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

'সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয়, যে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করেনি। তবে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যার ভাই ও তার মাঝে শত্রুতা রয়েছে। তখন বলা হয়, এই দু'জনকে রেখে দাও বা অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপোষে মীমাংসা করে নেয়'।[৮] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيْسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ، 'প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিবাগত শুক্রবার রাতের প্রথম ভাগে আদম সন্তানের আমলগুলো (আল্লাহ্র কাছে) পেশ করা হয়, কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর কোন আমল কবুল করা হয় না'।[৯]

আকাশের দরজা ছাড়া কোন আমল আল্লাহ্র কাছে পৌঁছতে পারে না। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল যেহেতু আল্লাহ্র কাছে পেশ করা হয় না, সেহেতু বোঝা গেল- তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না। এমনকি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণাম হবে জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১০]

৩. অনর্থক লা'নত বা অভিশাপ দেওয়া :

অযথা কারো প্রতি অভিশাপ দেওয়া এমন একটি পাপ যার জন্য আকাশের দরজা এবং যমীনের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর যার উপর অভিশাপ করা হয়েছে, তিনি যদি এর যোগ্য না হন, তাহ'লে অভিশাপকারীর উপরেই ঐ অভিশাপ প্রত্যাবর্তিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُوْنَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِيْ لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا.

'যখন কোন বান্দা কোন বস্তুকে অভিশাপ দেয়, তখন ঐ অভিশাপ আকাশের দিকে আরোহন করতে থাকে। তখন আকাশের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অতঃপর সেই অভিশাপ যমীনের দিকে নামতে থাকে, কিন্তু যমীনের দরজাও তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবার সে ডানে-বামে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর যখন কোন দিকে যাওয়ার পথ না পায়, তখন যার উপর অভিশাপ করা হয়েছে, সে বস্তু যদি ঐ অভিশাপের যোগ্য হয়, তাহ'লে তার উপর পতিত হয়, নতুবা অভিশাপকারীর দিকেই তা প্রত্যাবর্তিত হয়'।[১১]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এক ব্যক্তির চাদর বাতাসে উল্টে গেলে লোকটি বাতাসকে অভিশাপ দিল। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, لَا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ، 'তুমি বাতাসকে লা'নত করো না, কারণ সে তো আদেশের গোলাম মাত্র। কেউ যদি এমন কোন কিছুকে লা'নত করে, যার সে যোগ্য নয়, তাহ'লে লা'নতকারীর উপরেই সেই লা'নত প্রত্যাবর্তিত হবে'।[১২] সুতরাং মানুষ তো দূরের কথা কোন পশু-পাখি, জীব-জন্তু বা কোন জড় বস্তুকেও লা'নত করা থেকে সাবধান থাকা মুমিনের একান্ত কর্তব্য।

অযথা লা'নতকারীরা দুনিয়াতে নিজেরাই নিজেদের লা'নতে পতিত হবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তারা দু'টি সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে।-

---

৬. *তিরমিযী হা/৩৪৭৬;ইবনু খুযায়মাহ হা/৭০৯; মিশকাত হা/৯৩০; সনদ ছহীহ।*
৭. *নববী, আল-আযকার আন-নববীয়্যাহ, ৬০৯ পৃ:।*
৮. *আহমাদ ১৯/২৩৮; মুসলিম হা/২৫৬৫; আবূদাউদ হা/৪৯১৬; তিরমিযী হা/২০২৩।*
৯. *আহমাদ হা/১০২৭২; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৫৯৫; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৩৮;*
১০. *বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬; আবূদাউদ হা/১৬৯৬; তিরমিযী হা/১৯০৯।*
১১. *তিরমিযী হা/৪৯০৫; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৯২; ছহীহুল জামে' হা/১৬৭২; সনদ হাসান।*
১২. *আবূদাউদ হা/৪৯০৮; তিরমিযী হা/১৯৭৮; ছহীহাহ হা/৫২৮।*

ক. লা'নতকারীরা ক্বিয়ামতের দিন নবীদের রিসালাতের সাক্ষ্য দিতে পারবে না :

ক্বিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী নবীদের রিসালাতের সাক্ষ্যদাতা হবেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর উম্মাতগণ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

يُدْعَى نُوْحٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُوْلُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ، فَيَقُوْلُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُوْلُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ : هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ، فَيَقُوْلُ: مَنْ يَّشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُوْلُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَتَشْهَدُوْنَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ... فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

'ক্বিয়ামতের দিন নূহ (আঃ)-কে ডাকা হবে। তখন তিনি বলবেন, হে আমার রব! আমি আপনার নিকটে হাযির। আল্লাহ বলবেন, 'তুমি কি (আল্লাহ্র বাণী) পৌঁছে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। এরপর তাঁর উম্মাতকে জিজ্ঞেস করা হবে, তিনি কি তোমাদের কাছে (আল্লাহ্র বাণী) পৌঁছে দিয়েছে? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি। তখন আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে বলবেন, তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর উম্মাতগণ। তখন তারা সাক্ষ্য দিবে যে, নূহ (আঃ) তাঁর উম্মাতের নিকটে আল্লাহ্র বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। আর এটাই আল্লাহ্র বাণী, 'আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির সাক্ষী হ'তে পার এবং রাসূল তোমাদের সাক্ষী হন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*।[১৩]

কিন্তু সাক্ষ্য দেওয়ার এই মহান সৌভাগ্য থেকে অনর্থক লা'নতকারীরা বঞ্চিত হবে। আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,. لَا يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'ক্বিয়ামতের দিন (অনর্থক) অভিসম্পাতকারীরা সুফারিশকারী হ'তে পরবে না এবং সাক্ষ্যদাতাও হ'তে পরবে না'।[১৪]

খ. কারো পক্ষে সুফারিশ করতে পারবে না :

ক্বিয়ামতের দিন অনর্থক অভিসম্পাতকারীদেরকে সুফারিশ করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হবে। তারা তাদের জাহান্নামী ভাইদেরকে চিনতে পেরেও আল্লাহ্র কাছে সুফারিশ করতে পারবে না। যদিও সেদিন মুমিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর তাদের জাহান্নামী ভাইদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুফারিশ করার সুযোগ লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِيْ اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ، يَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيُصَلُّوْنَ وَيَحُجُّوْنَ، فَيُقَالُ لَهُمْ : أَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ، فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ–

'সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে দিন মুমিনগণ তাদের জাহান্নামী ভাইদের জন্য এত অধিক বিতর্কে লিপ্ত হবে যে, তোমাদের পার্থিব অধিকারের ক্ষেত্রেও এমন বিতর্কে লিপ্ত হয় না। তারা বলবে, 'হে আমার রব! তারা তো আমাদের সাথেই ছিয়াম পালন করত, ছালাত আদায় করত এবং হজ্জ করত। তখন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে, যাও! তোমাদের পরিচিতদের উদ্ধার করে আনো। আর (তারা জাহান্নামে পতিত হ'লেও) তাদের মুখমণ্ডল আগুন থেকে রক্ষিত থাকবে (তাই তাদেরকে চিনতে কোন অসুবিধা হবে না)। মুমিনগণ জাহান্নাম হ'তে বিরাট একটি দলকে উদ্ধার করে আনবে। এদের অবস্থা এমন হবে যে, কারো পায়ের নলা পর্যন্ত, আবার কারো হাঁটু পর্যন্ত আগুন তাদের দেহকে দগ্ধ করে দিয়েছে। আল্লাহ মুমিনদেরকে আবার বলবেন, ارْجِعُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِيْنَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوْهُ، 'তোমরা আবার যাও! যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনো'। মুমিনরা আরো একটি বিরাট দলকে উদ্ধার করে আনবে। মহান আল্লাহ বলবেন, ارْجِعُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوْهُ، 'আবার যাও! যার অন্তরে অর্ধদীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাকেও বের করে আনো'। মুমিনরা আবার এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে বলবে, رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا، 'হে রব! আপনি যাদেরকে উদ্ধার করতে বলেছিলেন, তাদের কাউকে ছেড়ে আসিনি'। এবার আল্লাহ বলবেন, فَمَنْ اذْهَبُوا، وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، 'যাও! যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান পাবে, তাকেও বের করে নিয়ে এসো'। তখন মুমিনরা আবারও একটি বিরাট দলকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে'।[১৫] কিন্তু পরিতাপের ব্যাপর হ'ল, অযথা লা'নতকারীরা তাদের ভাইদেরকে চিনতে পারলেও তারা সুফারিশ করার কোন অধিকার পাবে না।[১৬]

উপসংহার :

আকাশের দরজা একটি গায়েবী বিষয়। মুমিন বান্দারা চর্ম চোখে তা দেখতে না পেলেও তার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস করেন। সেই দরজাসমূহ খুলে দেওয়ার সময়গুলো মুমিনের হৃদয়ে প্রেরণা যোগায়। কারণ এই মুহূর্তগুলোতে আল্লাহ বান্দার প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তার দো'আ কবুল করেন এবং তার আমলের নেকীগুলো সাত আসমানের সীমানা পেরিয়ে আল্লাহ্র কাছে চলে যায়। তাই মুমিন অলসতা ঝেড়ে ফেলে আল্লাহ্র ইবাদতে রত হয়। আল্লাহ আমাদের হৃদয়সমূহকে তাক্বওয়া ও ইখলাছ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন- আমীন!!

---

১৩. *বুখারী হা/৪৪৮৭; তিরমিযী হা/২৯৬১; ইবনু মাজাহ হা/৪২৮৪; মিশকাত হা/৫৫৫৩।*
১৪. *মুসলিম হা/২৫৯৮; আবূদাঊদ হা/৪৯০৭; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৮৬।*
১৫. *বুখারী হা/৭৪৩৯; মুসলিম হা/১৮৩; মিশকাত হা/৫৫৭৯।*
১৬. *মুসলিম হা/২৫৯৮।*

ছোট বেলা থেকেই কষ্টের মাঝে বেড়ে ওঠা। পরিবারে প্রচলিত ইসলামের অনুশীলন ছিল বলে পূর্ব থেকেই কিছুটা আখেরাতমুখী ছিলাম। আব্বা সব সময় বলতেন, দুনিয়াদার হবে না। কারণ দুনিয়া ক্ষণিকের। তাই তিনি আমাদের সবাইকে মাদ্রাসায় পড়ান। ৫ম শ্রেণী থেকেই আমি জায়গীর থাকি। কারণ চাচাদের সাথে মনোমালিন্যের কারণে আব্বা আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে নতুন জায়গায় বাড়ী কিনে ভাই-বোনদের নিয়ে বসবাস করেন। আমি গ্রামের মাদ্রাসার শিক্ষার্থী হওয়ায় আব্বা আমাকে জায়গীর ঠিক করে দেন। যখন ৭ম শ্রেণীতে উঠি তখন মাদ্রাসার বড় ভাইয়েরা আমাকে রাজনীতিতে প্রবেশ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। সাথে কিছু শিক্ষকও। এদিকে আব্বার নিষেধ ছিল কখনো যেন রাজনীতিতে না জড়াই। কিন্তু রাজনীতিতে যোগ না দেওয়ার কারণে শিক্ষকদের চোখে আমি ভাল ছিলাম না। তাদের হিংস্রতা এতটাই প্রবল ছিল যে, তারা আমাকে দাখিল পরীক্ষা দিতেও বাধাগ্রস্থ করে। সামান্য বেতন বাকীর অযুহাতে আমার সাথে মিথ্যাচার করে যে, বোর্ড কর্তৃক আমার কাগজপত্র বাতিল করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আব্বা মারা যান। ফলে ইচ্ছা থাকলেও আর পড়ালেখার সুযোগ হ'ল না।

অতঃপর পিতৃহীন সংসারে রোজগারের পথ বেছে নিলাম। কয়েক বছর দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্ম করে অবশেষে চলে গেলাম সুদূর কাতারে। প্রবাস জীবনে প্রথমে ড্রাইভিং ও পরে অন্যান্য কাজে যোগদান করি। সেখানে বিভিন্ন মসজিদে ছালাত আদায় করতে গিয়ে বেশ অমিল খুঁজে পেলাম। ভাবলাম, আমাদের রাসূল (ছাঃ) একজন, কিন্তু ছালাতে এত ভিন্নতা কেন? খুঁজতে লাগলাম কোন্‌টা আসল ছালাত। ছোট থেকেই শুনে আসছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ হাদীছ পাওয়া যায় ছহীহ বুখারীতে। তাই ছহীহ বুখারী খুঁজতে লাগলাম। দেখতে পেলাম সমাজে প্রচলিত ছালাতের অনেক কিছুই মিলছে না হাদীছের সাথে।

পরে ইউটিউব খুঁজতে গিয়ে একজন আলোচককে দেখলাম মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ছাহেবের ভুল ধরে বক্তব্য দিচ্ছেন। জানতে পারলাম আলোচকের নাম 'মাওলানা মতীউর রহমান মাদানী'। ভারতের মালদহে তাঁর বাড়ী। সঊদী আরবের দাম্মাম দাওয়া সেন্টারের বাংলা বিভাগের দাঈ। সেই সাথে বাংলাদেশের খ্যাতনামা আলেম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার সম্পর্কেও জানতে পারলাম। তাঁর কিছু বই পড়লাম। বিশেষ করে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ও সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)। ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পড়ে অনেক কিছু খুব সহজেই পেয়ে গেলাম। এই সাথে তাঁর সম্পর্কে বিরোধীদের পক্ষ থেকে কিছু কথাও কানে আসলো। কিন্তু পাবনার বন্ধু আব্দুল কাবীর ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি আমাকে ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার সম্পর্কে এমন কিছু জানালেন, যা আমাকে অবাক করে দিল। বুঝতে পারলাম হকের পথ মসৃণ নয়। এ পথ কণ্টকাকীর্ণ। কাজেই বিরুদ্ধবাদীরা বিরোধিতা করবে এটিই স্বাভাবিক। এক পর্যায়ে আমি আত-তাহরীক পত্রিকা হাতে পেলাম। তাহরীক পাঠে আমি চকৎকৃত হ'লাম। ফলে আমার আক্বীদা-আমল সবই নতুন করে ঢেলে সাজালাম। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

ফলে বাধাহীন জীবনে নেমে আসতে লাগলো একটার পর একটা বাধা। বাড়ীতে বিষয়টি জানালে ও দাওয়াত দিলে তারা আমাকে কাফের হয়ে গেছি বলে মন্তব্য করে বসল। অবাক বিস্ময়ে সবকিছু ভাবতে লাগলাম। এমনকি কেউ কেউ আমার সাথে কথা বলাও বন্ধ করে দিল। অবশ্য পরবর্তীতে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই পাঠের মাধ্যমে মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের ছালাত শুদ্ধ করে নেয়। অপরদিকে কোম্পানী থেকেও নেমে আসলো দারুণ চাপ। আমার দাড়ি ছেড়ে দেওয়া ও টাখনুর উপরে কাপড় পরিধানের বিষয়টি সহজে মেনে নিতে পারল না কর্তাব্যক্তিরা। এদিকে আমার প্রমোশনের সময় হ'লে সেখানেও প্রতিবন্ধকতা। সাফ জানিয়ে দিল ওনাদের মত না চললে প্রমোশন, বেতন বৃদ্ধি কিছুই হবে না। এরি মধ্যে কোম্পানী থেকে বলল, আমার সহকারী হিসাবে ২জন মেয়ে কাজ করবে। যে মেয়েরা খারাপ হিসাবে কোম্পানীতে পূর্ব থেকেই পরিচিত। তখন খ্রিষ্টানদের আসল চক্রান্ত বুঝতে পারলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এটা মেনে না নিলে আমার কি সমস্যা হবে? তারা বললেন, আমাদের কথা মতে না চললে চলে যেতে হবে।

অতঃপর বিষয়টি নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পরামর্শ করলাম। অনেকে হজম করে সবকিছু মেনে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বিবেক সায় দিল না। সামান্য টাকার কাছে ঈমান বিক্রি করব? এ হ'তে পারে না। আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা করে সিদ্ধান্ত নিলাম দেশে ফিরে যাওয়ার। সে মতে ২০১৮ সালে দেশে ফিরে আসলাম। কিন্তু দেশের অবস্থাতো আগে থেকেই করুণ। ফলে সবদিক থেকে যেন জীবন সংকীর্ণ হয়ে আসছে। ভাবছি, এ তো আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। আল্লাহ্‌র দ্বীন সঠিকভাবে ও সঠিক পন্থায় মানার কারণে মুসলমানদের দ্বারা, এমনকি নিজ আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে এমন নিদারুণ আচরণ অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়। তবে জাহেলী আরবের দোষ কি? তারা তো আর মুসলিম ছিল না।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম হিজরতের সুন্নাত পালন করব। ইতিপূর্বে ছুটিতে দেশে এসে রাজশাহী মারকায দেখতে গিয়েছিলাম। হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলাম শান্তির আবহ। অতঃপর ২০১৮ সালের তাবলীগী ইজতেমার লাইভ ভিডিওতে আমীরে জামা'আতের নিকটে বায়'আত করি। বায়'আত করার পর থেকে এবং সাংগঠনিকভাবে সম্পৃক্ত থাকার সিদ্ধান্তের পর হ'তে সবদিক থেকে অন্য রকমের তৃপ্তি অনুভব করি।

সবশেষে ২০১৮ সালের শেষের দিকে স্ত্রী সন্তান নিয়ে রাজশাহীতে হিজরত করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। অনুভব করি বিশুদ্ধভাবে দ্বীন পালনের এক পরম তৃপ্তি। আল্লাহ আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

** মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন*
মাইজদী, নোয়াখালী।

যেসব খাবারে কোলেস্টেরল কমে

কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে না থাকলে শরীরে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যা। পাশাপাশি হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের মতো কার্ডিওভাস্কুলার রোগ হওয়ার ঝুঁকিও এতে বৃদ্ধি পায়। তবে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমতে সাহায্য করে নিম্নোক্ত কিছু খাবার। যেমন-

১. কমলার জুস : টকমিষ্টি স্বাদের কমলার রস কোলেস্টেরল কমানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী। গবেষকেরা জানিয়েছেন, কমলার রস হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া রক্তের লিপিড প্রোফাইলের উন্নতি ঘটায়। এর কারণ হচ্ছে কমলার রসে ভিটামিন সি, ফোলেট এবং হেসপিরিডিন এর মত ফ্লেভনয়েড থাকে।

২. গ্রীন টি : প্রতিদিন কয়েক কাপ গ্রীন টি পান করা সার্বিক কোলেস্টেরল এবং এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানোর একটি সহজ উপায়। গ্রীন টি এর বিভিন্ন উপাদান পরিপাক নালীতে কোলেস্টেরলের শোষণ প্রতিহত করে। এছাড়াও গ্রীন টি ধমনীতে প্লাক জমা প্রতিহত করে এবং হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়।

৩. ওটমিল : সকালের নাশতায় ওটমিল খাওয়া কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। ওটমিলের দ্রবণীয় ফাইবার কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এটি রক্তস্রোতে কোলেস্টেরলের শোষণ কমায়। এছাড়াও নিয়মিত ওটমিল খেলে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে।

৪. কাঠবাদাম : হৃদস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ফাইবার থাকে কাঠবাদামে, যা ভাল কোলেস্টেরল এইচডিএল এর মাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। ২০১১ সালে নিউট্রিশন রিভিউতে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয় যে, কাঠবাদামের মত গাছের বাদাম খাওয়া এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমতে সাহায্য করে। এর ফলে করোনারী ডিজিজ হওয়ার ঝুঁকি ৩ থেকে ৯ শতাংশ কমে যায়।

গোশত ছাড়াই আমিষ

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার ২০ বা ৩০ শতাংশ আমিষ হওয়া উচিত। অনেকের ধারণা, আমিষ কেবল গোশত খেলেই পাওয়া যায়। কিন্তু গোশত ছাড়াও আমিষের আরও নানান উৎস আছে। যেমন ডিম, দুধ, দুধের তৈরি খাবার, মাছ, শিমের বিচি, বাদাম, ছোলা, সয়াবিন, মটরশুঁটি, বরবটি, বিভিন্ন সবজির বিচি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে আমিষ পাওয়া যায়। এই খাবারগুলোকে নানাভাবে রান্না করে, যেমন বুটের ডালের হালুয়া, ডিম-দুধের পুডিং, পায়েস, মাছের কাটলেট বা চপ, ডালের বড়া, ছানা, দই ইত্যাদি প্রস্তুত করে খেলে আমিষের চাহিদা পূরণ হবে গোশত ছাড়াই।

এক টুকরা ৩০ গ্রাম পরিমাণ গোশতে আছে ৬ গ্রাম আমিষ। এর পরিবর্তে সমপরিমাণ আমিষ পেতে হ'লে ১৬০ গ্রাম বাদাম, দেড় কাপ দুধ, ৩৫ গ্রাম মাছ, আধা কাপ মটরশুঁটি, ২ কাপ তরল ডাল (মুগ-মসুর), ২০ গ্রাম পনির, ৩৫ গ্রাম ছানা, ২৫ গ্রাম ছোলার ডাল, ১৫ গ্রাম সয়াবিন, ৩০ গ্রাম ছোলা, ২০ গ্রাম সরিষা ইত্যাদির যেকোন একটি খাওয়া যেতে পারে। অনেকে ওযন কমানোর জন্য বা হৃদরোগ এড়াতে গোশত এড়িয়ে চলতে চান। সেক্ষেত্রে আমিষের অভাব যাতে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমিষের নানা উদ্ভিজ্জ উৎস হিসাবে নানা রকমের ডাল বেছে নেওয়া যায়। দু'তিন ধরনের ডাল মিশিয়ে খেলে এর জৈবমূল্য আরও বাড়ে। একটি আমিষের সঙ্গে আরেকটি আমিষ মিশিয়ে খেলেও বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন ডিম-ডাল, খিচুড়ি, দুধ-ডিমের তৈরী নাশতা, হালীম ইত্যাদি। বাদামে বাড়তি হিসাবে পাওয়া যায় ম্যাগনেশিয়াম ও ওমেগা ৩ চর্বি। আমিষের ক্ষেত্রে গোশতের বিকল্প হিসাবে দুধ, পনির, দই ইত্যাদি খুবই উপকারী। ক্যালসিয়াম ছাড়াও দই বা পনিরে অন্ত্রের জন্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়। সয়াবিনেও ভালো ক্যালসিয়াম রয়েছে।

এসিডিটি এড়াতে করণীয়

খাওয়ার সময় আমরা সাধারণত কার্বোহাইড্রেট (শ্বেতসার) এবং প্রোটিন (আমিষ) এক সাথে খেয়ে থাকি। এতেই সমস্যা হয়। কারণ পাকস্থলীতে গিয়ে শ্বেতসার যত সহজে হজম হয়, আমিষ কিন্তু তত সহজে হজম হয় না। ফলে এসিডিটি বা বদহজম হয় অনেকেরই। এ সমস্যাটির সমাধানে পুষ্টিবিদরা খাওয়ার সময় প্রোটিনের পরিমাণ কম খেতে বলেন। বিশেষ করে গোশত, ডিম এবং মাছ অতিরিক্ত গ্রহণের কারণেই বদহজম ও এসিডিটি হয়ে থাকে। আমিষ হজম হ'তে বেশী সময় লাগে, আর শ্বেতসার সহজেই হজম হয়ে ভেঙ্গে যায়। অথচ পাকস্থলীতে শ্বেতসার এবং আমিষ একসঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এতে সামগ্রিক হজম প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হওয়ার কারণে পেটে গ্যাস তৈরী হয়। বাঙালী মাত্রই প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট এক সঙ্গে খাওয়ার অভ্যাস। তাই এই সমস্যা সমাধানে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। খেতে হবে আগে শ্বেতসার এবং পরে প্রোটিন। অথবা দু'টো একসঙ্গে খেলেও এ দু'টোর সাথে প্রচুর সবজি বা সালাদ খেতে হবে। খাওয়ার সময় পানি পানের প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে ঠাণ্ডা পানি তো নয়ই। এতে রক্তনালী সঙ্কোচন হয় এবং ফ্যাট আরো শক্ত হয়ে হজমে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এতে দেহের শক্তি হজমে নয় বরং দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণেরই বেশী ব্যবহৃত হয়। খাবার চলাকালীন পানি পান না করাই উত্তম। তবে খাওয়ার মাঝামাঝি সময়ে অল্প পরিমাণে হাল্কা গরম পানি পানে খুব একটা সমস্যা হয় না। এতে বরং খাদ্য সহজে পরিপাক হয়। জাপানীদের খাবার গ্রহণের আগে গরম পানি বা স্যুপ খাওয়ার অভ্যাস আছে। পুষ্টিবিদরা বলেন, খাবার সহজে হজম এবং এসিডিটি প্রতিরোধ করার জন্য খাবারের আগে ও কিছুক্ষণ পরে পানি পান করতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

দারুল হাদীছ সালাফিয়া মহিলা মাদরাসা

পূর্ব মাদারটেক, শরিফবাগ রোড, ঢাকা-১২১৪

নূরানী বিভাগ, নাযেরা বিভাগ, হিফয বিভাগ

যোগাযোগ

পরিচালক
ইমাম
আনীসুর রহমান
০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫

প্রধান উপদেষ্টা
আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী
০১৭৬৬-৮৪৮৮০২

Contents

ঢেঁড়স চাষ পদ্ধতি

ঢেঁড়স একটি জনপ্রিয় সবজি। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি ও সি এবং পর্যাপ্ত আয়োডিন ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ রয়েছে। ফলে ঢেঁড়স চাষ করলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উপকারিতাও রয়েছে। নিম্নে ঢেঁড়স চাষের পদ্ধতি উল্লেখ করা হ'ল-

মাটি : দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি ঢেঁড়স চাষের জন্য ভাল। পানি নিষ্কাশনের সুবিধা থাকলে এটেল মাটিতেও চাষ করা যায়।

জাত : শাউনি, পারবনি কানি, বারি ঢেঁড়শ, পুশা সাওয়ানি, পেন্টা গ্রীন, কাবুলি ডোয়ার্ফ, জাপানী প্যাসিফিক গ্রীন চাষ উপযোগী জাত।

চাষের সময় : ঢেঁড়স সারা বছর চাষ করা যায়। তবে গ্রীষ্মকাল চাষের উপযুক্ত সময়। ফাল্গুন-চৈত্র ও আশ্বিন-কার্তিক মাস বীজ বোনার উপযুক্ত সময়।

বীজ বপণ : প্রতি শতকে ২০ গ্রাম এবং প্রতি হেক্টরে ৪-৫ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়। বীজ বপণের আগে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। গভীরভাবে চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরী করতে হয়। মাটি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৭৫ সেন্টিমিটার। বীজ সারিতে ৪৫ সেন্টিমিটার দূরে দূরে ২-৩টি করে বীজ বুনতে হয়। জাত অনুযায়ী চারা থেকে চারা এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব ১৫ সেন্টিমিটার কমানো-বাড়ানো যায়। শীতকালে গাছ ছোট হয় বলে দূরত্ব কমানো যেতে পারে। চারা গজানোর পর প্রতি গর্তে একটি করে সুস্থ চারা রেখে বাকী চারা গর্ত থেকে উঠিয়ে ফেলতে হয়।

সার প্রয়োগ : প্রতি শতকে গোবর ৭৫ কেজি, সরিষার খৈল ১.৭৫ কেজি, ইউরিয়া ২৩০ গ্রাম, টিএসপি ৩৫০ গ্রাম, এমওপি ২৩০ গ্রাম। জমি তৈরির সময় ইউরিয়া সার বাদে বাকী সব সার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার মেশানোর ১০-১৫ দিন পর জমিতে ঢেঁড়স বীজ বপণ করতে হয়। ইউরিয়া সার সমান দু'কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হয়। প্রথম কিস্তিতে চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর এবং ২য় কিস্তিতে দিতে হবে চারা গজানোর ৪০-৫০ দিন পর।

পরিচর্যা : মাটির উপরিভাগ মাঝে মাঝে আলগা করে দিতে হবে। জমি সবসময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। মাটির প্রকারভেদ অনুযায়ী ১০-১২ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। প্রতি কিস্তিতে সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হবে।

রোগ-পোকা দমন :

পাতা মোড়ানো পোকা : এ পোঁকা পাতা মুড়ে তার ভিতরে বাস করে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে নষ্ট করে। প্রতি হেক্টরে ১ লিটার ফলিথিয়ন ৫০ ইসি ১০০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যেতে পারে।

ডগা, কাণ্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোঁকা : এ পোঁকার কীড়া গাছের কচি কাণ্ড ছিদ্র করে ঢুকে পড়ে এবং ঐসব অংশ খেয়ে গাছের সমূহ ক্ষতি করে। প্রতি হেক্টর জমিতে ১ লিটার সুমিথিয়ন ৫০ ইসি অথবা ফলিথিয়ন ৫০ ইসি ১০০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমনে রাখা যায়।

জেডিস বা শ্যামা পোঁকা : এ পোঁকা ঢেঁড়স উৎপাদনে বিশেষ ক্ষতি সাধন করে থাকে। সুমিথিয়ন, ফলিথিয়ন, ভ্যাপোনা, পলিমোর অথবা জোলন ২ মি.লি. প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করে জেডিস দমন করা যায়।

রোগ বালাই : ঢেঁড়সের মোজাইক রোগ ছাড়া আর কোন মারাত্মক রোগ নেই বললেই চলে। মোজাইক ভাইরাস রোগে পাতাগুলোতে হলুদ ও সবুজ রংয়ের মোজাইক দেখা যায়। পাতা কুঁকড়ে যেতে পারে এবং তাতে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন খুব কমে যায়। এ রোগের কোন ঔষধ নেই। আক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করে দিতে হবে। জমিতে পানি নিষ্কাশন করতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে বীজ ব্যবহার করা উচিত নয়। এ রোগ সাধারণত সাদা মাছি দ্বারা বিস্তার লাভ করে। সাদা মাছি দমনের জন্য রগর বা রক্সিয়ন (২ মি.লি./১ লিটার পানিতে মিশিয়ে) প্রয়োগ করে এ রোগের বিস্তার রোধ করা যায়। এছাড়া ভাইরাস প্রতিরোধক জাত ব্যবহার করা ভাল। যেমন- বারি ঢেঁড়স-১, ওকে-০২৮৫ ভাইরাস প্রতিরোধক জাত।

সবজির জন্য ফসল সংগ্রহ : চারা গজানোর ৪০-৪৫ দিন পর ঢেঁড়স গাছ ফুল দিতে শুরু করে। ফুল বের হওয়ার ৩ দিন (গ্রীষ্মকাল) এবং ৫ দিন (শীতকাল) পর ঢেঁড়স ৬-১০ সে.মি. লম্বা হয়। এ সময় ঢেঁড়সের ফল নরম থাকে এবং আঙ্গুল দ্বারা সহজেই ভাঙ্গা যায়। সবজি হিসাবে ঢেঁড়সের গুণাগুণ ঠিক রাখতে হ'লে ধারালো ছুরির সাহায্যে গাছ থেকে ঢেঁড়স কাটা উচিত। সবজির জন্য ৬০-৮০ দিন সময় লাগে।

বীজের জন্য ফসল সংগ্রহ : বীজ বোনার প্রায় ১২০-১৩০ দিনের মধ্যে ঢেঁড়সগুলো শুকিয়ে লম্বালম্বিভাবে ফাটতে শুরু করে। ঢেঁড়স শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধারালো ছুরি দিয়ে পাকা ফলগুলো সংগ্রহ করে ও রোদে ভালো করে শুকিয়ে মাড়াই করার পর বীজ ঠাণ্ডা করে প্লাষ্টিক ব্যাগে ভরে রাখতে হবে।

ফলন : সবজি হিসাবে চাষাবাদে ফলন হয় প্রতি হেক্টর ৮-১০ টন (বারি ঢেঁড়স-১ এ ১৪-১৬ টন) এবং বীজ হিসাবে চাষাবাদে ফলন হয় ১০০-১৫০ কেজি।

উপকারিতা : ঢেঁড়স নিয়মিত খেলে গলাফোলা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এটি মানুষের হজমশক্তি বাড়াতেও সহায়তা করে থাকে।

শরিফা ফল চাষ পদ্ধতি

আম কাঁঠালের মৌসুম শেষ হ'লেই বাযারে দেখা যায় শরিফা বা আতা ফল। অপ্রধান ও স্বল্পপ্রচলিত এ ফলটি বেশীরভাগ

বসতবাড়ির আঙিনায় আবাদ হয়। তবে বর্তমানে ফলের চাহিদা মেটাতে বাগান আকারে শরিফার চাষ শুরু হয়েছে।

পর্তুগিজ ভাষায় ফলটিকে 'আতা' বলে। পর্তুগিজরা এ ফলটিকে আমাদের দেশে নিয়ে আসেন। এ ফলটির গাছের উচ্চতা প্রায় ১০ মিটার। ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে ফল সংগ্রহ করা হয়। এলাকা ভেদে ফল গোলাকার, ডিম্বাকার ও হৃদপিণ্ডাকার হয়। সাধারণত একটি ফলের ওযন ১০০ গ্রাম থেকে ৩০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়। খাবারযোগ্য শাঁস বা পাল্পের পরিমাণ ফলের মোট ওযনের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ। শাঁসের রঙ সাদা ও ক্রিম ধরনের। শাঁস মিষ্টি ও সুস্বাদু। এতে চিনির মত মিহি দানা থাকে। ফলের টিএসএস ১৮ থেকে ২৪% হয়ে থাকে। ফলের আকার ও প্রকার ভেদে কোষের সংখ্যা ১৯ থেকে ৫৪টি হয়। বীজ কালো, শক্ত এবং প্রায় ৩ থেকে ৪ বছর পর্যন্ত এর অংকুরোদগম ক্ষমতা বজায় থাকে।

মাটি ও জলবায়ু :

পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু জমিতে, বসতবাড়ির খোলা জায়গায় এবং অল্প ছায়াযুক্ত স্থানেও শরিফা গাছ লাগানো যায়। তবে বেলে দোআঁশ মাটিতে সবচেয়ে ভাল হয়। অম্ল স্বাদযুক্ত পাহাড়ী মাটিতেও এ গাছ ভাল হয়। শরিফা গাছ শুষ্ক ও গরম পরিবেশে ভাল হয়।

চারা তৈরি :

বীজ থেকে সাধারণত শরিফার চারা তৈরি করা হয়। বীজের গাছও দুই-তিন বছর বয়স থেকে ফল দেয়া শুরু করে। পুষ্ট ও নিরোগ বীজ থেকে চারা উৎপাদন করতে হয়। বীজ থেকে চারা অংকুরিত হ'তে দুই-তিন মাস সময় লাগে। বীজের আবরণ বেশ শক্ত। তাই পানিতে ভিজিয়ে বপন করলে তাড়াতাড়ি গজায়। বীজতলায় এবং পলিথিনের ব্যাগে চারা উৎপাদন করা যায়। ৪ থেকে ৫ মাস বয়সী সুস্থ চারা বা কলম মূল জমিতে লাগাতে হয়। জুন-জুলাই মাস চারা রোপণের জন্য উত্তম। ইদানীং গ্রাফটিং করেও চারা তৈরী করা হচ্ছে। ৬ থেকে ১২ মাস বয়সী চারার উপর ভিনিয়ার এবং ক্লেফট্ গ্রাফটিং করা হয়। ফেব্রুয়ারী মাস থেকে জুন-জুলাই মাস পর্যন্ত গ্রাফটিং করার উপযুক্ত সময়।

উৎপাদন কৌশল :

জমি পরিষ্কার করে চাষ ও মই দিয়ে সারি থেকে সারি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪ মিটার বজায় রেখে ৬০×৬০×৬০ সে.মি. গর্ত করে প্রতি গর্তে ২০ কেজি পচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ১৫ থেকে ২০ দিন রাখতে হবে। এরপর গর্তের ঠিক মাঝখানে খাড়াভাবে চারা রোপণ করতে হবে। রোপণের পর পরই গর্তে পানি দিতে হবে। প্রতি বছর ১ থেকে ২ বছর বয়সী গাছে ফেব্রুয়ারী ও অক্টোবর মাসে দুই কিস্তিতে মোট ১৫ থেকে ২০ কেজি গোবর, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। সার দেয়ার পরপর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতিবছর সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। ফল ধরার আগ পর্যন্ত প্রায় তিন বছর গাছের দ্রুত বাড়ার জন্য ইউরিয়া এবং এমপি সারের ব্যবহৃত মোট পরিমাণকে ভাগ করে প্রতি ২ মাস পরপর ব্যবহার করা যেতে পারে। ৮ থেকে ১০ বছরের একটি ফলন্ত গাছে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারী, মে এবং অক্টোবর মাসে ১৫০ থেকে ১৭৫ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০ থেকে ১৭৫ গ্রাম টিএসপি ও ১২৫ থেকে ১৫০ গ্রাম করে এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

রোগ-বালাই :

পোকামাকড়ের আক্রমণ তেমন দেখা না গেলেও মিলিবাগ ফল এর উপর আক্রমণ করে। গাছ ছোট হওয়াতে সহজেই হাত দিয়ে এ পোকা দমন করা যায়। তাছাড়া এক ধরনের পিঁপড়া (গ্রীন টি পিঁপড়া) বাসা তৈরি করে অসুবিধার সৃষ্টি করে।

ফল সংগ্রহ :

ফুল ফোটার পর থেকে ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যে ফল পুষ্ট হয়। পুষ্ট ফল হালকা সবুজ থেকে হলুদাভ সবুজ হয়ে থাকে। পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করার ২ থেকে ১ দিনের মধ্যে পাকতে শুরু করে এবং পাকলে তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায়। একটি গাছে প্রায় ১০০টি ফল ধরে।

পুষ্টিমান :

শরিফার শাঁসের প্রতি ১০০ গ্রামের মধ্যে ৭০.৫ থেকে ৭৩.৩ গ্রাম পানি, ১.৬ গ্রাম আমিষ, ২৩.৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৩.১ গ্রাম আঁশ, ১৭ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১.০-৪.৩১ মিলিগ্রাম লৌহ, ৮৪ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ৪৭ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ০.৮ মিলিগ্রাম জিংক ও ০.৬৪ মিলিগ্রাম ম্যাঙ্গানিজ এবং ১০৪ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। এছাড়াও এতে অল্প পরিমাণে থায়ামিন, রাইবোফ্লাবিন, নায়াসিন, ভিটামিন সি পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে ঔষধ হিসাবে এর মূল্য অনেক।

॥ সংকলিত ॥

দৃষ্টি আকর্ষণ

মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত **সাপ্তাহিক আরাফাত-এর ১৯৫৭ থেকে ১৯৯০** পর্যন্ত পুরাতন সংখ্যাসমূহ সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। যা স্ক্যান করে অনলাইনে সংরক্ষণ করা হবে ইনশাআল্লাহ। কারো নিকটে উল্লেখিত কোন সংখ্যা থাকলে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হ'ল।

যোগাযোগের ঠিকানা

গবেষণা বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
মোবাইল : ০১৭১৬-০৩৪৬২৫, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯।

Contents

কবিতা

জীবনটাকে

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আর পারি না জীবনটাকে
সম্মুখ পানে টানতে
কখন সে যে পৌঁছে যাবে
চলার পথের প্রান্তে।
সংসার আমায় দিচ্ছে বিদায়
পারছে কই আর রাখতে,
হৃদয় তটের বহু কথা
কাল্পিকতায় আঁকতে।
যেদিকে তাকাই সবদিকে পাই
তমসাঘেরা আঁধার রাত,
দেখি না কোথাও একটু মোটে
ফুটতে কমল সুপ্রভাত।
আশা ছিল ক্রন্দনেতে
যাবার বেলায় চোখের নীর,
ছুটছে করে ছিন্ন ছেদন
সকল মায়া এই ধরণীর।
আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়া আমার
ক্ষমা করো হে পরোয়ার!
করলে ক্ষমা তুমি আল্লাহ
হবে স্বার্থক এই ধরণী।

খবর

মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
দারিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

ভবে নিজের বলতে নেই যে কিছু, বলে দিয়েছেন রব,
হুকুম হ'লেই যেতে হবে ফেলে রেখে সব।
সঙ্গে হয়ত পাবে তুমি কাপড় কয়েকখানি,
দিন কয়েক সঙ্গী-সাথী ফেলবে চোখের পানি।
এক নিমিষে বিলীন হবে তোমার বাহুবল,
সামনে এসে হাযির হবে যত কর্মফল।
সেটি তোমার শুভ হ'লে পাবে মহাসুখ,
বিপরীতে গহ্বরে জ্বলবে যে যুগ যুগ।
গহ্বর তো তিমির নিশি, হয় না কভু ভোর
কুরআন-হাদীছ পড়লে পাবে আরও বহু খবর।

আমি রোহিঙ্গা শিশু

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
শ্যামপুর, মতিহার, রাজশাহী।

নাফ নদীর ওপারে আমার ঘর।
অস্তিত্বশীল চারণভূমির বিস্তারের পূর্বেই আমার জন্ম।
আমি হারিয়েছি গৃহ, গ্রাম, শৈশব
কেড়ে নিয়েছে স্বদেশ মাতৃভূমি
আর আমাদের পরিচয়।
আমাদের চিৎকার আর ভাষার নাম, মানচিত্র
যা আমাদের কাছে পৃথিবীর চেয়ে বড়।
আমি রোহিঙ্গা শিশু নিবাস আরাকান
আমার পূর্ব পুরুষ লাঙ্গলের কারিগর।
মৃদু বাতাস আমার মাথার চুল দুলিয়ে দেয়,
দিগন্ত প্রসারিত ফসলের মাঠ
গ্রাম, নদী, ঘাট আমাকে দেখলেই
গেয়ে উঠে জীবনের জয়গান।
বল, একি আমার অপরাধ?
আমি ইউসুফ
আমাকে দেখলে হাসে চাঁদ-তারা
নুয়ে আসে নারঙ্গী বনের সবুজ ভালোবাসা
বল, একি আমার অপরাধ?
বরং তুমিই ঘাতক কাঁটা, জবরদখলকারী
ফিরিয়ে দাও ঘাতক আমার পিতার আদর
লুটে নেওয়া আমার বোনের নোলক,
ফিরিয়ে দাও আমার পরিচয়।
ফিরিয়ে দাও আমার জলপাই রঙ্গের সবুজ ঘন গ্রাম
ফিরিয়ে দাও আমার জীবনের কোলাহল
আমি রোহিঙ্গা শিশু নিবাস আরাকান।

বদলে গেছে

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

সভ্যতার বিবর্তনে বদলে গেছে
সামাজিক রীতি-নীতি,
পরিবর্তন তাই আবহাওয়া আর জলবায়ু
হারিয়ে গেছে ষড়ঋতুর চিরচেনা সেই পালা।
পুঁথিগত শিক্ষার বেড়ে গেছে হার
বিস্তার ঘটেছে দেশে বেহায়াপনা আর নির্লজ্জতার
দেশের শাসন চলছে সবার ইচ্ছা-খুশি মতে
ছেলেমেয়ের মাঝে বন্ধুত্বের নামে চলছে অবৈধ মেলামেশা।
যৌবন সে তো চির বেগবান
থেমে থাকার কখনো নয়,
চলছে সে সময়ের গতিতে
থেমে গেলে হবে ক্ষয়।
নেই খবর মেয়ের বিয়ের পিঁড়িতে বসার
বয়স আঠারো-কুড়ি পার
যৌবন কি কোন তুষ বা চিটা,
পুঁড়ে পুঁড়ে ছাই হবে তার?
এখানে সেখানে সুবিধা যেখানে
চলছে অবৈধ মিলন,
টাচ মোবাইলে পর্ণ মুভি
চলছে যৌনতার সাইক্লোন।
যুবসমাজ আজ ধ্বংসের পথে
দেশে ইয়াবায় ধরেছে নেশা,
অনেক সোনার ছেলে বাবা-মায়ের স্বপ্ন
ভেঙ্গে ফেলেছে মনের আশা।
ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলি সবাই
আল-কুরআনের পথটি ধরে
আদর্শ মানুষ নিশ্চয়ই হবে তুমি
একমাত্র ইসলামী জীবন গড়ে।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা আহযাব (আয়াত নং ৯-২৭)।
২. সূরা তওবা (আয়াত নং ৩৮-১২৯)।
৩. সূরা তওবা (আয়াত নং ৪০)
৪. সূরা বাক্বারাহ, আয়াত নং ১০২।
৫. সূরা ক্বাছাছ, আয়াত নং ৭৬-৮৩।
৬. সূরা নামল, আয়াত নং ২০, ৪৪।
৭. সূরা বাক্বারাহ, আয়াত নং ১৪২-১৫০।
৮. সূরা বানী ইসরাঈল (আয়াত নং ১) ও সূরা নাজম (আয়াত নং ৮-১৮)
৯. সূরা ফীল। ১০. সূরা কাহাফ, আয়াত নং- ৮৩-৯৮।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ১৪ই ডিসেম্বর ২. অষ্ট্রিক ৩. পুণ্ড্র ৪. শায়েস্তা খান।
৫. বাংলা ১৭৭০ সালে। ৬. পূর্বপাকিস্তানের অসহযোগ।
৭. আইন-ই-আকবরী। ৮. পাঙন।
৯. ইসলাম খান। ১০. ১৯টি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. ক্রীতদাসদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন কে?
২. বালকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন কে?
৩. ইসলামের প্রথম শহীদ কে?
৪. পুরুষদের মধ্যে শহীদ প্রথম হন কে?
৫. ইসলামের প্রথম মুওয়াযযিন কে?
৬. হিজরী সনের প্রবর্তন করেন কে?
৭. ছালাতের ক্বিবলা পরিবর্তন হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
৮. ছিয়াম ফরয হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
৯. যাকাত ফরয হয় কত হিজরীতে?
১০. হজ্জ ফরয হয় কত হিজরীতে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)

১. শুভলং ঝরণা কোথায়?
২. সুন্দরবনের কত শতাংশ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায়?
৩. বাংলাদেশে রোপা আমন ধান কখন কাটা হয়?
৪. ১৯৭১এর ২৬শে মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণা জারী করা হয় কি মাধ্যমে?
৫. বাংলাদেশের শিক্ষার হার কোন বিভাগে বেশী?
৬. বাংলাদেশ সংবিধানের কয়টি পাঠ রয়েছে?
৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?
৮. দেশে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মোট কতটি?
৯. বাংলাদেশে মোট বিশ্ববিদ্যালয় কতটি?
১০. বানৌজা নিশান কি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাযার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

মুসলিমপাড়া, রংপুর ৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর উপযেলাধীন মুসলিমপাড়া শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুন নূর সরকার। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ রেযাউল হক ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ ছাকিব।

খিরশিনটিকর, শাহমখদুম, রাজশাহী ১৩ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহমখদুম থানাধীন খিরশিনটিকর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সুমাইয়া খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ছাগীরাহ খাতুন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বাদশাহ।

সোনারপাড়া, পবা, রাজশাহী ১৪ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পবা উপযেলাধীন সোনারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব মুহাম্মাদ তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ আল-আফীফ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে তানিয়া আখতার।

হড়গ্রাম-পূর্ব শেখপাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী ২০শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রাজপাড়া থানাধীনা হড়গ্রাম-পূর্ব শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক আব্দুল্লাহিল কাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও সিরাজগঞ্জ যেলা 'সোনামণি' পরিচালক শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সামীরা খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি যাকিয়া খাতূন।

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ২২শে ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ ফজর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন সমসপুর হাফেযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক আজীবর রহমান ও 'সোনামণি'র পরিচালক ইসমাঈল হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ছাকিবুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রাশেদুল ইসলাম।

বাজেধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ ২৬শে ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল সাড়ে সাতটায় যেলার আত্রাই থানাধীন বাজেধনেশ্বর নূরানী মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ফাতেমা খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে জাহিদুল ইসলাম।

ভাদুরিয়া বাযার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ৭ই জানুয়ারী সোমবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার নবাবগঞ্জ উপযেলাধীন মাদরাসা বায়তুল ইলম (মহিলা শাখা)-তে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার পরিচালক ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এ.এইচ.এম রায়হানুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ছাদিকা খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আতীকা খাতূন।

স্বদেশ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮

বিগত বছরগুলিতে অব্যাহত ধর-পাকড়, মিথ্যা মামলা ও গুম-খুন-অপহরণের দেশব্যাপী আতঙ্কময় পরিবেশের মধ্যে ৩০শে ডিসেম্বর সম্পন্ন হয়েছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এতে সরকারী দলের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৮৮টি আসন পেয়ে বিজয়ী হয়েছে। দলগতভাবে আওয়ামীলীগ ২৫৯টি আসনে, মহাজোটের শরীক জাতীয় পার্টি ২২টি আসনে এবং বিএনপি ৬টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। বাকীগুলো পেয়েছে অন্যান্য দলের প্রার্থীরা। অতঃপর গত ৬ জানুয়ারী'১৯ রবিবার ৪৭ সদস্যের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। এতে ২৪জন পূর্ণমন্ত্রী, ১৯জন প্রতিমন্ত্রী ও ৩জন উপমন্ত্রী রয়েছেন। এ মন্ত্রীসভায় এবার ৩১জন আছেন নূতন এবং বর্ষিয়ান মন্ত্রীগণ সহ পুরানো ৩৬জন বাদ গেছেন। মন্ত্রীর পদ মর্যাদায় উপদেষ্টা আছেন পূর্বের ৫ জন। যারা বেতন-ভাতা সহ অন্যান্য সুবিধাদি পাবেন। এবারে নতুন যোগ হ'লেন বেক্সিমকো শিল্প গ্রুপের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সালমান এফ রহমান। তিনি প্রধানমন্ত্রীর 'বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক' উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি প্রধানমন্ত্রীর 'বেসরকারী খাত বিষয়ক' উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি অবৈতনিক হবেন। একইভাবে প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় গতবারের ন্যায় এবারও প্রধানমন্ত্রীর 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক' উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত হয়েছেন। তিনিও হবেন অবৈতনিক। তবে খণ্ডকালীন।

এবারের মন্ত্রী পরিষদে মহাজোটের শরীকদের মধ্য থেকে কাউকে রাখা হয়নি। ফলে জাতীয় পার্টির ২২ জন সহ অন্য শরীকদের বিরোধী আসনে বসতে হবে। হুসায়েন মুহাম্মাদ এরশাদকে বিরোধী দলের নেতা করা হয়েছে। গত সংসদে তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর 'বিশেষ দূত' এবং তাঁর দল থেকে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী। অন্যদিকে তার স্ত্রী রওশন এরশাদ ছিলেন বিরোধী দলের নেত্রী। গণতান্ত্রিক বিশ্বে যা ছিল এক বিরল ঘটনা।

এবারের নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এবারই প্রথম সরকারী দল ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তাদের অধীনে নির্বাচন হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য সকল নির্বাচন দলীয় প্রতীকে হ'তে যাচ্ছে। ফলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। যা জাতির জন্য এক অশনি সংকেত।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনী সহিংসতায় নিহত হয়েছে ২২ জন। আহত হয়েছে শত শত দলীয় কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের কথিত নির্বাচনে ২ জন প্রিজাইডিং অফিসার সহ নিহত হয়েছিল ৫৭ জন। আর তখন বিরোধী দল নির্বাচন বয়কট করায় সরকারী দল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৪টি আসন সহ ২৩৪টি আসনে বিজয়ী হয়ে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। এবারের নির্বাচনের ফলাফল বিরোধী দল প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসলামী দল সমূহের কেউ কোন আসন পায়নি। 'হাত পাখা' নিয়ে নির্বাচনকারী চরমোনাই পীর ছাহেবের দল 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন'-এর মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা ইউনুস বলেন, ৩০শে ডিসেম্বরের তামাশাকে নির্বাচন বললে গোনাহ হবে'। ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে নির্বাচন হওয়ায় এবারের নির্বাচনী মাঠের চিত্র ছিল নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের মতে এক কথায় অভাবনীয় ও অচিন্তনীয়। যা ইতিপূর্বে কেউ কখনো দেখেওনি, ভাবেওনি।

বিগত ৪ঠা নভেম্বর'১৮ 'হেফাজতে ইসলাম' কর্তৃক রাজধানীতে আয়োজিত 'শুকরানা মাহফিলে' তাদের দাবী মতে উপস্থিত ১০ লক্ষ আলেমের পক্ষ থেকে গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার মুহতামিম বিখ্যাত আলেম মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর পুত্র মুফতী রূহুল আমীন প্রধানমন্ত্রীকে 'কওমী জননী' উপাধি দেন। অতঃপর তিনি সহ বিভিন্ন ইসলামী ঐক্যজোটের আলেমদের প্রতিনিধি দল সমূহ প্রধানমন্ত্রীর নিকট বারবার ধর্ণা দিয়েও একটি আসনেও মনোনয়ন পাননি। অথচ কওমী সমর্থকদের ভোট তিনি ঠিকই পেয়ে গেছেন। তাই সরকারী দলের সেক্রেটারী ওবায়দুল কাদের যথার্থই বলেছেন, শেখ হাসিনা হ'লেন 'গণতন্ত্রের জাদুকর'।

নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা

(১) গণধর্ষণ : নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপযেলার ৫ নম্বর জুবলী ইউনিয়নের ৪নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সিএনজি চালক সিরাজুদ্দীনের স্ত্রী চার সন্তানের জননী পারুল আখতার (৩৫) নামে এক নারী বিএনপির প্রতীক ধানের শীষে ভোট দিতে চাওয়ায় প্রতিপক্ষ স্থানীয় আওয়ামী লীগের ১০-১২ জন কর্মী-সমর্থক কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছে।

(২) দোকানপাট ঘরবাড়ী ভাঙচুর ও লুটপাট : ঠাকুরগাঁও সদর উপযেলা বেগুনবাড়ির বালিয়াহাটে নির্বাচনের ফল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পর ১৩টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর, টাকা-পয়সা ও গরু লুটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। (৩) এছাড়া সদর উপযেলার বেগুনবাড়ি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটছে। (৪) একই এলাকার দানার হাটের একটি হোটেলসহ ৫টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ও (৫) শালের হাটের ৫টি দোকানে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করা হয়।

(৬) ফরিদপুরের সদরপুর উপযেলার চরমানাই ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ২৫টি ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। (৭) বাগেরহাট সদর উপযেলার ডেমা কারামাতিয়া মাদ্রাসার সামনে নির্বাচনের পরের দিন সোমবার রাতে বিএনপির নেতা-কর্মীদের দোকান ও মাছের ডিপো ভাঙচুর ও লুট করা হয়। (৮) নাটোর সদর উপযেলায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের দুই নেতার ওপর হামলা চালিয়েছে প্রতিপক্ষের লোকজন। (৯) একই সময় বিএনপি প্রার্থী সাবীনা ইয়াসমীন ছবির পক্ষে কাজ করায় নাটোরের নলডাঙ্গা উপযেলার বৈদ্যবেলঘড়িয়া গ্রামের মকবুল মেম্বার ও ইদ্রীস হোসেন নামে দুই বিএনপি কর্মীর ছয় বিঘা জমির আখ ক্ষেত পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

(১০) সুনামগঞ্জের দোয়ারা বাযারে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় বিএনপি সমর্থকদের অর্ধশতাধিক বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এ সময় হামলাকারীরা ঘরের আসবাবপত্র, ফ্রিজ, টেলিভিশন ও দরজা-জানালা ভাঙচুরসহ স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ টাকা-পয়সা লুট করে।

(১১) ভিখারিণীর ঘর ভাঙচুর : খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপযেলার মিলনপুর গ্রামের ভিখারিণী জয়মালা বেগমের (৫৫) ঘর ভাঙচুর করা হয় এবং এনজিও থেকে কিস্তিতে তোলা ২০ হাযার টাকা হামলাকারীরা নিয়ে যায়। (১২) এর আগে ৩১শে ডিসেম্বর সোমবার গভীর রাতে মেরুং এলাকার কাঁঠালবাগান গ্রামে বাড়িঘর ভাঙচুরের পর মারধর করে আহত করা হয় একই পরিবারের ছয়জনকে।

(১৩) গ্রাম অবরুদ্ধ : গত ৩০শে ডিসেম্বর নির্বাচনে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকে ভোট বেশী পড়ার খেসারত দিতে হয়েছে রাজশাহীর তানোর উপযেলার কলমা গ্রামকে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ভোটের পরদিনই লাঠিসোটা নিয়ে আওয়ামী লীগের লোকেরা অবস্থান নেয় গ্রামের প্রবেশ পথ দু'টিতে। বিল্লি ও দরগাডাঙ্গা মোড়ে অবস্থান নিয়ে তারা গ্রামের দিকে যাওয়ার সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। এমনকি বাইসাইকেল ও রিকশা-ভ্যান চলাচলও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এভাবে অবরুদ্ধ রাখা হয় পুরো গ্রামকে।

প্রধানমন্ত্রীর 'কওমী জননী' উপাধি লাভ

গত ৪ঠা নভেম্বর'১৮ রবিবার দাওরায়ে হাদীছ (তাকমীল) সনদকে স্নাতকোত্তরের (ইসলামী শিক্ষা ও আরবী) স্বীকৃতি দেওয়ায় রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কওমী মাদ্রাসাগুলোর সর্বোচ্চ সংস্থা 'আল-হাইয়াতুল উলিয়া লিল জামি'আতিল কওমিয়া

বাংলাদেশ' শোকরানা মাহফিলের আয়োজন করে। কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মোতাবেক ১০ লক্ষ আলেমের উক্ত মাহফিলে সারাদেশ থেকে কওমী মাদ্রাসার ছাত্র ও আলেমগণ উপস্থিত হন। হেফাজতে ইসলামের আমীর ও চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক মাওলানা শাহ আহমাদ শফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাহফিলের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল পৌনে ১১-টায় অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছেন। অতঃপর দাওরায়ে হাদীছকে মাস্টার্সের সমমান দিয়ে স্বীকৃতি প্রদান করায় প্রধানমন্ত্রীকে ক্রেস্ট দিয়ে সংবর্ধনা জানান মাওলানা আহমাদ শফী। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'কওমী জননী' উপাধি দেন কওমী মাদ্রাসাগুলোর সর্বোচ্চ সংস্থা 'আল-হাইয়াতুল উলিয়া লিল জামি'আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ'র সদস্য এবং কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড গওহরডাঙ্গার চেয়ারম্যান ও গোপালগঞ্জের গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার মহাপরিচালক মাওলানা মুফতী রুহুল আমীন। ইনি মরহূম মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৬-১৯৬৯ খৃ.)-এর পুত্র। অনুষ্ঠান মঞ্চে কওমী আলেম-ওলামার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ নেতা শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুযযামান খাঁন কামাল ও নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

[২০১৩ সালের ৫ই মে ঢাকার শাপলা চত্বরে সরকারী হামলায় নিহত অগণিত কর্মীর আত্মদানকে ভুলে গিয়ে কিছু রুটি-রুযীর সুযোগ বৃদ্ধির জন্য যারা এভাবে বিনা বাক্য ব্যয়ে আত্মবলি দিতে পারেন, সেই সব আলেমদের কাছ থেকে বিবেকবান মানুষ কি আশা করতে পারে? অতএব মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন (স.স.)]

গণতান্ত্রিক দেশের তালিকায় নেই বাংলাদেশ

যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) গত ৯ই জানুয়ারী বুধবার যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সেখানে 'গণতান্ত্রিক' কিংবা 'ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক' দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম নেই। গত এক দশক ধরে স্বৈরতান্ত্রিক ও ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অবস্থার মাঝামাঝি 'হাইব্রিড রেজিম' তালিকায় দেশটি অবস্থান করছে বলে ইআইইউ বলছে। তবে বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচকে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের স্কোর আগের বছরের তুলনায় ০.১৪ বেড়েছে। ফলে ২০১৭ সালে যেখানে দেশটির অবস্থান ছিল ৯২তম, পরের বছর হয়েছে ৮৮তম। ইআইইউ প্রতিটি দেশকে গণতন্ত্র সূচক পরিমাপ করতে পাঁচটি মানদণ্ড ব্যবহার করে। সেগুলো হ'ল- নির্বাচনী ব্যবস্থা ও বহুদলীয় অবস্থান, নাগরিক অধিকার, সরকারে সক্রিয়তা, রাজনৈতিক এবং অংশগ্রহণ। প্রত্যেকটি মানদণ্ডকে ০ থেকে ১০ স্কোরের মধ্যে হিসাব করে গড় করা হয়। প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে দেশগুলোকে চারটি ক্যাটেগরিকে ভাগ করা হয়; স্বৈরতন্ত্র, হাইব্রিড রেজিম, ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র এবং পূর্ণ গণতন্ত্র।

ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের হিসাব মতে বিশ্বের ১৬৭টি দেশের মধ্যে মাত্র ২০টি দেশ গণতন্ত্রের তালিকায়। ৫৫টি দেশ ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশের তালিকায়। ৩৯টি দেশ হাইব্রিড রেজিমের তালিকায় এবং ৫৩টি দেশ স্বৈরতান্ত্রিক দেশের তালিকায় রয়েছে।

ইআইইউ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় 'ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র' বিরাজ করছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল ও পাকিস্তানে 'হাইব্রিড রেজিম' এবং আফগানিস্তানে 'স্বৈরতন্ত্র' সরকার ব্যবস্থা আছে বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। ২০০৬ সাল থেকে এধরনের গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করছে ইআইইউ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণতন্ত্র পর্যালোচনা করে তারা এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এবার ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ স্কোর ৯.৮৭ পেয়ে গণতন্ত্র সূচকে সবচেয়ে উপরের অবস্থানে আছে নরওয়ে। অন্যদিকে মাত্র ১.০৮ স্কোর নিয়ে উত্তর কোরিয়ার অবস্থান সবার নীচে।

ভারত গণতন্ত্র সূচকে বৈশ্বিক অবস্থান ৪১তম গড়স্কোর ৭.২৩ পেয়ে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র, শ্রীলঙ্কা ৬.১৯ পেয়ে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র, বাংলাদেশ ৮৮তম গড় স্কোর ৫.৫৭ পেয়ে হাইব্রিড রেজিম, ভুটান ৯৪তম গড়স্কোর ৫.৩০ হাইব্রিড রেজিম, নেপাল ৯৭তম গড়স্কোর ৫.১৮ পেয়ে হাইব্রিড রেজিম, পাকিস্তান ১১২তম গড়স্কোর ৪.১৭ পেয়ে হাইব্রিড রেজিম ও আফগানিস্তান ১৪৩তম গড়স্কোর ২.৯৭ পেয়ে স্বৈরতন্ত্র দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

২০১৮ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বছর

২০১৮ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল চরম উদ্বেগজনক মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। সংগঠনটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোর অগ্রগতির ধারা ২০১৮ সালে অব্যাহত ছিল। কিন্তু মানবাধিকারের আরেকটি সূচক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। বিগত বছরগুলোর মতো ২০১৮ সালের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল চরম উদ্বেগজনক।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনি মিলনায়তনে গত ১০ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার আসকের এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলা হয়। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২০১৮ বছরজুড়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, বিশেষ করে ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ, গুলিবিনিময় ও গুম-গুপ্তহত্যার ঘটনা অব্যাহত ছিল। বিশেষত গত বছরের মে মাস থেকে শুরু হওয়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাদকবিরোধী অভিযানকে কেন্দ্র করে ক্রসফায়ার ও বন্দুকযুদ্ধে দেশজুড়ে ২৯২ জন নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। ২০১৮ সালের আরেকটি উদ্বেগজনক বিষয় ছিল বেআইনি আটক, গণগ্রেপ্তারসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাযতে নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা। আসকের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলেছে, গত বছর গণমাধ্যমে প্রকাশিত গায়েবী মামলার বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। ২০১৮ সালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ, ক্রসফায়ার, গুলিবিনিময়, নিরাপত্তা হেফাযতে মোট ৪৬৬ জন নিহত হয়েছে। এর সংখ্যা ২০১৭ সালে ছিল ১৬২ জন। ২০১৮ সালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে গুম হন ৩৪ জন। এর মধ্যে পরবর্তী সময়ে ১৯ জনের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের অধিকাংশই বিভিন্ন মামলায় আটক আছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়ের চিত্র তুলে দরে আসক আরও বলেছে, নির্বাচনের তফছীল ঘোষণার পর থেকে গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কমপক্ষে ৪৭০টি সহিংসতার ঘটনায় ৩৪ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৯ জন, বিএনপির ৪ জন, একজন আনসার সদস্য, ১০ জন সাধারণ মানুষ রয়েছেন। ধর্ষণের বিষয়ে সংগঠনটি বলেছে ২০১৮ সালে সারা দেশে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৭৩২ জন। ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার শিকার ৬৩ জন, ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছেন ৭জন। ২০১৭ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৮১৮ জন। আর ২০১৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ৭২৪।

১০ বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে সাড়ে ৪ গুণ

মহাজোট সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় ২০০৯ সালে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাযার ৪৮১ কোটি টাকা। আর গত সেপ্টেম্বর শেষে তা বেড়ে হয়েছে ৯৯ হাযার ৩৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১০ বছরে দেশে খেলাপি ঋণ বেড়েছে সাড়ে ৪ গুণ। এর বাইরে দীর্ঘদিন আদায় করতে না পারা যেসব ঋণ ব্যাংকগুলো অবলোপন করেছে, তার পরিমাণ প্রায় ৩৫ হাযার কোটি টাকা। খেলাপি ঋণের সঙ্গে অবলোপন করা এ মন্দ ঋণ যুক্ত করলে প্রকৃত খেলাপি ঋণ দাঁড়ায় ১ লাখ ৩৪ হাযার কোটি টাকা। এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক তথ্য। তবে ব্যাংক কর্মকর্তারাই বলছেন, প্রকৃত খেলাপি ঋণ আরও অনেক বেশী। অনেকগুলো

ব্যাংক বড় অঙ্কের ঋণ আদায় করতে পারছে না, আবার তা খেলাপি হিসাবেও চিহ্নিত করছে না। বাংলাদেশ ব্যাংকও এতে নযর দিচ্ছে না। এছাড়া শেয়ারবাজারের অজুহাতে প্রতিবছরই ব্যাংকগুলো নানা ছাড় নিচ্ছে। এতে করে খেলাপি ঋণের প্রকৃত তথ্যও বেরিয়ে আসছে না। পাওয়া যাচ্ছে না ব্যাংকগুলোর প্রকৃত চিত্র।

খেলাপি ঋণের যে পরিমাণ বলা হচ্ছে, তার প্রকৃত চিত্র আরও ভয়াবহ। ব্যাংক খাত সূত্রগুলো বলছে, গত ১০ বছরে দেশের ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ বাড়ার অন্যতম হ'ল সোনালী ব্যাংকের হল মার্ক কেলেঙ্কারি, বেসিক ও ফারমার্স ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতি, জনতা ব্যাংকের ক্রিসেন্ট ও অ্যাননটেক্স গ্রুপের ঋণ কেলেঙ্কারি, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকের ঋণ জালিয়াত।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বর শেষে ব্যাংক খাতের ঋণ বেড়ে হয়েছে ৮ লাখ ৬৮ হাযার ৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি ৯৯ হাযার ৩৭০ কোটি টাকা, গত জুনে যা ছিল ৮৯ হাযার ৩৪০ কোটি টাকা। সে হিসাবে তিন মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১০ হাযার ৩০ কোটি টাকা।

১০ বছরে ১ লাখ কোটি টাকা সূদ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামীণ সঞ্চয় আহরণ, সঞ্চয় কার্যক্রমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই সঞ্চয়পত্র চালুর উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তব চিত্র তা থেকে ভিন্ন। জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পগুলোর বিক্রয় পরিস্থিতি ও সূদ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে (আইআরডি) গত অক্টোবরে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী হ'তে জানা যায়, সরকার ১০ বছরে সঞ্চয়পত্রের বিপরীতে সূদ দিয়েছে প্রায় ১ লাখ কোটি টাকা। আর চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত জাতীয় সঞ্চয় স্কিমে (কর্মসূচী) সরকারের পুঞ্জীভূত দায় ২ লাখ ৩৯ হাযার ৩২৮ কোটি টাকা। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, কয়েকটি বন্ডসহ বর্তমানে ১১ ধরনের সঞ্চয় কর্মসূচী চালু রয়েছে। এর মধ্যে ধনী লোকেরা যেসব সঞ্চয়পত্র কিনে রাখেন, সেগুলোতেই সূদের হার বেশী। আইআরডির তথ্য মতে, সরকারকে বেশী সূদ দিতে হয় পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, পরিবার সঞ্চয়পত্র এবং তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্রে। এগুলোতে সূদের হার ১১ দশমিক ২৮ থেকে ১১ দশমিক ৭৬ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু সাধারণ মানুষ এই উচ্চ সূদের ভাগীদার হ'তে পারলেও বেশী সুবিধা নিচ্ছেন ধনীরা। এই শ্রেণীর মধ্যে রয়েছেন সমাজের প্রভাবশালী অংশ অর্থাৎ মন্ত্রী, সাংসদ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, আমলা, এমনকি অবসরপ্রাপ্ত আমলারা।

দেশে ৫ কোটি লোক লিভার রোগে ভুগছে

বাংলাদেশে প্রতি তিনজনে একজন লিভার (যকৃত সংক্রান্ত) রোগে ভুগছেন। পাঁচ কোটি মানুষ কোন না কোন ধরনের লিভার জটিলতায় আক্রান্ত। এত বেশী মানুষ লিভারের সমস্যায় ভুগলেও দেশে মাত্র ১০০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন। একজন মাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাঁচ লাখ লিভার সংক্রান্ত রোগীকে সেবা দিচ্ছেন। লিভার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে লিভার রোগে বেশ পরিবর্তন এসেছে। হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কমে যাচ্ছে। একই সাথে শারীরিক পরিশ্রম কমে যাওয়ায় এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে মানুষ মুটিয়ে যাচ্ছে। ফলে লিভারে অনেক চর্বি জমছে। এখন ফ্যাটি লিভারই বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে। তারা বলছেন, লিভার সিরোসিস হ'লে প্রতিস্থাপনই শেষ ভরসা। বাংলাদেশে নতুন বছরে প্রতিস্থাপন শুরু হ'তে পারে। গত ২৯শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার হেপাটোলজি সোসাইটি আয়োজিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে লিভার বিশেষজ্ঞরা এসব তথ্য দেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বাংলাদেশে বর্তমানে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত ৮৫ লাখ মানুষ, সি ভাইরাসে আক্রান্ত ১৫ লাখ মানুষ। ১৯৮০ সালের দিকে বাংলাদেশের ৭ শতাংশ মানুষ বি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল। বর্তমানে এটি কমে ৪ শতাংশে নেমেছে। হেপাটাইটিস ভাইরাস কর্মক্ষম মানুষকে বেশী আক্রান্ত করছে এবং তাদের দীর্ঘ মেয়াদে কর্মহীন করে দিচ্ছে। তারা জানান, বাংলাদেশে এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে বৃষ্টির সময় জণ্ডিসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ে। কারণ এ সময় বৃষ্টির পানি উপচে স্যুয়ারেজের পানির সাথে মিশে গিয়ে খাবার পানিকে দূষিত করে।

বিদেশ

চুরি রুখতে চোর নিয়োগের বিজ্ঞাপন

পোষাকের দোকানে উৎসবের সময় এলেই বেড়ে যায় চোরের উৎপাত। কোনভাবেই চুরি রুখতে না পারায় লাভের বদলে মালিক হন ক্ষতিগ্রস্ত। তাই চুরি রুখতে চোর নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিয়েছেন একজন ব্রিটিশ দোকান মালিক। অডিটি সেন্ট্রাল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ মালিক বার্কডটকম নামে কাজের একটি সাইটে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। বিজ্ঞাপনে কাজের শর্ত হিসাবে বলা হয়েছে, চোরকে ঐ দোকানে এসে চুরি করতে হবে। আর এজন্য প্রতি ঘণ্টার পারিশ্রমিক হিসাবে সে পাবে ৫০ পাউন্ড। আর চুরি করা জিনিস থেকে, চাইলে তিনটি জামাকাপড়ও রাখতে পারবে ঐ চোর। আরও আজব ব্যাপার হ'ল একবার নয়, বরং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কয়েকবার ঐ দোকানে চুরি করতে হবে ঐ চোরকে। এরপর ঐ চোরকে একটি রিপোর্টও দিতে হবে। সেই রিপোর্টে লিখতে হবে চোরটি কিভাবে এবং কতগুলো জিনিস চুরি করেছে। তবে ঐ মালিক যে মজা করার জন্য এই বিজ্ঞাপন দেননি, তা বোঝানোর জন্য রীতিমতো ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তার ভাষায়, বহু বছর ধরেই উৎসবের মৌসুমে বিপদের মুখে পড়ছেন তিনি। কারণ এই সময়েই তার দোকানে চুরির হার বেড়ে যায়। এ বছর তিনি আর কোনও ঝুঁকি নিতে চান না। তাই তিনি লিখেন, আমি একজন পেশাদারকে চাই যে আমার স্টোরের নিরাপত্তার ফাঁকফোকরগুলো বের করে দেবে।

মদের জন্য ভিক্ষা চাইছে কনস্টেবল

ভারতের আরামবাগ থানার পুলিশ কনস্টেবল শ্যামল সিংহ মদ কিনবে বলে পথে পথে ভিক্ষা করছে। সে বলছে, অন্তত পাঁচ টাকা করে আমায় ভিক্ষা দেন। ঐ পুলিশ কনস্টেবল কয়েকদিন থেকে আরামবাগের হাসপাতাল রোড, বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন গলি, ব্যাংকপাড়ার মতো কয়েকটি এলাকায় ব্যবসায়ী এবং পথচারীদের কাছে হাত পাতছে। তাদের বলছে, আমি তো চাঁদা চাইছি না, ভিক্ষা চাইছি। ভিক্ষা করার সময় মদ্যপ ছিল শ্যামল। এসময় সে আরো বলে, মদ খাই বলে বেতন আটকে দিয়েছে, তাই ভিক্ষা চাইছি। ঐ থানার এসডিপিও কৃশানু রায় জানান, পুলিশের পোষাক পরে বদমায়েশি করেছে শ্যামল। শিগগিরই তাকে ক্লোজ করা হবে।

সব মুসলমানকে বের করে দিবে মিয়ানমার

গত বছরের মাঝামাঝি রোহিঙ্গাদের শিক্ষা, সমতা ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে আন্তর্জাতিক সম্মাননা 'অরোরা পুরস্কার' পেয়েছেন মিয়ানমারের আইনজীবী কিয়াও ম্লা অং। কিয়াও জানান, মিয়ানমার সরকার সব রোহিঙ্গা মুসলমানকে সে দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। ২৭শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার প্রখ্যাত এই আইনজীবীর সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করেছে আল-জাযীরা। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করছে মিয়ানমার। তাদের নাগরিকত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি কী? এর জবাবে কিয়াও বলেন, ১৯৪৮ সালের নাগরিক আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি ১০ বছর মিয়ানমারে বাস করলে এবং এর মধ্যে টানা ৮ বছর সেখানে থাকলে তিনি নাগরিত্বর যোগ্য হবেন। তারা ১৯৮২ সাল থেকে আমাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করে আসছে। যার জমি আছে তাকে নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করা উচিৎ।

কিন্তু সেটা হচ্ছে না। ১৯৬৪ সালে মিয়ানমারের শাসক জেনারেল নে উইন সব দোকান, খামার ও প্রতিষ্ঠানগুলো ভারতীয়, পাকিস্তানী ও চীনাদের কাছ থেকে নিয়ে জাতীয়করণ করেন। তিনি সব বিদেশীকে মিয়ানমার থেকে বের করে দেন। তবে ঐ সময় তারা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বের করে দেয়নি। তিনি বলেন, রোহিঙ্গারা এই ভূমির মালিক, এর আগের গণতান্ত্রিক সরকারগুলো তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছে, যাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইউ নুও রয়েছেন। তবে ১৯৮২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর তারা বলছে, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক নয়। আমার বাবার জমি ছিল এবং আমার কাছে দলীল আছে। কিন্তু সরকার একে স্বীকৃতি দিচ্ছে না।

১৯৫৯ সালে সরকার মুসলিমসহ সবাইকে জাতীয় নিবন্ধন কার্ড দিয়েছিল। মিয়ানমার সরকার মুসলমানদের বের করে দিতে চায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, সব রোহিঙ্গাকে উচ্ছেদের পর তারা বার্মার সব মুসলমানকে বের করে দিবে। এদেশ থেকে সব মুসলমানকে বের করে দেওয়ার পরিকল্পনা তাদের রয়েছে।

১০০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে

বিশ্বের দারিদ্র্য হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে আছে। গত তিন দশকে বা ৩০ বছরে ১০০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠেছে। অন্যদিকে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৬ কোটি। বিশ্বের ৯১ শতাংশ মানুষ নির্মল বায়ু পায় না। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে গত বছরে বিশ্ব দারিদ্র্য পরিস্থিতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল। ১৯৯০ সালে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ যেখানে অতিদরিদ্র ছিল, যাদের আয় দৈনিক ১ ডলার ৯০ সেন্টও ছিল না, সেখানে ২০১৫ সালের হিসাবে সারা বিশ্বের মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ অতিদরিদ্র। বিশ্বের অন্য অঞ্চলে দারিদ্র্য কমলেও আফ্রিকার সাব সাহারা এলাকায় বাড়ছে। ১৯৯০ সালে ঐ অঞ্চলে ২৭ কোটি ৮০ লাখ হতদরিদ্র ছিল। ২০১৫ সালে তা বেড়ে ৪১ কোটি ৩০ লাখে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র ২৮টি দেশের মধ্যে ২৭টিই সাব সাহারা এলাকায়। সাব সাহারা এলাকায় এখন যত দরিদ্র মানুষ আছে, সারা বিশ্বেও এত দরিদ্র মানুষ নেই।

দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন দেশ থেকে দেশের অভ্যন্তরে কিংবা দেশের বাইরে বাস্তুচ্যুত হয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী। ২০১৭ সালের হিসাবে দেশের অভ্যন্তরে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা চার কোটি। আর দেশের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, এমন বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ২ কোটি ৫৪ লাখ। সারা বিশ্বে যত বাস্তুচ্যুত মানুষ আছে, তাদের ৮৫ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশে অবস্থান করছে। বাকী বাস্তুচ্যুত মানুষ থাকে ৫৫টি উচ্চ আয়ের দেশে। এর মধ্যে ৯ লাখ ৭০ হাযার মানুষের বাস জার্মানিতে।

৭০০ যাজকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে প্রায় সাত শত ধর্মযাজকের বিরুদ্ধে শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে। পূর্বে ক্যাথলিক চার্চে যৌন নিপীড়নের যেসব ঘটনা প্রকাশ হয়েছে, তন্মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় যৌন নিপীড়নের ঘটনা। ইলিয়নের অ্যাটর্নি জেনারেল লিসা ম্যাডিগান গত ১৯শে ডিসেম্বর বুধবার এ তথ্য জানিয়েছেন। ইলিনয়ের প্রধান কৌঁসুলি বলেন, গত আগষ্টে শুরু হওয়া তদন্তের প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে, ১৮৫ যাজকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। এছাড়া সব মিলিয়ে অভিযুক্ত যাজকের সংখ্যা ৬৮৫।

এক ডলার ঘুষে ৫ বছর জেল!

সিঙ্গাপুরিয়ান এক ডলার ঘুষ নেয়ার দায়ে দুই চীনা নাগরিক চেন জিলিয়াং ও ঝাও ইউচুনকে এক লাখ ডলার অর্থদণ্ড এবং পাঁচ বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলে জানিয়েছে দেশটির দুর্নীতি বিরোধী কর্তৃপক্ষ। সিঙ্গাপুরের দুর্নীতি তদন্ত ব্যুরো একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই দুই চীনা অভিবাসী সিঙ্গাপুরের একটি কন্টেইনার কোম্পানীতে কাজ করতেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ- তারা মালবাহী ট্রাকচালকদের কাছ থেকে এক ডলার করে ঘুষ নেয়ার চেষ্টা করে যেন তাদের ট্রাকে কন্টেইনার তুলতে দেরী না হয়।

বছরে বিশ্বে কয়েক হাযার কোটি ডলার ঘুষ লেনদেন

বিশ্বে প্রতিবছর কয়েক হাযার কোটি ডলার ঘুষ লেনদেন হয় কিংবা দুর্নীতির মাধ্যমে চুরি করা হয়। এই অর্থ বৈশ্বিক জিডিপির পাঁচ শতাংশেরও বেশী। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেস এ তথ্য জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষে দেয়া বার্তায় গুতেরেস দুর্নীতিকে 'জাতিসংঘের মূল্যবোধের ওপর হামলা বলে' মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'এটি সমাজের বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেবার ওপর ডাকাতি করেছে। বিদেশী বিনিয়োগ তাড়িয়ে দিচ্ছে এবং জাতির প্রাকৃতিক সম্পদ সরিয়ে নিচ্ছে। গুতেরেস জানান, প্রতি বছর ঘুষ হিসাবে দেয়া হয় এক হাযার কোটি ডলার। আর দুর্নীতির মাধ্যমে চুরি হয় দুই হাযার ৬০০ কোটি ডলার। বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে জাতিসংঘ। এজন্য জাতিসংঘের উন্নয়ন প্রকল্প (ইউএনডিপি) এবং মাদক ও অপরাধ দফতরের (ইউএসওডিসি) মাধ্যমে যৌথভাবে বৈশ্বিক প্রচারণার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

[আল্লাহভীতি সঞ্চার করা ব্যতীত এই ব্যাধি দূর করা সম্ভব নয়। অতএব দেশে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি করুন (স.স.)]

সব বাড়ির দরজা খোলা!

ভারতের মহারাষ্ট্রের আহমাদনগর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরের গ্রাম শনি শিঙ্গনাপুর। এখানে বসবাস করেন হাযার পাঁচেক মানুষ। পেশায় এরা আখচাষী। এই গ্রামের বাড়িগুলোর দরজা কখনো বন্ধ করা হয় না। বাড়ি সব সময় খোলা থাকে। খোলা ঘরেই যেখানে সেখানে পড়ে থাকে টাকা-পয়সা, গহনা ইত্যাদি। এসব চুরি হয় না। এ গ্রামে কোন চোর নেই। তাই থানাও নেই। শুধু বাড়ি নয়, দোকান, বাযার, ব্যাংকের দরজায়ও তালা পড়ে না। এ গ্রামেই রয়েছে ইউকো ব্যাংকের শাখা, যার কোন দরজায় তালা লাগানোর ব্যবস্থা নেই। গ্রামের অধিবাসীরা জানান, পূর্বপুরুষেরা তাদের বলে গেছেন, দরজায় যেন পল্লা না লাগানো হয়। ঐ নির্দেশ এখনো তারা মেনে চলেন। এ কারণে কোন বিপদও হয় না। ৩০০ বছর ধরে এ নীতি চলে আসছে মহারাষ্ট্রের এ গ্রামে। তবে নামে গ্রাম হ'লেও এখন রীতিমতো শহর এ শনি শিঙ্গনাপুর।

[পূর্বপুরুষের রেওয়াজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণে এই সুন্দর সমাজ গড়ে উঠলে আল্লাহভীরুতা সৃষ্টির মাধ্যমে এটা কেন সৃষ্ট করা যাবে না? অতএব আসুন! আমরা সবাই আল্লাহকে ভয় করি। যিনি আমাদের সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন (স.স.)]

বিশ্বের ৬টি দেশে কোন বিমানবন্দর নেই

বিশ্বে এমন কয়েকটি রাষ্ট্র রয়েছে, যাদের কোন বিমানবন্দর নেই। তবে বিমানবন্দর না থাকলেও আছে অন্ততপক্ষে একটি করে হেলিপোর্ট। সেগুলি হ'ল : আন্ডোরা, লিখটেনস্টাইন, মোনাকো, ভ্যাটিকান সিটি, ফিলিস্তীন।

অ্যান্ডোরা : এদেশে কোন বিমানবন্দর নেই। তবে তিনটি বেসরকারী হেলিপোর্ট বা হেলিকপ্টার অবতরণের বন্দর রয়েছে। আর আছে একটি হাসপাতালের হেলিপ্যাড। এই দেশের সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দরটির অবস্থান স্পেনে। **লিখটেনস্টাইন :** এই দেশটিতে কোন বিমানবন্দর নেই। কেবল দক্ষিণাঞ্চলের শহর বালৎসেরে একটি হেলিপোর্ট রয়েছে। সবচেয়ে কাছের আন্ত

জাতিক বিমানবন্দর সুইজারল্যান্ড এবং জার্মানিতে অবস্থিত। **মোনাকো :** মোনাকোতে বিমানবন্দর না থাকলেও ফন্টভিলেতে একটি হেলিপোর্ট রয়েছে। সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দরটি ফ্রান্সের নিস শহরে। **সান মারিনো :** এ দেশেও কোন বিমানবন্দর নেই। তবে বোর্গো মাগিওরিতে একটি হেলিপোর্ট রয়েছে। আর টোরাসিয়াতে আছে একটি ছোট্ট এয়ারফিল্ড, যার রানওয়ের দৈর্ঘ্য ২ হাযার ২৩০ ফুট। সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দরটি ইটালিতে অবস্থিত। **ভ্যাটিকান সিটি :** ভ্যাটিকান সিটির আয়তনই বলে দেয় এখানে কোনও বিমানবন্দর থাকা অসম্ভব। এর আয়তন মাত্র দশমিক ১৭ বর্গ মাইল। তবে এর পশ্চিম প্রান্তে একটি হেলিপোর্ট রয়েছে। সেটা রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারী কর্মকর্তারা ব্যবহার করেন। সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর ইটালির রাজধানী রোমে। **ফিলিস্তীন :** ফিলিস্তীন বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত একটি রাষ্ট্র। মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশটি আয়তনে বেশ বড় হ'লেও দেশটিতে কোন এয়ারপোর্ট নেই। ইসস্রাঈলের বেন কুরিয়ন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে ফিলিস্তীনের মূল শহরের দূরত্ব ৪১ কিলোমিটার প্রায়। তাই ঐ পথেই ফিলিস্তীনে প্রবেশ সবচেয়ে কাছের হয়।

মুসলিম জাহান

ফিলিস্তীনীদের ত্রাণ দেয়া বন্ধ করল ডব্লিউএফপি

অধিকৃত গাযা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরে ফিলিস্তীনীদের ত্রাণ সহায়তা স্থগিত করেছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডব্লিউএফপি)। জাতিসংঘের এই সংস্থা বলছে, আর্থিক সংকটের কারণে গাযা এবং পশ্চিম তীরের কিছু ফিলিস্তীনীকে দেয়া ত্রাণ সহায়তা স্থগিত এবং কিছু ক্ষেত্রে সহায়তার পরিমাণ কমাতে বাধ্য হয়েছে তারা। ফিলিস্তীনী ভূখণ্ডে নিয়োজিত সংস্থাটির পরিচালক স্টিফেন কার্নি বলেছেন, গত ১ জানুয়ারী থেকে অধিকৃত পশ্চিম তীরের প্রায় ২৭ হাযার ফিলিস্তীনীকে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী আর ত্রাণ সহায়তা দিচ্ছে না। এছাড়া গাযার এক লাখ ১০ হাযারসহ অন্য এক লাখ ৬৫ হাযার ফিলিস্তীনী সচরাচর যে ত্রাণ সহায়তা পেতেন তা কমিয়ে আনা হয়েছে। এখন তারা ৮০ শতাংশ ত্রাণ পাচ্ছেন। গত চার বছর ধরে অন্যতম দাতাগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দাতাদের সহায়তা ধারাবাহিকভাবে কমে আসায় ত্রাণ সহায়তা বন্ধ এবং হ্রাসের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বলে জানিয়েছে ডব্লিউএফপি। গত বছর গাযা উপত্যকায় প্রায় আড়াই লাখ ফিলিস্তীনীকে সহায়তা করেছে জাতিসংঘের এই কর্মসূচী। এছাড়া পশ্চিম তীরেও প্রায় এক লাখ ১০ হাযার মানুষকে সহায়তা দেয়া হয়। পশ্চিম তীরে বর্তমানে বেকারত্বের হার প্রায় ১৮ শতাংশ। কিছু কিছু ফিলিস্তীনী উচ্চ বেতনের আশায় ইসরাঈলে কাজ করতে চায়। কিন্তু এজন্য ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হয় এবং ইসরাঈল বেছে বেছে কিছু ফিলিস্তীনীকে এই সুবিধা দেয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

২০২০ সালেই মিলবে উড়ন্ত গাড়ি

যানজটসহ অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে এবার উড়ন্ত গাড়ি (ফ্লাইং কার) নিয়ে আসছে ব্রিটেনের ডাচ সংস্থা পিএএল-ভি ইন্টারন্যাশনাল। ২০২০ সালের মধ্যেই বাযারে পাওয়া যাবে এই গাড়ি। এরই মধ্যে ব্রিটেনে প্রি-বুকিং নেয়াও শুরু করেছে এ প্রতিষ্ঠানটি। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, প্রথম দিকে শুধুমাত্র ব্রিটেন, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যাবে এই গাড়ি। নির্মাতারা জানিয়েছেন তিন চাকার এই উড়ন্ত গাড়ি চলবে পেট্রোলে। এর জ্বালানী ধারণ ক্ষমতা হবে ১০০ লিটার। একবার জ্বালানী ভর্তি করে সড়কপথে সর্বাধিক ১ হাযার ৩১৫ কিলোমিটার এবং আকাশপথে চলতে পারবে ৪৮২ কিলোমিটার পর্যন্ত। সড়কে সর্বোচ্চ গতি হবে ১৬০ কিলোমিটার এবং উড়ন্ত অবস্থায় ১৮০ কিলোমিটার। ৬৬৪ কেজি ওযনের এই গাড়িতে আসন সংখ্যা থাকবে ২টি। আর মাল বহন করা যাবে ২০ কেজির মতো। ড্রাইভ মোড থেকে হেলিকপ্টার মোডে পরিবর্তনে সময় লাগবে মাত্র ১০ মিনিট। টেক-অফের জন্য লাগবে ৩৩০ মিটার জায়গা। এটি সর্বোচ্চ সাড়ে ৩ হাযার মিটার বা সাড়ে ১১ হাযার ফুট উঁচু দিয়ে উড়তে পারবে। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান পিএএল-ভি জানিয়েছে, ইউরোপ-যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপীয় বিমান সুরক্ষা এজেন্সির নিয়মে চলবে এই গাড়ি। তবে ব্রিটেনে এই গাড়ির জন্য থাকবে আলাদা নিয়ম। ইউরোপ-আমেরিকায় এমন একটি গাড়ির মূল্য হবে বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় তিন কোটি টাকা।

পোকামাকড়ে চাষের উন্নতি!

চাষাবাদের উন্নতিতে জার্মান বিজ্ঞানীরা দমনের বদলে পোকামাকড় আকর্ষণ করে বিকল্প পদ্ধতি তুলে ধরছেন। বন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা কাছের একটি শহরের ক্ষেতে নিয়মিত কীটপতঙ্গ পর্যবেক্ষণ করেন। কীটপতঙ্গ দূর করার বদলে কৃষিকাজকেই পোকার সাথে মানিয়ে চলতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তারা দেখেন, ক্ষেতের আলে ঝোপঝাড় ও জংলি ফুল দিয়ে সাজানো সীমানা ৫০টির অধিক প্রজাতির গুবরে পোকা শীতযাপন করে। বসন্তে জেগে ওঠে। বন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর টোমাস ড্যোরিং বলেন, গুবরে পোকা ফসলের জন্য ক্ষতিকারক কীট খেয়ে ফেলে। তিনি ও তার দল ফসলের ক্ষেতে এ রকম আরো কীটপতঙ্গ আকর্ষণ করেন। কৃষি পরিবেশবিদরা ক্ষেতের ধারে এমন সব উপকারী পোকামাকড়ের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেন যেগুলো ক্ষতিকারক কীট খেয়ে ফেলে। ফলে কীটনাশকের আর প্রয়োজন পড়বে না বলে তাদের আশা। প্রফেসর ড্যোরিং বলেন, আমরা উপকারী পোকামাড়ের মাধ্যমে ক্ষতিকর কীটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনতে পারি। ক্ষেতের ধারে গবেষকেরা ফুলের সারি সৃষ্টি করেন। ফুলগুলো এক সাথে ফোটে না, একের পর এক বিকাশ ঘটে। ফলে পোকামাকড়ের খাদ্যের অভাব হয় না। আগাছা ধ্বংস করতে রাসায়নিক ব্যবহার করেন না তারা। এতে পোকারা ক্ষেতে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। ক্ষেতের ধারে ফুলের মেলা, কোন কীটনাশক নয়, সারের পরিমাণও কম এবং ফসল পরিবর্তনের মতো পদক্ষেপ বেশ সফল হচ্ছে। প্রচলিত কৃষি ক্ষেত্রের তুলনায় এখানে জীববৈচিত্র্য ৩০ শতাংশ বেশী। পরাগবহনকারী পোকার মাত্রা ৫০ শতাংশ বেশী।

মাছের গায়ে আলো জ্বলে

সাগরতলের এক রহস্য হচ্ছে 'এংলার ফিশ'। পৃথিবীতে এই প্রজাতির মাছ রয়েছে প্রায় দুই শতাধিক। এই মাছের মাথার ওপর থাকে এক ধরনের লম্বা কাঁটা, যাকে ইলিসিয়াম বলে। ইলিসিয়ামের শেষ প্রান্ত এসকা নামে পরিচিত, যা থেকে আলো উৎপন্ন হয়। এংলার ফিশ সাগরতলের অন্ধকারে বিচরণ ও শিকার করতে এ আলো ব্যবহার করে। এদের অর্ধচন্দ্রাকার মুখে থাকে সূচালো দাঁত। মাথা বেশ বড়। স্ত্রী মাছ পুরুষ মাছের তুলনায় অনেক বড় হয়। এদের প্রজননক্রিয়াও বেশ অদ্ভুত। মূলতঃ পুরুষ মাছ একটি নির্দিষ্ট সময় পর পরিপাকতন্ত্রের জটিলতায় খাদ্যগ্রহণ করতে পারে না। এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য স্ত্রী মাছের শরণাপন্ন হয়। ঘ্রাণের মাধ্যমে স্ত্রী মাছকে বেছে নেয় এবং কামড়ে ধরে তার গায়ে আটকে থাকে। তখন পুরুষ মাছের মুখ থেকে এক ধরনের এনজাইম নিঃসরণ হয়। এতে কামড়ের স্থান দিয়ে স্ত্রী মাছের রক্তনালীর সাথে পুরুষ মাছের দৈহিক সংযোগ ঘটে এবং স্ত্রী মাছ থেকে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে। এভাবে স্ত্রী মাছ যতদিন বাঁচে পুরুষ মাছও ততদিন স্ত্রীর গায়ে লেগে থাকে। এক পর্যায়ে পুরুষ মাছটি প্রজননের জন্য শুক্রাণুও সরবরাহ করে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

মাসিক ইজতেমা

বোয়ালিয়া, রাজশাহী ১৪ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে পবা-মঠপুকুর বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আল-মামূন।

সপুরা, রাজশাহী ১৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার: অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সপুরা মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আল-মামূন।

সন্তোষপুর, শাহ মখদুম, রাজশাহী ১২ই জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহ মখদুম থানাধীন সন্তোষপুর-পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সদর-পূর্ব উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মকবূল হোসাইন।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

গত ২৫শে নভেম্বর'১৮ হ'তে ৭ই ডিসেম্বর'১৮ পর্যন্ত 'আন্দোলন' -এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর-পূর্ব যেলার বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী সফর করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ।-

পঞ্চগড় ২৫-২৬শে নভেম্বর রবি ও সোমবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গত ২৫শে নভেম্বর রবিবার বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন আমলাহা-চেপটিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ও ২৬শে নভেম্বর সোমবার বাদ আছর তেঁতুলিয়া থানাধীন মাঝিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। এই সময় তার সাথে ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আমীনুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যয়নুল ইসলাম ও ঠাকুরগাঁও যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুয্যাম্মেল হক প্রমুখ।

ঠাকুরগাঁও ২৭শে নভেম্বর মঙ্গলবার হ'তে ২রা ডিসেম্বর রবিবার : গত ২৭শে নভেম্বর হ'তে ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত ঠাকুরগাঁও যেলার বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী সফর করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। ২৭শে নভেম্বর বাদ যোহর তিনি সদর থানাধীন পল্লীবিদ্যুৎ বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর ভেলাপুকুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব হারাগাছপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা ঠাকুরগাঁও শহর আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে; ২৮শে নভেম্বর বুধবার বাদ মাগরিব হরিপুর থানাধীন যাদুরাণী হাফেযিয়া মাদ্রাসা মসজিদে, বাদ এশা চৌরঙ্গী বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৯শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ আছর হরিপুর থানার মাহেন্দ্রগাঁও আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব পার্শ্ববর্তী রাণীশংকৈল থানাধীন রাউৎনগর মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, একই দিন বাদ এশা হরিপুর থানাধীন ঠাকিঠুকিপাড়া চৌরাস্তা জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। ৩০শে নভেম্বর শুক্রবার বালিয়াডাঙ্গী থানাধীন রত্নাই-কাশিবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তিনি জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর বাদ আছর রত্নাই-কাশিবাড়ী কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, একইদিন বাদ মাগরিব ঠাকুরগাঁও সদর থানাধীন আলাদীহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। ১লা ডিসেম্বর শনিবার বাদ ফজর হরিপুর থানাধীন নন্দগাঁও আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ যোহর বহরমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর সিংহাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব পীরহাট বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা বহরমপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২রা ডিসেম্বর রবিবার বাদ ফজর হরিপুর থানাধীন নন্দগাঁও আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ যোহর পীরগঞ্জ থানাধীন জয়গুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর দক্ষিণ নওপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব হাটপাড়া ফাযিল মাদ্রাসা জামে মসজিদে, বাদ এশা লীলাপাড়া আহলেহাদীছ ওয়াক্তিয়া মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। উক্ত সফর সমূহে কেন্দ্রীয় মেহমানের সাথে ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল করীম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি রাজিবুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুয্যাম্মেল হক প্রমুখ।

দিনাজপুর-পূর্ব ৩-৭ই ডিসেম্বর সোম-শুক্রবার : কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গত ৩রা ডিসেম্বর সোমবার বাদ যোহর যেলার ফুলবাড়ী থানাধীন চিন্তামণি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, একইদিন বাদ মাগরিব বিরামপুর থানাধীন চেংমারী বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ৪ঠা ডিসেম্বর মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নবাবগঞ্জ থানাধীন খালিফপুর-উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা খালিফপুর-দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ৫ই ডিসেম্বর বুধবার বাদ মাগরিব নবাবগঞ্জ থানাধীন বিনোদনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা একই থানাধীন পাঠানগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ৬ই ডিসেম্বর বাদ ফজর নবাবগঞ্জ থানাধীন রাঘবেন্দ্রপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বেলা ১২-টায় রাঘবেন্দ্রপুর আলিম মাদ্রাসার শিক্ষক মিলনায়তনে, বাদ যোহর শ্রীকৃষ্ণপুর প্রফেসরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর হেয়াতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব সিরাজ ভিটাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা দাউদপুর বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার বাদ ফজর নবাবগঞ্জ থানাধীন বল্লভপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। উল্লেখ্য, হেলেঞ্চা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তিনি জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। উক্ত সফর সমূহে তার সফরসঙ্গী ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক যাকির হোসাইন, নবাবগঞ্জ উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ এনামুল হক প্রমুখ।

যুবসংঘ

যেলা সমূহ পুনর্গঠন

৩১. কুমারখালী, কুষ্টিয়া-পূর্ব ২০শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য দুপুর ২-টায় কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যেলার কুমারখালী থানাধীন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে

মসজিদে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাশিমুদ্দীন মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ এনামুল হককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ এরশাদকে সাধারণ সম্পাদক করে 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩২. নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম-উত্তর ২৮শে অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন গোপালপুর বোর্ডের হাট জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-উত্তর যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ.বি.এম হামীদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। উক্ত বৈঠকে মুহাম্মাদ যাকির হোসাইনকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ আসাদুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৩. যোগীপাড়া, নাটোর ৩০শে অক্টোবর সোমবার : অদ্য বেলা ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যেলার বাগাতিপাড়া থানাধীন যোগীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মাজেদুর রহমানকে সভাপতি এবং আতিয়ার রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৪. নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩০শে অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'যুবসংঘ' রাজশাহী কলেজ কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্থ মহানগর 'যুবসংঘে'র কার্যালয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। উক্ত বৈঠকে তরীকুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহায়মিনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজশাহী কলেজ 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৫. কাজলা, মতিহার, রাজশাহী ৩১শে অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহী মহানগরীর কাজলাস্থ হাদীছ ফাউণ্ডেশন জামে মসজিদে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যুবসংঘ পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘে'র সভাপতি কাওছার আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। সভায় আব্দুর রউফকে সভাপতি এবং বুরহানুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে দশ সদস্য বিশিষ্ট রাবি 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৬. মুন্সীপাড়া, নীলফামারী ১লা নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে শহরের মুন্সীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও 'সোনামণি' সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক রাকীবুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির প্রমুখ। সভায় ওয়ালীউল ইসলামকে সভাপতি এবং ফযলুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৭. দক্ষিণ গয়াবাড়ী, নীলফামারী ১লা নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যেলার ডিমলা থানাধীন দক্ষিণ গয়াবাড়ী লাল জুম'আ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও 'সোনামণি' সহ-পরিচালক আবু হানীফ। সভায় আশরাফ আলীকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ মুনীরুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৮. মহিষখোচা, লালমনিরহাট ২রা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমনিরহাট যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও 'সোনামণি' সহ-পরিচালক আবু হানীফ। সভায় শিহাবুদ্দীনকে সভাপতি এবং আব্দুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৯. আরামনগর, জয়পুরহাট ২রা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যেলা শহরের আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম এবং তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। সভায় নাজমুল হককে সভাপতি এবং মুশতাক আহমাদ সারোয়ারকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪০. কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ ২রা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কাযীপুর থানাধীন নয়াপাড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। সভা শেষে ওয়াসীম রেযাকে সভাপতি এবং জামালুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪১. দৌলতপুর, কুষ্টিয়া-পশ্চিম ২রা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে দৌলতপুরস্থ যেলা কার্যালয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাষ্টার আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর শূরা সদস্য ও সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হারূনুর রশীদ ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আব্দুল গাফফারকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আশিকুর রহমানকে সাধারণ

সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪২. সাহারবাটি, মেহেরপুর ৩রা নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গাংণী থানাধীন সাহারবাটি কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার এবং দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। সভায় ইয়াকূব হোসাইনকে সভাপতি এবং নাজমুল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৩. দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ৩রা নভেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে হাবীবুর রহমানকে সভাপতি ও ছানোয়ার হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৪. কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৭ই নভেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। সভায় ইয়াসীন আলীকে সভাপতি এবং মিছবাহুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৫. সাঘাটা, গাইবান্ধা ৭ই নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সাঘাটা থানাধীন বারকোনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন। সভায় মুশফিকুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীরকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৬. ঝিনাইদহ ১০ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ অখতার, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য হারূনুর রশীদ ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ফায়ছাল কবীরকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ বিলাল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৭. কুষ্টিয়া ১৫ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর শহরের চৌড়হাস রিযিয়া সাদ ইসলামিক সেন্টারে 'যুবসংঘ' ইবি শাখা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘে'র সভাপতি মফীযুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে সভাপতি ও নাহারুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে দশ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ' ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৮. খয়েরসূতি, পাবনা ১৬ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য জুম'আর ছালাতের পূর্বে যেলার সদর থানাধীন মাদারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম ও 'আন্দোলন' রাজশাহী-সদর যেলার উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ। অনুষ্ঠানে হাসান আলীকে সভাপতি ও ছাদ্দাম হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে দশ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৯. বংশাল, ঢাকা ৩০শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ঢাকার বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সাংগঠনিক কাজের সুবিধার্থে ঢাকা যেলাকে ঢাকা-দক্ষিণ ও ঢাকা-উত্তর দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। অতঃপর হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফকে সভাপতি ও যায়েদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি গঠন করা হয়। একই সাথে আল-আমীনকে আহ্বায়ক, তরীকুল ইসলাম ও সাইফুল ইসলামকে যুগ্ম-আহবায়ক করে ঢাকা-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র ১৩ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

৫০. ময়মনসিংহ, ২১শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ ময়মনসিংহ-উত্তর যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যেলার সদর থানাধীন চরশীর কলদী বায়তুল আমান জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ। অনুষ্ঠানে আমীনুল ইসলামকে সভাপতি এবং মীযানুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মারকায সংবাদ

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩রা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ হল রুমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী-এর সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কামাল, মারকাযের প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক

সালাফী ও সেক্রেটারী অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। উক্ত প্রশিক্ষণে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া ও সালমান ফারেসী (রাঃ) মাদরাসা, খড়খড়ি, রাজশাহী; আল-মারকাযুল ইসলামী কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও সালাফিইয়াহ হাফেযিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা মেন্দিপুর-চাকলা, বগুড়ার মোট ৪৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রশিক্ষণে শিক্ষিকাদের জন্য প্রজেক্টরের মাধ্যমে পৃথক কক্ষে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

জেডিসি ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জেডিসি ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করেছে। বিস্তারিত নিম্নরূপ:

জেডিসি : ২০১৮ সালের জেডিসি পরীক্ষায় ৫০ জন ছাত্র ও ২৭ জন ছাত্রী সহ মোট ৭৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৯ জন জিপিএ ৫ (A+), ৫৬ জন A, ৯ জন A- ও ৩ জন B গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে ৭ জন A+, ৩৬ জন A, ৪ জন A- ও ৩ জন B গ্রেড এবং ছাত্রীদের মধ্যে ২ জন A+, ২০ জন A ও ৫ জন A- গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী : ২০১৮ সালের ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৬৫ জন ছাত্র ও ৩৮ জন ছাত্রী মোট ১০৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩৬ জন জিপিএ ৫ (A+), ৬১ জন A, ৫ জন A- গ্রেড এবং ১ জন C গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে ২২ জন A+, ৩৭ জন A, ৫ জন A-, ও ১ জন C গ্রেড এবং ছাত্রীদের মধ্যে ১৪ জন A+ ও ২৪ জন A গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা :

জেডিসি : ২০১৮ সালের জেডিসি পরীক্ষায় ২৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২৩ জন জিপিএ A, ৫ জন A- ও ১ জন B গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী : ২০১৮ সালের ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১০ জন জিপিএ A, ৫ জন A- গ্রেড, ৬ জন B গ্রেড ও ২ জন C গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

আল-'আওন

কমিটি গঠন

ছোট বেলাইল, বগুড়া ৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলা শহরের তিনমাথা রেলগেইট সংলগ্ন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আল-'আওন-এর যেলা কমিটি গঠন ও ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কমিটি গঠন ও ক্যাম্পিংয়ে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, সহ-সভাপতি জাহিদ হাসান, প্রচার সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইবরাহীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে ডা. ফরহাদকে সভাপতি ও আবুবকরকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন বগুড়া যেলার ২০১৭-২০১৯ সেশনের কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৫ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৭২ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

ব্লাড গ্রুপিং ও ক্যাম্পিং

বহরমপুর, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ১২ই নভেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার হরিপুর থানাধীন বহরমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঠাকুরগাঁও যেলা আল-'আওনের উদ্যোগে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আল-'আওনের সভাপতি আফতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৪০ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ২০ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও ১৪ই নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ এশা যেলার রাণীশংকৈল থানাধীন ভরনিয়া হাইস্কুল মাঠে ঠাকুরগাঁও যেলা আল-'আওন-এর উদ্যোগে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আল-'আওনের সভাপতি আফতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেক, যেলা আল-'আওনের অর্থ সম্পাদক আব্দুল হামীদ, দফতর সম্পাদক আহমাদ হোসাইন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ২৫ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১৪ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

মাদারবাড়িয়া, পাবনা ২৩শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মাদারবাড়িয়া উত্তরপাড়া নতুন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে পাবনা যেলা আল-'আওনের উদ্যোগে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আল-'আওনের সভাপতি ইকবাল বিন জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১০ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১১ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

পশ্চিম বনগাঁও, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ২৫শে নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার হরিপুর থানাধীন পশ্চিম বনগাঁও মাদরাসা মাঠে ঠাকুরগাঁও যেলা আল-'আওনের উদ্যোগে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আল-'আওনের সভাপতি আফতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৩০ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৯ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

হারাগাছপাড়া, ঠাকুরগাঁও ৪ঠা ডিসেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন হারাগাছপাড়া দাখিল মাদরাসা মাঠে ঠাকুরগাঁও যেলা আল-'আওনের উদ্যোগে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আল-'আওনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুয্যাম্মেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১২ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৫ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা ৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার ঈশ্বরদী চরমিরকামারী মসজিদুত তাক্বওয়া প্রাঙ্গণে পাবনা যেলা আল-'আওনের উদ্যোগে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আল-'আওনের সভাপতি মুহাম্মাদ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১৯ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১৯ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আওতাধীনে পরিচালিত গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার অন্তর্গত গোবিন্দগঞ্জ থানা সদরে স্থাপিত গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় পাঁচ তলা ফাউণ্ডেশন দিয়ে নতুনভাবে মসজিদ ও মাদরাসা কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। দ্বীনদার ভাই-বোনদের নিকটে উক্ত মসজিদ ও মাদরাসা কমপ্লেক্স নির্মাণে আন্তরিক দো'আ ও আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছি।

সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা:

গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, সঞ্চয়ী হিসাব নং : ৩৭৭, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, গোবিন্দগঞ্জ শাখা।

নিবেদক
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রধান
সহ-সভাপতি,
মসজিদ পরিচালনা কমিটি
০১৭৩১-৪৮৫৭১৯, ০১৯৭৩-৪৮৫৭১৯

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৬১) : ভূমিকম্পের সময় ছালাত ছেড়ে চলে যাওয়া যাবে কি?

-ছফীউল্লাহ, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : যে কোন ভয়ংকর ও আতঙ্কজনক মুহূর্তে ছালাত ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া যাবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে সাপ ও বিচ্ছু দেখলে তা হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন *(আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১০০৪, সনদ ছহীহ)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। যেহেতু ভূমিকম্পে প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে, সেহেতু এক্ষেত্রে ছালাত ছেড়ে দিতে হবে এবং পরে পূর্ণ ছালাত আদায় করে নিতে হবে *(তাফসীরে সা'দী, বাক্বারাহ ২৩৯ আয়াতের তাফসীর; আল-মুগনী ৩/৯৭)*।

প্রশ্ন (২/১৬২) : সিজদা থেকে দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য ওঠার পদ্ধতি কি? কেউ বলছেন, হাঁটুতে হাত রেখে উঠতে হবে। কেউ বলছেন, আটা পেষার মত মুষ্টিবদ্ধ হাতের উপর ভর দিয়ে উঠতে হবে। কোনটি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ মাহমূদ, নওয়াপাড়া, যশোর।

উত্তর : হাতের তালুর ওপর ভর দিয়ে উঠতে হবে। সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দু'হাত মাটিতে রাখবে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতের জন্য ওঠার সময়ও হাতের তালুর উপর ভর করে দাঁড়াবে। কেননা এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, 'হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার হাদীছটি ছহীহ *(আবূদাঊদ হা/৮৪০; মিশকাত হা/৮৯৯)*। কিন্তু ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র (রাঃ) বর্ণিত 'আগে হাঁটু রাখার' হাদীছটি যঈফ *(আবূদাঊদ হা/৮৩৮; মিশকাত হা/৮৯৮; মির'আত ৩/২১৭-১৮; ইরওয়া হা/৩৫৭)*। আর মুষ্টিবদ্ধ হাতের উপর ভর করে সিজদা থেকে ওঠা ঠিক নয়। কেননা এর দ্বারা মাটিতে পুরোপুরি ভর দেয়া যায় না। ইবনে ওমর (রাঃ)-এর হাদীছে كَانَ يَعْجِنُ শব্দ এসেছে, যার অর্থ আটার খামীর যেমন হাতের পুরা চাপ দিয়ে করতে হয়, অনুরূপভাবে মাটিতে হাতের উপর পুরা ভর দিয়ে উঠতে হয় *(দ্র. মু'জামুল আওসাত্ব হা/৪০০৭; ছহীহাহ হা/২৬৭৪; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৫৮পৃ.)*।

উল্লেখ্য যে, যারা মনে করেন রাসূল (ছাঃ) বার্ধক্যের কারণে হাতে ভর করে দাঁড়াতেন তাঁদের ধারণা ভুল। কারণ ইবনু ওমর (রাঃ) সুন্নাতের অনুসরণ করার জন্যই এমন আমল করতেন। সেজন্য ইবনু ওমরের ছেলে ও তার সাথীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইবনু ওমর কি বার্ধক্যের কারণে এমন আমল করতেন? তারা জওয়াবে বলেছিলেন, না। বরং এমনভাবে তিনি নিয়মিত করতেন *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৬৩২; তামামুল মিন্নাহ ১/২০০; যঈফাহ হা/৯৬৮-এর আলোচনা দ্র., আছারটির সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩/১৬৩) : একাধিক ছেলে ও মেয়েদের মাঝে মেয়েদেরকে কি বেশী ভালবাসতে হবে, না-কি সমান ভালবাসতে হবে? আর জীবিত অবস্থায় সন্তানদের সম্পদ দিলে কি সমানভাবে দিতে হবে?

-ইদ্রীস আলী বিশ্বাস, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : সন্তানদের ভালোবাসার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের মাঝে সাধ্যমত সমতা রক্ষা করতে হবে। সম্ভবত প্রশ্নটি এসেছে নিম্নোক্ত হাদীছটি অনুসারে- একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর পাশে একজন ছাহাবী বসে ছিলেন। তার পুত্র সন্তানটি আগমন করলে সে চুমু দিয়ে নিজের কোলে বাসালো। একটু পরে তার কন্যা সন্তানটি আসলে তাকে পাশে বসিয়ে দিল। এটি দেখে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি উভয়ের মাঝে ইনছাফ করলে না কেন? *(বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৮৭০; ছহীহাহ হা/২৯৯৪)*। এখানে মেয়েকে বেশী ভালবাসার কথা বলা হয়নি; বরং কারও প্রতি বৈষম্য না করার কথা বলা হয়েছে, সেটা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক। দ্বিতীয়তঃ জীবিত অবস্থায় ছেলে ও মেয়েদের কোন সম্পত্তি দান করলে মীরাছ বণ্টনের বিধান অনুযায়ী মেয়েদেরকে ছেলের অর্ধেক হিসাবে দিতে হবে। আত্বা বলেন, তারা আল্লাহ্‌র বণ্টন অনুযায়ী সন্তানদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করতেন *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৩৩৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৬/২১৩; আব্দুল আযীয, আত-তাহজীল ফী তাখরীজে মা-লাম ইউখারাজ ফিল ইরওয়া ১৯১ পৃ:)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মীরাছ অনুপাতে সন্তানদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করে ইনছাফ করা ওয়াজিব *(আল-ইখতিয়ারাত ৫১৬ পৃ:)*।

উল্লেখ্য যে, সন্তানদের বিশেষ দান করার ব্যাপারে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। এক- যদি পিতা সন্তানদের কোন সম্পদ হেবা বা দান করতে চান তাহ'লে সকল সন্তানকে সমানভাবে দিতে হবে। আর মেয়েদেরকে ছেলেদের অর্ধেক দিতে হবে। তবে কাউকে বেশী দিতে চাইলে অন্য শরীকদের সম্মতি থাকতে হবে, যাতে তাদের মাঝে পক্ষপাতিত্ব ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি না হয়। দুই- বিষয়টি যদি সাধারণ ব্যয়ের ক্ষেত্রে হয় তাহ'লে কমবেশীতে বাধা নেই। যেমন দুই ছেলের মধ্যে এক ছেলে মেডিকেলে পড়ে যার খরচ অনেক বেশী। অপরদিকে আরেক ছেলে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে যার খরচ অনেক কম। অনুরূপভাবে কোন অসুস্থ, প্রতিবন্ধী বা অভাবী সন্তানের জন্য অতিরিক্ত খরচ করা ইত্যাদি। এরূপ খরচের ক্ষেত্রে কমবেশী করাতে কোন দোষ নেই *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৫/৩৮৯; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ২/৬৩)*। আর 'যদি তুমি দানের ক্ষেত্রে কাউকে প্রাধান্য দিতে চাও তাহ'লে মেয়েদের প্রাধান্য দিবে'–মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফাহ হা/৩৪০)*।

প্রশ্ন (৪/১৬৪) : দাদন ব্যবসা কাকে বলে? এটা কি বৈধ?

-মহব্বত আলী, নীলফামারী।

উত্তর : 'দাদন' শব্দটি ফার্সী দাদান (প্রদান করা) শব্দ থেকে

উদ্ভূত। কোন ব্যক্তি কোন ব্যবসায়িক চুক্তি হিসাবে কোন কিছু অগ্রিম দিলে তাকে দাদনদার বলা হয়। আঠারো শতকে বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা-ব্যবস্থাপনায় দাদন কথাটি একটি বাণিজ্যিক পরিভাষা হিসাবে চালু হয়। কোম্পানী বাযার থেকে পণ্য সংগ্রহের জন্য যে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিযুক্ত করত তাদের দাদন ব্যবসায়ী বলা হ'ত। তারা কিছু নির্ধারিত শর্তে পণ্য সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিতে কোম্পানীর কাছ থেকে আগাম অর্থ গ্রহণ করত। স্থানীয় বাযারে গিয়ে নির্ধারিত সময় ও বর্ণনা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহের শর্তে প্রকৃত উৎপাদক বা চাষীকে আগাম হস্তান্তর করার জন্যই তাদেরকে এ অর্থ প্রদান করা হ'ত। দাদন ব্যবসায়ীরা সরাসরি প্রকৃত উৎপাদককে কিংবা দালাল বা পাইকার (স্থানীয় আড়তদার) নামে অভিহিত দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে ঐ দাদন হস্তান্তর করত। দাদন ব্যবসায়ী এ কাজটি করত একটি নির্ধারিত কমিশনের বিনিময়ে যার একটা অংশ অন্যান্য মধ্যস্থতাকারী তথা দালালরাও পেত। বহু দাদন ব্যবসায়ী যথাসময়ে পণ্য সরবরাহে ব্যর্থ হ'ত, এমনকি তাদের অনেকে আগাম দেওয়া কোম্পানীর অর্থ নিয়ে গা-ঢাকা দিত। এসব কারণে ১৭৫৩ সালে দাদন প্রথা রহিত করা হয় *(দ্র. বাংলা পিডিয়া)*। তবে গ্রামবাংলায় এই দাদন ব্যবসা আজও অব্যাহত রয়েছে এবং তা সূদভিত্তিক। সূদের কারবারী মহাজনরা গ্রামের গরীব চাষীদের সূদে ঋণ বা দাদন দেয় এবং নির্ধারিত সময়ে সূদে-আসলে তা আদায় করে। বর্তমানে বিভিন্ন এনজিও'র ব্যানারে ঋণ কর্মসূচীর নামে চলছে চড়া সূদে দাদন ব্যবসা। এমনকি 'ইসলামী শরী'আহ ভিত্তিক পরিচালিত সংস্থা' লিখে সমিতির নামে চলছে দাদনের কারবার। সুতরাং যে নামেই হোক না কেন, সূদী কারবারী ও সূদভিত্তিক সকল প্রকার লেনদেন ইসলামে হারাম ও কবীরা গুনাহ *(বাক্বারাহ ২/২৭৫-২৭৯, আলে ইমরান ৩/১৩০)*। কোন ঈমানদার মুসলমানের জন্য এরূপ ঘৃণ্য ব্যবসায় জড়িত না হওয়া এবং দাদনদারদের সাথে লেনদেন থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৫/১৬৫) : শুনেছি মানুষের রক্ত ভক্ষণ হারাম। কিন্তু আমার দাতে সমস্যা থাকায় মাঝে মাঝে রক্ত বের হয়ে খাবারের সাথে ভিতরে চলে যায়। এটা হারাম ভক্ষণের শামিল হবে কি?

-রাজীবুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : এটি হারাম ভক্ষণের শামিল হবে না। কারণ মুখের ভিতরের রক্ত শরীরের অংশ। এটি নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। যদি বেশী বের হয় তবে কুলি করে ফেলে দিবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ক্রমিক ১৯৮১১, ২২/২৭২ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৬/১৬৬) : ওহী লেখক ছাহাবীগণের মাঝে কেউ কি মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন?

-তাহসীন আল-মাহী, রাজশাহী।

উত্তর : অহী লেখক ছাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবী সারাহ নামে একজন ছাহাবী মুরতাদ হয়েছিলেন। তিনি ওছমান (রাঃ)-এর দুধ ভাই ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে ওছমান (রাঃ) তাঁর জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে রাসূল (ছাঃ) তাঁকে নিরাপত্তা দেন। অতঃপর তিনি ইসলামে ফিরে আসেন এবং ইসলামের উপরেই তার মৃত্যু হয়। ওছমান (রাঃ) তাঁকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি অনেক রাজ্যও জয় করেন। মু'আবিয়া ও আলী (রাঃ)-এর ফিৎনার আমলে তিনি কোন পক্ষে যোগদান না করে মিসরের আসক্বালান কিংবা ফিলিস্তীনের রামাল্লায় আত্মগোপন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন *(আবূদাঊদ হা/২৬৮৫, ৪৩৫৮; ছহীহাহ হা/১৭২৩; আল-ইছাবাহ ৪/১১০, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৩৪)*।

প্রশ্ন (৭/১৬৭) : প্রতিবেশী হিন্দু হ'লে তার প্রতি প্রতিবেশীর হক আদায় করতে হবে কি?

-রবীউল ইসলাম, রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : প্রতিবেশী অমুসলিম হ'লেও বিধিসম্মতভাবে তাদের হক আদায় করতে হবে। যেমন তাদের সাথে সদাচরণ করা, বিপদে সহযোগিতা করা, গরীব হ'লে অর্থ সাহায্য করা ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন' *(মুমতাহিনাহ ৬০/৮)*। তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-এর জন্য তার পরিবারে একটি ছাগল যবেহ করা হ'ল। তিনি এসে বললেন, তোমরা কি আমাদের ইহূদী প্রতিবেশীকে (গোশত) হাদিয়া পাঠিয়েছ? আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'প্রতিবেশীর অধিকার প্রসঙ্গে জিব্রীল (আঃ) আমাকে অবিরত উপদেশ দিতে থাকেন, এমনকি আমার ধারণা হ'ল যে, হয়ত শীঘ্রই প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৫; তিরমিযী হা/১৯৪৩; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৭৪)*। এমনকি অমুসলিম প্রতিবেশীকে কুরবানীর গোশত দেওয়া যায় *(আল-মুগনী ৯/৪৫০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/৪২৪)*।

প্রশ্ন (৮/১৬৮) : যোহরের ছালাতে তাহিইয়াতুল মাসজিদ না যোহরের সুন্নাত আদায় করতে হবে? সময় পেলে উভয়টি আদায় করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ, নবীনগর, বি-বাড়িয়া।

উত্তর : ফজর বা যোহরের সুন্নাত আদায় করাই তাহিইয়াতুল মাসজিদের জন্য যথেষ্ট। তবে সময় পেলে উভয়টি আদায় করতে পারে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৭/২৪৪)*।

প্রশ্ন (৯/১৬৯) : ছহীহ হাদীছ অনুসারে ছালাত আদায় করার ফলে প্রায় ২ বছর যাবৎ আমার পরিবারের সাথে আমার মনোমালিন্য চলছে। সম্প্রতি এটা খুবই খারাপ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও আমার পিতাকে বুঝাতে পারিনি। এখন আমি এ বিষয়ে কি করতে পারি?

-মাহফূযুর রহমান, দাগনভূঁইয়া, ফেনী।

উত্তর : সাধ্যমত তাদের বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। যদি তারা হক গ্রহণ না করে তবুও তাদের সাথে দুনিয়াবী সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে *(লোক্বমান ৩১/১৫)*। হক-এর দাওয়াত পৌঁছানোই মূল কর্তব্য। গ্রহণ করা বা না করা তাদের ব্যাপার। আল্লাহ চাইলে আপনার প্রচেষ্টা ও দো'আর বরকতে একদিন নিশ্চয়ই তারা হক গ্রহণ করবেন। তবে পরিবারের সন্তুষ্টির

জন্য হককে পরিত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই। বরং যে কোন মূল্যে হককে আঁকড়ে থাকতে হবে *(ক্বাছাছ ২৮/৫৫-৫৬)*।

প্রশ্ন (১০/১৭০) : সফরে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত কয় রাক'আত এবং কোন কোন সুন্নাত আদায় করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-মাসঊদ মাহমূদ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : সফরে ক্বছর কেবল মাত্র চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন যোহর, আছর ও এশাতে। ফজর ও মাগরিবে পূর্ণ ছালাত আদায় করতে হবে। আর সুন্নাতের ক্ষেত্রে কেবল ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত সুন্নাত ও বিতর ছালাত পড়তে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) এই দু'ছালাত কখনো পরিত্যাগ করতেন না' *(দারেমী হা/১৫৯৪; ছহীহাহ হা/১৯৯৩; যাদুল মা'আদ ১/৪৭৩)*। অন্যান্য সুন্নাত ছালাতগুলো রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম সফরে পড়তেন না' *(বুখারী হা/১৬৭৩; মুসলিম হা/৬৮৯, ১২১৮; আছারুছ ছহীহাহ হা/১৭০)*।

প্রশ্ন (১১/১৭১) : আমার কোম্পানীর মালিক কাদিয়ানী। তবে তারা এ ব্যাপারে কর্মীদের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করে না। এক্ষণে এই কোম্পানীতে চাকুরী করা আমার জন্য জায়েয হবে কি?

-নকীব হাসান, ঢাকা।

উত্তর : যতক্ষণ না তাদের আদর্শ গ্রহণের চাপ দেবে ততক্ষণ এরূপ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/৪৮৬)*। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারে খাদ্যকষ্টের খবর জানতে পেরে আমি কাজের সন্ধানে বের হই। পরে একজন ইহূদীর বাগিচায় প্রতি বালতি একটি করে 'আজওয়া খেজুর প্রদানের শর্তে ১৭ বালতি পানি উত্তোলন করি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট সেগুলি নিয়ে যাই এবং তিনি তা থেকে ভক্ষণ করেন' *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ; ইরওয়া ৫/৩১৩-১৫, হাদীছ হাসান)*।

প্রশ্ন (১২/১৭২) : সূরা দুখানের ৪৪ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-খন্দকার জাহিদুল ইসলাম, ব্যাংকপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : আল্লাহ্র বাণী, 'নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য হবে। এই আয়াতে 'যাক্কুম' বলা হয়েছে। অন্যত্র এসেছে যরী'। কোথাও এসেছে পুঁজ-রক্ত। কুরতুবী বলেন, এই আয়াতগুলির মধ্যে সমন্বয় এই যে, জাহান্নামীদের অনেকগুলি স্তর থাকবে; একেক স্তরের পাপীকে একেক ধরনের নিকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হবে' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা গাশিয়াহ ৬ আয়াত)*। আরবদের বুঝানোর জন্যই তাদের পরিচিত এ সকল নিকৃষ্ট বৃক্ষের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে জাহান্নামের সবকিছু হবে জাহান্নামের মতই। দুনিয়াতে যার কোন তুলনা নেই।

প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : আমার শ্রম আর বন্ধুর টাকায় আমরা ব্যবসা করি এবং লাভ নেই সমান হারে। এক্ষণে যদি ব্যবসায় লোকসান হয় তাহ'লে আমার বন্ধুর টাকাতেই সেটা হচ্ছে। তাহ'লে এ ক্ষেত্রে লোকসানের ভাগীদার কে হবে? দু'জনেই, নাকি বন্ধু একাই হবে?

-মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম, বখশী বাযার, ঢাকা।

উত্তর : ইবনু কুদামা বলেন, এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী লোকসানের ভাগীদার হবে না। কেবল বিনিয়োগকারী হবে। তবে লাভের ক্ষেত্রে উভয়ে সমঝোতার ভিত্তিতে অংশীদার হবে। এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে আমরা জানি না *(ইবনু কুদামা ৫/২৭-২৮, ৫/৪৯, ৫১)*। কেননা লোকসানের ভাগীদার হ'লে ব্যবসায়ীকে দু'দিক থেকে দায়িত্ব নিতে হয়। প্রথমতঃ সে ব্যবসা পরিচালনা করে, আবার লোকসানেরও ভাগ বহন করে; যা যুলুমের পর্যায়ভুক্ত *(আল-মওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ৩৮/৬৪)*। আল্লাহ্ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*।

প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : রাসূল (ছাঃ) মি'রাজে কতকাল ছিলেন? কেউ কেউ বলেন, তিনি ২৭ বছর ছিলেন। এ সময় দুনিয়ার সবকিছু স্থির করে দেয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে দলীলসহ জবাব দিলে উপকৃত হব।

-মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, যশোর।

উত্তর : মি'রাজের রাতে তিনি সপ্তাকাশে গমন করেন ও একই রাতে তিনি নেমে আসেন এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে নবীগণের ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর বোরাকে চড়ে রাত্রি কিছু বাকী থাকতেই মক্কায় মাসজিদুল হারামে ফিরে আসেন *(বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৬৪, ১৭৮; মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৬; তাফসীর ইবনু কাছীর)*। পুরা ঘটনাটিই ঘটে অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে, যা মানবীয় জ্ঞানের বহির্ভূত। কিন্তু এতে দুনিয়ার সবকিছু ২৭ বছর স্থির করে দেয়া হয়েছিল কিংবা দুনিয়াতে স্বাভাবিক কোন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছিল বলে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। অতএব উপরোক্ত কথা গ্রহণযোগ্য নয় *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ২০৭-২১০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৫/১৭৫) : ৭টি কারণে দরিদ্রতা আসে। যথা- দ্রুত ছালাত, দাঁড়িয়ে পেশাব, পেশাবের স্থানে ওযূ, দাঁড়িয়ে পানি পান, ফুঁ দিয়ে বাতি নেভানো, দাঁত দিয়ে নখ কাটা, পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা মুখ ছাফ করা। এটি কি কোন হাদীছ?

-আব্দুল ওয়াহীদ, যশোর।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে নিঃসন্দেহে উপরোক্ত কর্মগুলো ইসলামী আদবের বিপরীত হওয়ায় পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার পূর্বে নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কিভাবে ছালাত আদায় করতেন?

-ওয়ালীউল্লাহ, কাঁটাখালী, রাজশাহী।

উত্তর : প্রথম কুরআন নাযিলের পর জিব্রীলের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) ওযূ ও ছালাত শিক্ষা করেন *(আহমাদ হা/১৭৫১৫, দারাকুৎনী হা/৩৯৯, মিশকাত হা/৩৬৬; ছহীহাহ হা/৮৪১)*। হিজরতের স্বল্পকাল পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হবার আগ পর্যন্ত ফজরের দু'রাক'আত ও আছরের দু'রাক'আত করে ছালাত আদায়ের নিয়ম জারী ছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, শুরুতে ছালাত বাড়ীতে ও সফরে দু' দু' রাক'আত করে ছিল *(মুসলিম হা/৬৮৫; আবূদাঊদ হা/১১৯৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১১)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য

'অতিরিক্ত' (نَافِلَةً) ছিল তাহাজ্জুদের ছালাত *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭৯)*। সেই সাথে ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে রাত্রির নফল ছালাত আদায় করতেন *(মুয্যাম্মিল ৭৩/২০; তাফসীরে কুরতুবী)*। অতঃপর মি'রাজের রাত্রিতে নিয়মিতভাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয় *(বুখারী হা/৩২০৭; মুসলিম হা/১৬২; মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৫ দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ২৯ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭৭) : ছালাত আদায়কালীন সময়ে কলিংবেল বাজলে করণীয় কি?

-হাফীযুর রহমান, রামরায়পুর, নওগাঁ।

উত্তর : এক্ষেত্রে মুছল্লী নফল ছালাতে থাকলে ছালাতরত অবস্থায় দরজা খুলে দিয়ে ছালাত অব্যাহত রাখবে *(আবূদাঊদ হা/৯২২; তিরমিযী হা/৬০১)*। তবে দূরত্ব বেশী হ'লে ছালাত ছেড়ে দিয়ে পুনরায় নতুনভাবে ছালাত শুরু করবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/১৭৩)*। আর ফরয ছালাতে থাকলে যরূরী প্রয়োজন ব্যতীত ছালাত পরিত্যাগ করবে না। সম্ভব হ'লে পুরুষ সুবহানাল্লাহ বলে ও নারী হস্তাঘাত দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করবে যে এখন সে ছালাতে আছে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের ছালাতে কোন ব্যাপার ঘটলে তোমরা সুবহানাল্লাহ বলবে। হাতচাপড়ানো কেবল নারীদের জন্য ও পুরুষদের জন্য সুবহানাল্লাহ বলা' *(বুখারী হা/১২১৮; মুসলিম হা/৪২১; আহমাদ হা/২২৮৫৩)*। তবে বাধ্যগত অবস্থায় ছালাত ছেড়ে দিতে হবে এবং দরজা খুলে পুনরায় নতুনভাবে ছালাত শুরু করবে' *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/৩৪৭)*।

প্রশ্ন (১৮/১৭৮) : জুম'আর খুৎবা চলাকালীন সময়ে দো'আ কবুলের আশায় মনে মনে ইচ্ছানুযায়ী দো'আ করা যাবে কি?

-আবু তালেব, চালা, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : খুৎবা চলাকালীন সময়ে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলা নিষেধ *(বুখারী হা/৯৩৪; মুসলিম হা/৮৫১; মিশকাত হা/১৩৮৫)*। সুতরাং এসময় বিশেষ কোন দো'আ পাঠ করা উচিৎ নয়। তবে ইমামের দো'আ বা বক্তব্যের উত্তরে নিম্নস্বরে আমীন বা অন্যান্য তাসবীহ বলা যাবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩০/২৪৩)*। এক্ষণে খুৎবার সময় দো'আ কবুলের সময় মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার অর্থ হ'ল ইমামের দো'আয় শরীক হয়ে আমীন বলা, দু'খুৎবার মধ্যবর্তী সময়ে দো'আ করা, ছালাতের মধ্যে দো'আ করা প্রভৃতি *(মুসলিম হা/৮৫৩; মিশকাত হা/১৩৫৮; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩০/২৪৩, ২৪৮; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১৭০, ১৬/৬৮)*।

প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : পিতা-মাতার কবরের পার্শ্বে গিয়ে দুই হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? এ সময় কিবলামুখী হ'তে হবে কি?

-আনোয়ার, চণ্ডিপুর বাযার, ঝিনাইদহ।

উত্তর : কবরের পার্শ্বে গিয়ে হাত তুলে মুনাজাত করা যাবে। তবে জামা'আতবদ্ধভাবে নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) একাকী কবরস্থানে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে হাত তুলে মুনাজাত করেছেন *(মুসলিম হা/৯৭৪; নাসাঈ হা/২০৩৭; আহমাদ হা/২৫৮৯৭)*। এজন্য কিবলামুখী হওয়ার শর্ত নেই। অতএব সুবিধামত যেকোন দিকে মুখ করে দো'আ করা যাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৭/১৬৬; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৩৭; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ক্রম ৮২)*।

প্রশ্ন (২০/১৮০) : আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহকে নবী করীম (ছাঃ) দেখেছেন বলে দাবীকারী মিথ্যুক। আবার আরেক ছাহাবী (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহকে দেখেছেন। এমতাবস্থায় কার কথা মানতে হবে?

-নূর-ই- আলম ছিদ্দীকী, ধাপ, রংপুর।

উত্তর : মি'রাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেননি। আবু যার গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ'ল, আপনি কি আল্লাহকে দেখেছেন? জবাবে তিনি বললেন, 'আল্লাহ তো নূর। আমি কি করে তাঁকে দেখব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৯-৫৬৬০ 'আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করা' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, '...যে ব্যক্তি বলে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় পালনকর্তাকে দেখেছেন সে মিথ্যা বলে। অতঃপর তিনি দেখতে না পারার প্রমাণে দলীল পেশ করে বলেন, 'কোন চোখ তাঁকে দেখতে পারে না। বরং তিনি সকল চোখকে দেখতে পান' *(আন'আম ৬/১০৩)*। তারপর পাঠ করলেন, 'অহীর মাধ্যমে বা পর্দার আড়াল থেকে ব্যতীত আল্লাহ্র সাথে কথা বলা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় *(শূরা ৫১; মুসলিম হা/১৭৭; তিরমিযী হা/৩০৬৮)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র বাণী, 'যা সে দেখেছে তার হৃদয় তা অস্বীকার করেনি.. নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল *(নাজম ৫৩/১১ ও ১৩)*। তিনি তাকে অন্তরে দু'বার দেখেছেন *(মুসলিম হা/১৭৬; মিশকাত হা/৫৬৬০)*। এখন দু'বার কাকে দেখেছেন এর ব্যাখ্যায় ছাহাবীগণ বলেন, নবী করীম (ছাঃ) জিব্রীল (আঃ)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন তাঁর ছয়শত ডানা বিশিষ্ট অবস্থায়। তাঁর প্রসারিত ডানা পূর্ব ও পশ্চিমের (আকাশ ও পৃথিবীর) মধ্যবর্তী স্থানকে বেষ্টন করে রেখেছিল। এ দর্শনকে নবী করীম (ছাঃ)-এর অন্তর মিথ্যা মনে করেনি' *(মুসলিম হা/১৭৪; তিরমিযী হা/৩২৮৩; মিশকাত হা/৫৬৬২)*। উল্লেখ্য যে, যে সকল হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর রবকে দেখেছেন তা জাল বা যঈফ *(হাকেম হা/৩২৩৪; তিরমিযী হা/৩২৭৯; যিলালুল জান্নাহ হা/৪৩৭)*। এক্ষণে ইবনু আব্বাসের বক্তব্য সত্য হিসাবে ধরলেও তা তার নিজস্ব উক্তি হওয়ায় এবং আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতিবাদ থাকায় তা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৫০৯; ইবনুল ক্বাইয়িম, ইজতিমাউ জুয়ূশিল ইসলামিয়াহ ১/১২)*।

প্রশ্ন (২১/১৮১) : আমাদের এলাকায় একটি পার্ক নির্মিত হচ্ছে। পার্কের প্রায় মধ্যস্থলে পড়েছে অত্র এলাকার গোরস্থানটি। পার্কে গান-বাজনা হওয়ায় গোরস্থানের ভাবগাম্ভীর্য বিনষ্ট হচ্ছে। এমতাবস্থায় গোরস্থানটি কি অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে, না-কি ঐ অবস্থাতেই রেখে দিতে হবে? আর স্থানান্তর করলে কিভাবে করতে হবে? গোরস্থানের সকল মাটি উত্তোলন করে স্থানান্তর করা যাবে কি? উল্লেখ্য যে, প্রায় ২০ শতাংশ জায়গার উপর অবস্থিত গোরস্থানটি প্রায় অর্ধশত বছরের পুরোনো এবং ওয়াক্ফকৃত।

-আব্দুস সাত্তার, পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : শারঈ কারণ ব্যতীত কবর খনন করে লাশ উঠানো বা গোরস্থান স্থানান্তর করা জায়েয নয়। তাতে লাশের অসম্মান করা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, লাশের হাড্ডি ভাঙ্গা জীবিতের

হাড্ডি ভাঙ্গার সমান *(মুওয়াত্ত্বা, আবূদাঊদ হা/৩২০৭; মিশকাত হা/১৭১৪ 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ)*। লাশ বহন সময়কালীন করণীয় সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমরা লাশ উঠাবে তখন ধাক্কা-ধাক্কি এবং জোরে নাড়া-চাড়া করো না; বরং ধীরে ধীরে নিয়ে চলবে' *(বুখারী হা/৫০৬৭; মিশকাত হা/৩২৩৭)*। অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ থেকে জানা যায় যে, মুমিনের সম্মান মৃত্যুর পরেও অবশিষ্ট থাকে যেমন জীবিত অবস্থায় ছিল' *(ফাৎহুল বারী ৯/১১৩)*।

তবে যদি বাধ্যগত প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহ'লে কবর খনন করে লাশ উঠানো জায়েয' *(আল-বাজী, আল-মুনতাক্বা শারহুল মুওয়াত্ত্বা ৩/২২৫; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৩/২১৫; আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ১০৭, পৃঃ ৬৯ ও ৯১)*। যেমন মু'আবিয়া (রাঃ) একটি পানির নহর প্রবাহিত করার জন্য ওহোদ যুদ্ধে শহীদ কতিপয় ছাহাবীর কবর খনন করে তাঁদের লাশ অন্যত্র দাফনের ব্যবস্থা করেন *(ইবনুল মুবারাক, কিতাবুল জিহাদ হা/৯৮)*। অনুরূপভাবে জাবের (রাঃ) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ওহোদ যুদ্ধে শাহাদত বরণের ছয় মাস পর তাঁকে কবর থেকে উত্তোলন করে অন্যত্র দাফন করেন *(বুখারী হা/১৩৫১)*। এছাড়া কবর যদি বহু পুরানো হয় এবং তাতে লাশের হাড়-হাড্ডির কোন চিহ্ন না থাকে তাহ'লে মুসলমানদের কল্যাণে সেখানে নতুন লাশ দাফন করা বা সেখানে মসজিদ ও বাড়ি-ঘর নির্মাণ, চাষাবাদ ইত্যাদি করা যেতে পারে' *(ইমাম নববী, আল-মাজমূ' ৫/৩০৩; ইবনু কুদামা, মুগনী ২/১৯৪, ৪১৩)*।

তবে প্রশ্নোল্লেখিত অবস্থায় কয়েকটি কারণে গোরস্থানটি স্থানান্তর করা ঠিক হবে না। এক. কবরস্থানটি ওয়াকফকৃত। আর ওয়াক্ফকৃত স্থান একান্ত বাধ্যগত অবস্থা ব্যতীত স্থানান্তর করা জায়েয নয় *(বুখারী হা/২৭৬৪; মুসলিম হা/১৬৩২; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩১/২৫২, ২৬৫)*। দুই. এখানে শক্তিশালী কোন শারঈ কারণ নেই। কেননা পার্ক কর্তৃপক্ষের খেল-তামাশার স্বার্থে মুসলমানের ওয়াকফকৃত কবরস্থান স্থানান্তর করা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। তিন. শারঈ প্রয়োজন ব্যতীত কবর স্থানান্তর করা মুসলিম মাইয়েতগণের প্রতি অমর্যাদাকর। অতএব সার্বিক বিবেচনায় উক্ত কবরস্থানটি স্থানান্তর করা সঠিক হবে না।

প্রশ্ন (২২/১৮২) : আমার পিতা মৃত্যুর পূর্বে একটি সম্পদ ব্যতীত সকল সম্পদ বণ্টন করে দেন। কিন্তু পরে বুঝতে পারেন যে, আমাকে কিছু অংশ বেশী দেওয়া হয়েছে। সেজন্য তিনি আমাকে অছিয়ত করেন যে, যে অংশটুকু বণ্টন হয়নি তা থেকে তুমি কিছুই গ্রহণ করবে না। কিন্তু আমার নিকট যা বেশী আছে তা অবণ্টিত সম্পত্তিতে পাওনা সম্পদের সমান নয়। এক্ষণে আমার পিতার অছিয়ত পূরণ করা কি আমার জন্য আবশ্যক? আমার করণীয় জানতে চাই।

-হাফীযুর রহমান, মহিষবাথান, রাজশাহী।

উত্তর : সম্পদের ব্যাপারে পিতার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য অছিয়ত কার্যকরী নয়। কারণ সন্তান পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব ওয়ারিছের জন্য কোন অছিয়ত নেই' *(আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি, ছহীহুল জামে' হা/১৭৮৯; মিশকাত হা/৩০৭৩ 'ফারায়েয' অধ্যায় 'অছিয়ত' অনুচ্ছেদ)*। তবে ওয়ারিছ ব্যতীত অন্য কারো জন্য অছিয়ত করলে সম্পদের এক- তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পূরণ করা যাবে *(বুখারী হা/২৭৪২; মুসলিম হা/১৬২৮; মিশকাত হা/৩০৭১)*। এক্ষণে অবণ্টিত সম্পদ থেকে শরী'আত মোতাবেক যদি প্রশ্নকর্তার কিছু প্রাপ্য থাকে তবে তিনি অন্য শরীকদের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে নির্ধারিত অংশটি বুঝে নিতে পারবেন। কেননা মীরাছের বণ্টননীতি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত *(নিসা ৪/১১)*।

প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : আমাদের এলাকায় মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা হয়। জায়গা সংকুলান না হওয়ায় সেখানে একাধিক জামা'আত করা যাবে কি? নাকি একাধিক জামা'আত করলে তা বিদ'আত হবে?

-শামীম রেযা, বড়দাদপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : প্রথমত, মসজিদ হ'তে ভিন্ন স্থানে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব পার্শ্বের ময়দানে ঈদের ছালাত আদায় করতেন *(যাদুল মা'আদ ১/৪২৫ পৃঃ; আলবানী, ছালাতুল ঈদায়েন ফিল মুছাল্লা বই)*। অথচ মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের ফযীলত অনেক বেশী *(মুসলিম হা/১৩৯৪; ইবনু মাজাহ হা/১৪০৪)*। তবে বাধ্যগত কারণে মসজিদে পড়া যাবে *(মির'আত ৫/৬১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/১৪২)*। দ্বিতীয়ত, একই স্থানে ঈদের ছালাত একাধিকবার পড়ার পক্ষে কোন দলীল নেই। সুতরাং যাদের ছালাত ছুটে যাবে তারা পরে নিজেরা একাকী কিংবা জামা'আতে পড়ে নিবে। তবে পার্শ্ববর্তী অন্য কোন ঈদের জামা'আত খুঁজে নেওয়াই উত্তম *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব)*।

প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : ওমর (রাঃ) কি মসজিদকে সাধারণ কবিতা আবৃত্তি, গল্প-গুজব করার জন্য মসজিদের পার্শ্বে একটি বারান্দা তৈরী করেছিলেন?

-আব্দুল মান্নান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক। মসজিদকে বিশেষ করে মসজিদে নববীকে এগুলো থেকে মুক্ত রাখার জন্য ওমর (রাঃ) এধরনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সালেম ইবনু ওমরের বরাতে বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) মসজিদে নববীর পার্শ্বে একটি বড় চত্বর বানিয়েছিলেন, এর নাম রাখা হয়েছিল বুত্বায়হা। তিনি লোকেদেরকে বলে রেখেছিলেন, যে ব্যক্তি বাজে কথা বলবে অথবা কবিতা আবৃত্তি করবে অথবা উঁচু কণ্ঠে (দুনিয়াবী) কথা বলতে চায়, সে যেন সেই চত্বরে চলে যায়' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৪২২; মিশকাত হা/৭৪৫; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২০০৫৩; সনদ ছহীহ, আলবানী, ইছলাহুল মাসাজিদ; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার হা/৩৯৪)*। তবে মসজিদের ভিতরে ইসলামী জাগরণী বা দ্বীনী আলোচনা করায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : ওহোদ যুদ্ধের শহীদদের জানাযা কি আট বছর পর পড়া হয়েছিল? শহীদদের জানাযা পড়ানো কি নাজায়েয?

-তাওহীদুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : আট বছর পর ওহোদ শহীদদের নিকট গিয়ে রাসূল

(ছাঃ) দো'আ করেছিলেন। যেমন ওক্ববাহ বিন আমের (রাঃ) বলেন, আট বছর পর নবী করীম (ছাঃ) ওহোদের শহীদদের জন্য (কবরস্থানে) এমনভাবে দো'আ করলেন যেমন কোন বিদায় গ্রহণকারী জীবিত ও মৃতদের জন্য দো'আ করেন *(বুখারী হা/৪০৪২; মুসলিম হা/২২৯৬; মিশকাত হা/৫৯৫৮)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) একদা বের হ'লেন এবং ওহোদে পৌঁছে মাইয়েতের জন্য যেরূপ (জানাযায়) দো'আ করা হয় ওহোদের শহীদানের জন্য অনুরূপ দো'আ করলেন' *(বুখারী হা/১৩৪৪; মুসলিম হা/২২৯৬)*। উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী ও আবু হাতেম বলেন, মাইয়েতের জন্য ছালাতে দো'আ পাঠের ন্যায় তিনি দো'আ করলেন *(মুসলিম হা/২২৯৬-এর ব্যাখ্যা; মির'আত ৫/৪০০; ইবনু হিব্বান হা/৩১৯৯)*। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, সম্ভবত রাসূল (ছাঃ) তাঁর মৃত্যু নিকবর্তী হওয়ার বিষয়টি জেনে নেওয়ার ফলে ওহোদের শহীদগণের জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন *(ফাৎহুল বারী ৩/২১০)*। উল্লেখ্য যে, শহীদগণের জন্য সাধারণভাবে জানাযার ছালাত নেই। কারণ ছালাত হ'ল মাইয়েতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। আর শহীদদের আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন' *(কুরতুবী, আল-বায়ান ওয়াত তাহছীল ২/২৯৯)*। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ওহোদের শহীদগণকে রক্তমাখা দেহে দাফন করেন। তিনি তাদের জানাযার ছালাত আদায় করেননি *(বুখারী হা/১৩৪৩; মিশকাত হা/১৬৬৫)*। অবশ্য কেউ চাইলে শহীদগণের জন্যও জানাযার ছালাত আদায় করতে পারেন। তবে এটি ওয়াজিব নয় *(নাসাঈ হা/১৯৫৩; শারহু মা'আনিল আছার হা/২৬৫৭, সনদ হাসান; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/৮২)*।

প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : যে সকল ইমাম বিশ্বাস করেন যে, 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান'- তাদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ফায়ছাল, চট্টগ্রাম।

উত্তর : এই আক্বীদাহ যারা পোষণ করে তাদের পিছনে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। তবে বিকল্প মসজিদ বা ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ের সুযোগ থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করাই উত্তম *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/২৮০-৮১, ৭/৫০৭, ২৩/২৫৬; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১৪/৩৩; আলবানী, তাখরীজুত তাহাবিয়াহ ১/৬৭; মাজমূ' ফাতাওয়া ১/৭)*। উল্লেখ্য যে, 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান' এধরনের আক্বীদা বাতিল। আল্লাহ্র সত্তা সর্বত্র বিরাজমান নয়। বরং তাঁর ইল্ম ও কুদরত অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান *(ত্বোয়া-হা ২০/৪৬)*। তিনি সপ্তম আসমানের উপরে আরশে সমুন্নীত *(আল-আ'রাফ ৭/৫৪; ইউনুস ১০/৩; রা'দ ১৩/২; ত্বোয়াহা ২০/৫; আল-ফুরক্বান ২৫/৫৯; সাজদাহ ৪; হাদীদ ৪; মুসলিম হা/৮৩৬, 'মসজিদ' অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৩০৩)*। মু'আত্ত্বিলাগণ 'আরশে অবস্থান' সম্পর্কিত সর্বমোট সাতটি আয়াতের অর্থ করেছেন 'মালিক হওয়া', কেউ করেছেন 'আরশ সৃষ্টির ইচ্ছা করা' ইত্যাদি। এইভাবে এঁরা ২৫ প্রকারের সম্ভাব্য অর্থ ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) এসবের প্রতিবাদে ৪২টি যুক্তি পেশ করেছেন *(ইবনুল ক্বাইয়িম, মুখতাছার ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ ২/১২৬-১৫২)*। ইমাম যাহাবী উক্ত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় ৯৬টি হাদীছ, ২০টি আছার ও আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণের ১৬৮টি বক্তব্য সংকলন করেছেন *(যাহাবী, 'মুখতাছারুল 'উলু')*।

মূলতঃ তাদের কল্পিত উক্ত অর্থগুলো রূপক। আর আল্লাহ্র ছিফাতের বিষয়ে বর্ণিত আয়াতের এরূপ রূপক ও কাল্পনিক অর্থ করা অন্যায়। তাই এ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম মালিক বিন আনাস (রহঃ) বলেছিলেন, 'সমুন্নীত' শব্দের অর্থ সুবিদিত, কিভাবে সেটা অবিদিত, এর উপরে ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা বিদ'আত' *(ইমাম লালকাঈ, 'উছূলু ই'তিক্বাদ' ৩/৩৮৭ টীকা-২; শাহরাস্তানী, 'আল-মিলাল' ১/৯৩; দ্রঃ থিসিস পৃঃ ১১৫-১১৭)*।

প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : মসজিদে কথা বললে ছাওয়াব কর্তন করা হবে কি? শুনা যায়, আগুন যেমন কাঠকে পুড়িয়ে দেয় তেমনি মসজিদে কথা বলা ছওয়াবকে পুড়িয়ে দেয়'। মসজিদে ইসলামী নাটক করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

উত্তর : 'আগুন যেমন কাঠকে পুড়িয়ে দেয় তেমনি মসজিদে কথা-বার্তা ছওয়াবকে পুড়িয়ে দেয়' মর্মের বর্ণনাটি জাল *(যঈফাহ হা/০৪)*। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, চতুষ্পদ জন্তু যেমন তৃণলতা খেয়ে ফেলে তেমনি মসজিদে কথা-বার্তা বলা ছওয়াবকে খেয়ে ফেলে' সেটিও ভিত্তিহীন *(যঈফাহ হা/০৪; আছ-ছামারুল মুস্তাতাব ৬৮৩ পৃ:)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'মসজিদে কথা বললে চল্লিশ বছরের আমল বিনষ্ট হয়ে যায়'। সেটিও ভিত্তিহীন *(আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাতাব ৬৮৩ পৃ:)*। সুতরাং মসজিদে কথা বললেই ছওয়াব কর্তন করা হবে- এ কথা ঠিক নয়। কারণ মসজিদে প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলা জায়েয *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ২/১৮৭; তোহফাতুল আহওয়াযী ২/২৩২)*। আর মসজিদে শরী'আত সম্মত কোন অনুষ্ঠান করায় বাধা নেই। জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র নবী ও ছাহাবীগণের সাথে একশরও অধিকবার মসজিদে মিলিত হয়েছি। তাদেরকে দেখেছি, তারা পরস্পরে কবিতা ও জাহেলী যুগের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আর তিনি মাঝে-মধ্যে তাদের সাথে মুচকি হাসতেন *(আহমাদ হা/২০৮৮৫; আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাতাব ৮৩২ পৃ:, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) প্রায়ই ফজরের ছালাতের পর ছাহাবীদের নিয়ে জাহেলী যুগ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। এতে ছাহাবীগণ হাসাহাসি করতেন ও তিনি মুচকি হাসতেন *(মুসলিম হা/৬৭০; মিশকাত হা/৪৭৪৭)*। হাস্সান বিন ছাবিত (রাঃ)-কে মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে দেখে ওমর (রাঃ) বাধা দিলে হাসসান বলেন, আমি রাসূলের যুগে কবিতা আবৃত্তি করতাম। তিনি আমাকে বাধা দেননি' *(বুখারী হা/৩২১২; মুসলিম হা/২৪৮৫)*। অতএব মুছাল্লীদের কষ্ট না দিয়ে এবং মসজিদের আদব বিরোধী কথা-বার্তা না থাকলে যেকোন ইসলামী অনুষ্ঠান মসজিদে করা যাবে। আর যা নিষিদ্ধ তা হ'ল মসজিদে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, হারানো বস্তু খোঁজ করা, পরনিন্দা করা, চোগলখুরি করা, গোলাকৃতি হয়ে বসে অর্থহীন দুনিয়াবী গল্প-গুজব করা, চিৎকার করে কথা বলা ইত্যাদি *(নববী, আল-মাজমূ' ২/১৭৭; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/২০০; তাফসীরে কুরতুবী সূরা নূর ৩৭ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

Contents

প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : আমাদের মসজিদটি দো'তলা। যেটুকু জমি তার সবটুকু মসজিদ, ওযূখানা ও টয়লেট-প্রস্রাবখানা। ইমাম ও মুওয়াযযিনের থাকার কোন জায়গা নেই। এক্ষণে মসজিদের ছাদের উপর ইমামের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণ করা যাবে কি?

-আবুল কালাম আযাদ, মোল্লাপাড়া, খুলনা।

উত্তর : মসজিদ যদি ওয়াক্ফকৃত হয় এবং ওয়াক্ফকারীর পূর্ব থেকে মসজিদের উপর কোয়ার্টার নির্মাণের পরিকল্পনা থাকে তবে মসজিদের আদব বজায় রেখে কোয়ার্টার নির্মাণ করা যেতে পারে। আর পূর্ব থেকে পরিকল্পনা না থাকলে দাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোয়ার্টার নির্মাণ করা সমীচীন নয়। কেননা সেটি কেবল মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যেই ওয়াক্ফ করা হয়েছে। আর ওয়াক্ফকৃত না হ'লে এতে কোন বাধা নেই, *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১২/২৯৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/৫/২২০)*। শায়খ আলবানীসহ কতিপয় বিদ্বানের মতে, কেবল মসজিদের কল্যাণার্থে হ'লে এরূপ নির্মাণকাজ জায়েয। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন মসজিদের আদব বজায় থাকে *(আলবানী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া ১/২৭৮)*। উল্লেখ্য যে, মসজিদ স্বতন্ত্রভাবে একক উদ্দেশ্যে নির্মাণ করাই সর্বোত্তম।

প্রশ্ন (২৯/১৮৯) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, জুদী পাহাড়ের ঝরনার প্রবাহ থেকেই যমযম কূপের উৎপত্তি হয়েছে। উক্ত কথাটির সত্যতা জানতে চাই।

-কাযী আযহার আলী, স্টেশন রোড, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে এই পানি সরবরাহ করে থাকেন। ইসলামের ইতিহাসে যমযম কূপের উৎপত্তি নিয়ে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। নবী ইবরাহীম (আঃ) তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্র আদেশে মক্কার বিরান মরুভূমিতে রেখে আসেন। তাঁর রেখে যাওয়া খাদ্য পানীয় শেষ হয়ে গেলে হাজেরা পানির সন্ধানে পার্শ্ববর্তী ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাতবার ছোটাছুটি করেছিলেন। এসময় জিবরীল (আঃ)-এর পা বা ডানার আঘাতে মাটি ফেটে পানির ধারা বেরিয়ে আসে। ফিরে এসে এই দৃশ্য দেখে হাজেরা পাথর দিয়ে পানির ধারা আবদ্ধ করলে তা কূপের রূপ নেয়। এসময় হাযেরা উদ্গত পানির ধারাকে যমযম অর্থাৎ থাম!- বলায় এর নাম যমযম হয়েছে। পরবর্তীতে নবী ইবরাহীম (আঃ) এই কূপের পাশে কা'বা গৃহ পুনঃনির্মাণ করেন *(বুখারী হা/৩৩৬৪; ছহীহ সীরাতুন নবাবিয়াহ ৪১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩০/১৯০) : আমি মানত করেছিলাম, আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করলে প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতে এক চিল্লা দেব। আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেছেন। কিন্তু আমি জানতে পারলাম, তাবলীগ জামা'আতের কার্যক্রম ভুলে ভরা। এক্ষণে আমার জন্য করণীয় কি?

-নাঈম আশরাফ, মাস্টারপাড়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এক্ষেত্রে নযর বা মানত পূর্ণ না করে কসমের কাফফারা দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে কোন লোক মানত করলে সে যেন তা পূর্ণ করে। আর তাঁর অবাধ্যতার উদ্দেশ্যে মানত করলে সে যেন তা পূর্ণ না করে' *(বুখারী হা/৬৬৯৬; মিশকাত হা/৩৪২৭)*। অতএব এক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, অবাধ্যতার কাজে কোন মানত নেই। আর কসমের কাফফারাই মানতের কাফফারা' *(মুসলিম হা/১৬৪৫; মিশকাত হা/৩৪২৯)*। আর কসমের কাফফারা হ'ল ১০ জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা অথবা একজন দাসকে মুক্ত করা কিংবা তিনদিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (৩১/১৯১) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, ছোট বাচ্চাদের কপালে টিপ দিলে মানুষের বদ নযর থেকে তারা রক্ষা পায়। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-নাজমুল হুদা, চরমোহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। বরং এটি হিন্দুয়ানী প্রথা থেকে আগত। প্রাচীন ভারতে হিন্দুরা যেসকল ধারণা থেকে টিপ ব্যবহার করত তন্মধ্যে একটি হ'ল শিশুর উপর থেকে দুষ্ট শক্তির প্রভাব দূর করা। এমনকি তারা এটিকে তৃতীয় চোখ মনে করত। সুতরাং এরূপ ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কোন মুসলমান এ ধরনের সামাজিক নিদর্শনের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের অনুকরণ করলে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে *(আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭, 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩২/১৯২) : একই ব্যক্তির জানাযায় একাধিকবার অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

-আনীসুর রহমান, দারিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : একজন মৃত ব্যক্তির জানাযার ছালাত একাধিকবার পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত অনেক বার পড়া হয়েছিল *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৭৫৪)*। অনুরূপভাবে একই ব্যক্তির জানাযা পুনরায় অনুষ্ঠিত হ'লে একজন একাধিকবারও শরীক হ'তে পারে *(বুখারী হা/১৩২১; মিশকাত হা/১৬৫৮; মির'আত ৫/৩৯০ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২২৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : কোন হিন্দু যদি যবেহ করার সময় বিস্মিল্লাহ বলে যবেহ করে তাহ'লে উক্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া বৈধ হবে কি?

-উম্মে হাসীবা, চামাগ্রাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হিন্দুরা বিসমিল্লাহ বলে পশু যবেহ করলেও উক্ত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না। কারণ হিন্দুরা মুশরিকদের মতই অপবিত্র *(তওবাহ ৯/২৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২২/৪৩৯; মাজাল্লাতু মাজমাঈল ফিক্বহিল ইসলামী ১০/২৪৩)*। উল্লেখ্য যে, কোন আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খৃষ্টানের যবেহকৃত পশু ভক্ষণ করা জায়েয, যদি সে যবেহকালে বিসমিল্লাহ বলে *(মায়েদা ৫/৫)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : শীতকালে নাকসহ মুখ ঢেকে এবং কুওমার সময়ে চাদরের নীচে হাত বেঁধে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-খাদেমুল ইসলাম, জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তর : নাক-মুখ ঢেকে ছালাত আদায় করা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) মুখ ঢেকে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/৯৬৬; মিশকাত হা/৭৬৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৮৮৩)*। আর ঠাণ্ডার কারণে হাতের উপর চাদর রাখাতে কোন দোষ নেই। তবে কাপড় দ্বারা নিজেকে পেঁচানো যাবে না' *(বুখারী*

হা/৮০৯; আবূদাউদ হা/৮৮৯; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১২/৩৪)।

প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর সময় কি বলে সালাম ফিরাতে হবে?

-ডা. মুহসিন আলী, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : দো'আয়ে মাছূরাহ ও অন্যান্য দো'আ শেষে ডাইনে ও বামে কেবল *'আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ'* বলবে' *(নাসাঈ হা/১৩২৫; মিশকাত হা/৯৫০)*। এটিই সর্বোত্তম। আর কেবল ডাইনে বা বামে সালামের শেষদিকে *'ওয়া বারাকা-তুহূ'* বৃদ্ধি করার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। অতএব তা পরিহার করাই উত্তম। কারণ সালাম ছালাতের একটি রুকন যা ইখতিলাফ মুক্ত হওয়া উচিৎ *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১৬৪)*। তবে কেউ শুধু ডানে অথবা ডানে ও বামে উভয় দিকে 'ওয়া বারাকাতুহু' যোগ করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না (*ইবনু হিব্বান হা/১৯৯৩; আবূদাউদ হা/৯৯৭, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য যে, কেবল ডানে সালাম ফিরানোর সময় 'ওয়া বারাকাতুহু' বলার বিষয়টি আবূদাউদের সব কপিতে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : আমার ছোট ভাই ২৪ বছর যাবত মানসিক বিকারগ্রস্ত এবং বিগত চার বছর ধরে নিখোঁজ। আমার আরো ভাই ও বোন বেঁচে আছে। এক্ষণে সম্পত্তি কিভাবে বণ্টিত হবে?

-আব্দুর রশীদ, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : দীর্ঘ সময় ধরে নিখোঁজ ব্যক্তি নিহত হিসাবে পরিগণিত হবে। এক্ষেত্রে যদি বিচারক তার হারানোর ব্যাপারে নিশ্চিত ফায়ছালা দেন তবে এই সম্পত্তি নিয়ম অনুযায়ী মেয়ের তুলনায় ছেলে দ্বিগুণ আকারে বণ্টিত হবে। আর বাকী অংশ নিকটতম পুরুষ আত্মীয়গণ আছাবা হিসাবে পেয়ে যাবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির নির্ধারিত অংশসমূহ হকদারগণকে পৌঁছে দাও। অতঃপর যা বেঁচে যাবে, সেগুলি (আছাবা সূত্রে) নিকটতম পুরুষ উত্তরাধিকারীদের দাও' *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৪২, 'ফারায়েয ও অছিয়তসমূহ' অধ্যায়)*। পরে হারানো ব্যক্তি ফিরে আসলে তার অংশ ফিরিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : আমি পিতার একমাত্র সন্তান। আমার নিজেরও একটি সন্তান রয়েছে। এক্ষণে আমি যদি আমার পিতা-মাতার পূর্বে মারা যাই তাহ'লে সম্পত্তি কিভাবে বণ্টিত হবে? আমার সন্তান কি এতে অংশ পাবে?

-ওয়ালিউল্লাহ, কাটাখালী, রাজশাহী।

উত্তর : প্রশ্নকারীর কোন ভাই-বোন না থাকায় তার সন্তান আছাবা হিসাবে দাদার পুরো সম্পত্তির মালিক হবে। কারণ নাতি তখনই দাদার সম্পত্তি পাবে না যখন দাদার অন্য ছেলে বা মেয়ে থাকবে *(তোহফাতুল মুহতাজ ৬/৪০২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির নির্ধারিত অংশসমূহ হকদারগণকে পৌঁছে দাও। অতঃপর যা বেঁচে যাবে, সেগুলি (আছাবা সূত্রে) নিকটতম পুরুষ উত্তরাধিকারীদের দাও' *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৪২)।*

প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : 'মরিয়ম ফুল' সম্পর্কে সমাজে অনেক রেওয়াজ চালু আছে। অনেকে হজ্জ করতে গিয়ে মরিয়ম ফুল কিনে নিয়ে আসে এবং এর পানি দ্বারা উপকার গ্রহণ করে থাকে। এগুলোর সত্যতা জানতে চাই।

-সাইফুল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : মরু অঞ্চলের ক্ষণজন্মা উদ্ভিদ মরিয়ম ফুল। মধ্যপ্রাচ্য ও সাব-সাহারার বিস্তীর্ণ মরুময় অঞ্চলে বছরের পর বছর শুকনো গাছ মাটি আঁকড়ে থাকে। মরুভূমির অসহনীয় গরমের মধ্যে থাকা শুকনো এই গাছ এবং নির্জীব পাথরের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কখনও বৃষ্টির পরশ পেলে জীবন ফিরে পায় এবং এর বংশ বিস্তার ঘটে। এই গাছের ফুলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, দস্তা এবং লোহা। বিশেষত, ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম একসঙ্গে পেশী সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে। এর কোন নেতিবাচক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। প্রসবকালীন সময় এই ফুল বিশেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করতে হয়। এতে প্রসূতি মায়ের প্রসব বেদনা লাঘব হয় এবং দ্রুত ও সহজে ডেলিভারী সম্পন্ন হয় বলে কথিত আছে *(তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট)*। সুতরাং ঔষধি গাছ হিসাবে চিকিৎসার জন্য এই ফুল থেকে উপকার গ্রহণ করা যাবে।

প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : উভয় পরিবারের অভিভাবকগণের উপস্থিতিতে আমাদের বিবাহের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে গত এক বছর পূর্বে। কিন্তু ছেলের চাকুরীর ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা থাকায় আরো দেড় বছর বিবাহের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তার পরিবারও অপেক্ষা করার ব্যাপারে অনড়। এমতাবস্থায় আমার বড় ভাই, বোন ও দুলাভাইদের উপস্থিতিতে কিছুদিন পূর্বে গোপনে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। যেখানে উভয়ের পিতা-মাতা উপস্থিত ছিলেন না। তবে আমার মা এটা জানেন। এক্ষণে এ বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর: উক্ত বিবাহ বিধিসম্মত হয়নি। কারণ মেয়ের অলী তথা পিতা এ বিষয়ে অবহিত নন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অলী ব্যতীত বিবাহ হয় না' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩০)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'দু'জন সাক্ষী এবং একজন জ্ঞানসম্পন্ন অলী ব্যতীত বিবাহ হয় না' *(ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৪৪)*। এক্ষণে পিতার উপস্থিতিতে নতুনভাবে বিবাহ পড়ানোর মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করতে হবে।

প্রশ্ন (৪০/২০০) : আমাদের মসজিদের মিম্বারটি চার স্তর বিশিষ্ট। শুনেছি রাসূলের মিম্বার ছিল তিন স্তর বিশিষ্ট। এক্ষণে করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইন, বেরাইদ, ঢাকা।

উত্তর : এই মিম্বার ব্যবহারে বাধা নেই। যদিও রাসূল (ছাঃ)-এর মেম্বার তিন স্তর বিশিষ্ট ছিল *(মুসলিম হা/৫৪৪; ইবনু মাজাহ হা/১৪১৪; আহমাদ হা/২৪১৯)*। মু'আবিয়া (রাঃ) মিম্বারের স্তর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন যাতে লোকেরা তাঁকে দেখতে পায় এবং তাঁর কথা শুনতে পায়' *(ফাৎহুল বারী ২/৩৯৯; উমদাতুল কারী ৬/২১৬; হাশিয়াতুস সুয়ূতী আলা সুনানিন নাসাঈ ২/৫৯; (সামহুদী, খোলাছাতুল ওয়াফা বিআখবারি দারিল মুছতাফা ২/৫১-৫৪)*।